শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার সরল বঙ্গানুবাদ।

মহাভারত ও বিবিধ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা হইতে

শ্রীকুঞ্জবিহারী দাস ঘোষ কর্ত্তৃক

সঙ্কলিত।

পাইকপাড়া রাজ ষ্টেট হইতে

গ্রন্থকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

কলিকাতা।

পিপেলস্ প্রেসে শ্রীদীননাথ ঘোষ দ্বারা মুদ্রিত।

১০নং শম্ভুচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ষ্ট্রীট।

১২৯৯।

মূল্য ১৲ এক টাকা।

পিতাঠাকুর

শ্রীযুক্ত অপর্ণাদত্ত দাস ঘোষ

মহাশয়ের শ্রীচরণে

এই গ্রন্থ

উপহার স্বরূপ

অর্পণ করিলাম।

বিজ্ঞাপন।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা অতি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ। হিন্দু মাত্রেই ইহার বিষয় সম্যক্‌রূপ অবগত আছেন। অধুনা এই গ্রন্থের যত বঙ্গানুবাদ বাহির হইয়াছে, তদ্দ্বারা সকল লোকের সহজে গীতার অর্থ বোধ হয় না। এজন্য আমি যথেষ্ট শ্রম স্বীকার করিয়া উক্ত গ্রন্থ সরল বঙ্গ ভাষায় সঙ্কলন করিলাম। আশা করি এতদ্দ্বারা সকলেই গীতার মর্ম্মবোধ করিতে সক্ষম হইবেন। এক্ষণে সকলে এই গ্রন্থের শুদ্ধাশুদ্ধ বিচার না করিয়া শ্রদ্ধাসহকারে পাঠ করিলে, আমার শ্রম সফল হয় এবং আমি কৃতকৃত্য হই। ইতি

পাইকপাড়া ষ্টেট, সন ১২৯৯। } শ্রীকুঞ্জবিহারী দাস ঘোষ।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার সরল বঙ্গানুবাদ।

প্রথম অধ্যায়।

ধৃতরাষ্ট্র সঞ্জয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হে সঞ্জয়! দুর্য্যোধনাদি আমার পুত্রগণ এবং যুধিষ্ঠিরাদি পাণ্ডুসন্তানগণ যুদ্ধাভিলাষে কুরুক্ষেত্রনামক ধর্ম্মভূমিতে সমবেত হইয়া কি করিতেছেন?"

সঞ্জয় বলিলেন, "মহারাজ! আপনার পুত্র দুর্য্যোধন পাণ্ডবদিগের অসংখ্য সৈন্য সামন্তকে ব্যূহে প্রতিষ্ঠিত দেখিয়া দ্রোণাচার্য্যের নিকট গমন করতঃ বলিলেন, "হে আচার্য্য! আপনার শিষ্য অর্জ্জুন, এবং দ্রুপদ রাজার পুত্র-ধৃষ্টদ্যুম্ন পাণ্ডবদিগের সৈন্য সামন্তকে কেমন শ্রেণীবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন, এবং এই সৈন্যের মধ্যে ভীমার্জ্জুনের তুল্য পরাক্রমশালী সাত্যকী, বিরাটরাজ, দ্রুপদরাজ, ধৃষ্টকেতু, চেকীতান, কাশিরাজ, রাজা পুরুজিৎ, কুন্তিভোজ, শৈবরাজ, পরাক্রমী যুধামন্যু, উত্তমৌজা, অভিমন্যু, এবং দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র প্রভৃতি মহারথগণ কেমন অবস্থান করিতেছেন, দেখুন!" হে দ্বিজোত্তম! আমার অভিপ্রায় এই যে, আপনি, ভীষ্ম, কর্ণ, কৃপাচার্য্য, অশ্বত্থামা, বিকর্ণ, ভূরিশ্রবা, জয়দ্রথ প্রভৃতি আর আর প্রধান প্রধান যোদ্ধাগণ স্ব স্ব বিভাগানুসারে ব্যূহরচনা করিয়া পিতামহ ভীষ্মকে রক্ষা করিতে চেষ্টা করুন; কেননা ভীষ্মই আমাদের জীবন রক্ষার মূল।"

বৃদ্ধ পিতামহ ভীষ্ম, দুর্য্যোধনের মুখে এইরূপ সম্মানসূচক বাক্য শ্রবণ করিয়া দুর্য্যোধনের সন্তোষের নিমিত্ত সিংহনাদ-সদৃশ শঙ্খধ্বনি করিলেন। সেনাপতিসমূহ ভীষ্মের রণোৎসাহ দেখিয়া শঙ্খ, ভেরী, পণব, বাদল, আনক প্রভৃতি বাদ্য যন্ত্রের বাদ্য দ্বারা মহা তুমুল শব্দ করিল।

বিপক্ষদিগকে উৎসাহিত দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ পাঞ্চজন্য শঙ্খ, অর্জ্জুন দেবদত্ত শঙ্খ, বৃকোদর পৌণ্ড্র শঙ্খ, রাজা যুধিষ্ঠির অনন্তবিজয় শঙ্খ, নকুল সুঘোষ শঙ্খ, সহদেব মণিপুষ্পক শঙ্খধ্বনি করিলেন। তৎপরে কাশিরাজ, শিখণ্ডী, ধৃষ্টদ্যুম্ন, বিরাট, সাত্যকী, দ্রুপদ, অভিমন্যু, ও দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র প্রভৃতি মহা-ধনুর্দ্ধরগণ নিজ নিজ শঙ্খধ্বনি করিয়া মহাপ্রলয়সদৃশ শব্দ উত্থিত করিলেন। এই সকল শঙ্খের মহাভয়ঙ্কর ধ্বনিতে দুর্য্যোধন প্রভৃতি আপনার পুত্রগণ সশঙ্কিত হইলেন।

অর্জ্জুন, আপনার পুত্রগণকে যথাযোগ্য অবস্থিতি করিতে দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন, "হে অচ্যুত। দুর্ব্বুদ্ধি দুর্য্যোধনের প্রিয়াচরণ বাসনায় যে সমস্ত যোদ্ধা সমাগত হইয়াছেন, এবং যাঁহারা যুদ্ধেচ্ছুক হইয়া অবস্থিতি করিতেছেন, তাঁহাদের মধ্যে রথ স্থাপন কর। যে যে ব্যক্তির সহিত আমাকে যুদ্ধ করিতে হইবে, তাহাদিগকে অবলোকন করিব।"

শ্রীকৃষ্ণ, অর্জ্জুনের এবম্প্রকার প্রার্থনায়, উভয় পক্ষের সৈন্যের মধ্যস্থলে ভীষ্ম, দ্রোণাচার্য্য প্রভৃতি অন্যান্য রাজাদিগের সম্মুখে রথস্থাপন করিয়া বলিলেন "ধনঞ্জয়। সমবেত কৌরব-গণকে অবলোকন কর।"

অর্জ্জুন উভয় দলের সৈন্য মধ্যে পিতৃব্য, পিতামহ, আচার্য্য,

মাতুল, ভ্রাতা, পুত্র, পৌত্র, শ্বশুর, মিত্রগণ, ও উপকারকগণকে যুদ্ধার্থে সংগ্রামস্থলে উপনীত দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন, "এই সকল আত্মীয় বন্ধুবান্ধব সংগ্রামে নিহত হইবে ভাবিয়া, আমার হস্ত পদাদি ইন্দ্রিয় সকল অবশ হইতেছে, এবং আমার হৃৎকম্প ও শরীর লোমাঞ্চ হইতেছে, শোকাগ্নি দ্বারা আমার শরীর দগ্ধ হইতেছে, হস্ত হইতে গাণ্ডীব ধনু স্খলিত হইতেছে, আমার মস্তক ঘুরিতেছে, আমি আর তিষ্ঠিতে পারিতেছি না। যাহাদের মঙ্গল কামনায় স্বীয় প্রাণ দিতে হয়, যাহাদিগকে লইয়া রাজ্যের সুখ সমৃদ্ধি, তাহাদিগকে যদি নিধন করিলাম, তবে কাহাদিগকে লইয়া রাজ্য করিব? এমত জয় ও রাজ্যে আমার প্রয়োজন নাই! এই সকল বন্ধু বান্ধবেরা যখন নিজ নিজ রাজ্য, স্ত্রী, পুত্র, ঐশ্বর্য্য প্রভৃতি সুখভোগে জলাঞ্জলি দিয়া সমরের প্রতীক্ষা করিতেছেন, তখন আমরা কি সামান্য রাজ্য-ভোগেচ্ছা ত্যাগ করিতে পারিব না? যদিও আততায়ীদিগকে বধকরা শাস্ত্র সঙ্গত, তথাপি উহাদিগকে বধ করিলে সনাতন কুলধর্ম্ম ক্ষয় হইবে। কুলক্ষয় হইলে সমস্ত কুল অধর্ম্মে পরিণত হইবে, কুল অধর্ম্মে পরিণত হইলে কুলস্ত্রীরা ব্যভিচারিণী হইবে। কুলস্ত্রীরা ব্যভিচারিণী হইলে জারজ সন্তান উৎপন্ন হইবে। জারজ সন্তানগণ সকল কুল ও কুলনাশকদিগকে নরক গামী করিবে। কুলে পিণ্ড, শ্রাদ্ধ, তর্পণাদি না হওয়ার জন্য উহাদের পিতৃ পুরুষেরা নিরয়গামী হইবে ও প্রেতত্ব প্রাপ্ত হইবে। বর্ণসঙ্করকরণীভূত কুলনাশক ব্যক্তিদিগের জাতি ধর্ম্ম, সনাতন কুলধর্ম্ম, আশ্রমধর্ম্ম প্রভৃতি এককালে লোপ হইবে। কুলধর্ম্ম উৎসন্ন যাইলে সেই বংশের লোকদিগকে নরকে

যাইতে হইবে। দুর্য্যোধনাদি ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ রাজ্যলোভে ও ঈর্ষাবশতঃ বংশনাশজনিত দোষ এবং বন্ধুদ্রোহ পাতক সকল দেখিতেছেন না। আমরা যখন এই সকল দোষ ও পাতক দেখিতে পাইতেছি, তখন কেন না ইহা হইতে নিবৃত্ত হইব? অতএব আমরা এরূপ গর্হিত কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিব না। ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ আমাদিগকে বধ করিয়া যদি সুখী হয়, তাহাতে ক্ষতি নাই।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

শ্রীকৃষ্ণ, অর্জ্জুনকে ব্যাকুলিত, বিষাদিত এবং রোরুদ্যমান দেখিয়া বলিলেন, "জ্ঞানিলোকেরা যে মোহকে তুচ্ছ জ্ঞান করেন, যে মোহ দ্বারা অধর্ম্ম ও অখ্যাতি হয়, এমন সঙ্কট সময়ে তোমার সেই মোহ উপস্থিত হইল কেন? তুমি হৃদয়ের তুচ্ছ কাতরতাকে ত্যাগ করিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও। এ সময় কাতর হওয়া তোমার উচিত নয়।"

অর্জ্জুন বলিলেন, "হে মাধব! ভীষ্ম, দ্রোণ প্রভৃতি পূজনীয় ব্যক্তিদিগের সহিত বাক্‌যুদ্ধ করা আমার উচিত নয়, তবে আমি কি প্রকারে তাঁহাদিগের সহিত বাণ দ্বারা যুদ্ধ করিব? দ্রোণ প্রভৃতি মহানুভব গুরুতর লোকদিগকে বধ করিয়া নরকে গমন করা অপেক্ষা ইহলোকে ভিক্ষায় দ্বারা জীবন ধারণ করা বিধেয়। আর উহাদিগকে বধ করিলে যে, পরলোকেই নরক ভোগ করিতে হইবে, এমত নহে। ইহলোকেই তাঁহাদিগের রক্ত মিশ্রিত নরক তুল্য বিষয় সকল ভোগ করিতে হইবে।

পরস্পর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে, কোন্ পক্ষের জয় হইবে তাহার স্থির নাই। যদি আমাদের জয় হয়, তাহাও এক প্রকার পরাজয় বলিতে হইবে, কেননা যাহাদিগের নিধনে আমরা প্রাণ ধারণ করিতে ইচ্ছা করি না, সেই সকল ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ যুদ্ধার্থে উপস্থিত হইয়াছেন। বন্ধুবর্গকে নষ্ট করিলে কুলক্ষয় জন্য পাপ হইবে—ভাবিয়া আমি আমার শূরত্বকে নষ্ট করিয়াছি। এখন আমার কি করা কর্ত্তব্য তাহা বিবেচনা করিতে পারিতেছি না। এখন আমার পক্ষে কি শ্রেয়, তাহা তুমি আমাকে বলিয়া শিক্ষা দাও। আমি যদি অতুলৈশ্বর্য্যযুক্ত নিষ্কণ্টক রাজ্য প্রাপ্ত হই, অথবা যদি দেবতার আধিপত্য প্রাপ্ত হই, তথাপি আমার এই শোক নিবারণের উপায় দেখি না।”

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, “অর্জ্জুন! বন্ধুবর্গের জন্য শোক করিও না। যেহেতু আত্মা জন্ম মৃত্যু রহিত। উহার ধ্বংস নাই। দেখ, আমার এই দেহের আবির্ভাব আছে ও তিরোভাব আছে, তা ব’লে যে, আমি পূর্ব্বে পরমেশ্বর থাকি নাই এরূপ মনে করিও না। আর এই সকল রাজাগণ এবং তুমি যে, পূর্ব্বে থাক নাই এমত নয়। এবং এই দেহ নাশের পর তোমরা যে থাকিবে না, তাহাও নয়। অতএব এর জন্য শোক করা অবিধেয়।

যদিও এই দেহাভিমানী জীবাত্মার স্থূল দেহের বাল্য, যৌবন, বার্দ্ধক্য আছে, কিন্তু আত্মার সেরূপ নাই। কোন এক দেহ নষ্ট হইলে, সেই দেহের আত্মা পরলিঙ্গ শরীরের দ্বারা অন্য দেহে গমন করেন। এ কারণ পণ্ডিতগণ জন্ম মৃত্যুতে মোহিত হন না।

বিষয় সকলের সহিত ইন্দ্রিয় সকলের সম্পর্ক আছে। সেই ইন্দ্রিয় সম্পর্ক দ্বারা যথা সময়ে আত্মীয়গণের সংযোগ, বিয়োগ, এবং শীত, উষ্ণ, সুখ, দুঃখ প্রভৃতি জন্মে; কিন্তু সেই ইন্দ্রিয় সম্পার্ক অনিত্য; এজন্য আত্মীয়গণের সংযোগ, বিয়োগ, এবং শীতোষ্ণ, সুখ, দুঃখ প্রভৃতিও অনিত্য। এই সকল ক্ষণস্থায়ী আত্মীয়গণের সংযোগ, বিয়োগ এবং শীতোষ্ণ, সুখ, দুঃখ প্রভৃতি সহ্য করাই কর্ত্তব্য; তজ্জন্য হর্ষ বিষাদ হওয়া উচিত নয়। যে পুরুষের ঐ সকল ইন্দ্রিয়সংসর্গ ক্লেশদায়ক হয় না, সেই পুরুষই ধীর। যিনি সুখ দুঃখ সম জ্ঞান করেন, তিনিই মোক্ষের যোগ্য পাত্র।

অসৎরূপ অনিত্য শীতোষ্ণাদি আত্মাতে বর্ত্তে না এবং সৎস্বভাব আত্মার কদাচ নাশ হয় না। আত্মা এই জগৎকে ব্যাপিয়া বিরাজমান আছেন। তাহার কোন প্রকারে ধ্বংস সম্ভব হয় না। আত্মা সর্ব্বদা একরূপ, বিনাশরহিত এবং অপরিচ্ছিন্ন। দেহেরই বিনাশ হয়। জ্ঞানি ব্যক্তিরা এই নিত্যানিত্য বিষয়ের অন্ত জানেন, এজন্য তাঁহারা ঐ সকলকে সহ্য করিয়া থাকেন। অতএব তুমি শোক মোহ পরিত্যাগ কর।

যাহারা আপনাকে আত্মার বিনাশ কর্ত্তা মনে করে, এবং যাহারা আত্মার মৃত্যু আছে মনে করে, তাহারা মূর্খ, কিছুই জানে না। আত্মার হন্তা কেহ নাই; এবং তাহার বিনাশ হয় না। যদিও বস্তুর জন্ম, স্থিতি, বৃদ্ধি, রূপান্তর, হ্রাস ও বিনাশ আছে; কিন্তু আত্মার এ সকল বিকার নাই। তিনি জন্মরহিত, দেহের নাশে কদাচ তাহার নাশ হয় না। তিনি সর্ব্বদা সমান।

যিনি আত্মাকে হ্রাসবৃদ্ধিজন্মমৃত্যুরহিত জানেন, তিনি আবার কাহাকে মারিবেন? তুমি যে আপনাকে বধের কর্ত্তা মনে করিতেছ, এবং আমাকে প্রয়োজক মনে করিতেছ, ইহা তোমার নিতান্ত ভুল। তুমি ভ্রম বুদ্ধি পরিত্যাগ কর।

কর্ম্মাধীন শরীরপরিগ্রহ অবারিত। লোকে যেমন জীর্ণ বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া নূতন বস্ত্র পরিধান করে, সেইরূপ আত্মাও জীর্ণ দেহকে ত্যাগ করিয়া অভিনব শরীর গ্রহণ করিয়া থাকেন। আত্মা অস্ত্র দ্বারা ছিন্ন হয় না, জল দ্বারা গলিত হয় না, এবং বায়ু দ্বারা শুষ্ক হয় না। আত্মা ছেদনের, দাহের, গলনের, এবং শোষণের যোগ্য নহেন। আত্মা বিনাশরহিত। আত্মা চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, ত্বক্ প্রভৃতি বহিরিন্দ্রিয়ের অগোচর, মনও তাহাকে জানিতে পারে না, এবং হস্তপদাদি কর্ম্মেন্দ্রিয়েরও গ্রাহ্য নহে।

যদি শরীরের সঙ্গেই আত্মার জন্ম, এবং শরীরের নাশেই আত্মার নাশ মনে কর, তথাপি তুমি শোকাকুল হইতে পার না। কারণ, যে জন্মায়, তাহার মৃত্যু অবধারিত আছে। এবং মৃত ব্যক্তির জন্ম অবশ্যই হয়. যে জন্ম মরণের পরিহার নাই, তাহার জন্য শোক করা জ্ঞানবানের উচিৎ হয় না।

শরীরসকল জন্মের পূর্ব্বে প্রকৃতিতে লীন থাকে, তাহার পরে কারণবশত জন্মিয়া মৃত্যু পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয়। উহা পুনশ্চ মরিয়া সেই প্রকৃতিতে লয় পায়। অতএব তুমি এমন দেহের ধ্বংসের নিমিত্ত বিলাপ করিতে পার না। তবে যে পণ্ডিত ব্যক্তি মোহিত হয়, তাহার কারণ এই যে, তাহারা নানা শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া এবং বিবিধ আচার্য্যের উপদেশ পাইয়া

নিত্যজ্ঞানানন্দস্বভাব আত্মা চক্ষুর অগোচর জন্য অঘটমান বিবেচনা করে।

আত্মা সকল শরীরেই নিত্য ও অবধ্যরূপে বিরাজমান আছেন। তুমি প্রাণিসকলের জন্য শোকাকুল হইও না। যুদ্ধ ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম, তাহা না করা অনুচিত। প্রার্থনা ব্যতীত যে যুদ্ধ স্বয়ং উপস্থিত, তাহা অবারিত স্বর্গদ্বার-স্বরূপ। সৌভাগ্য-শালী ক্ষত্রিয়েরা এরূপ যুদ্ধ প্রাপ্ত হয়। তুমি যদি এই ধর্ম্মজনক সংগ্রাম না কর, তাহা হইলে স্বধর্ম্ম ও কীর্ত্তিত্যাগজন্য পাপে লিপ্ত হইবে। এবং এই সকল লোকেরা তোমাকে কাপুরুষ মনে করিবে। ক্ষমতাশালী ব্যক্তির অকীর্ত্তি হওয়া অপেক্ষা মরণ শ্রেয়। পূর্ব্বে যাহারা তোমাকে অধিক পরাক্রমশালী জানিত, এখন তাহারা তোমাকে বিস্তর অযোগ্য কথা বলিবে। সুতরাং তুমি তাহাদিগের নিকট লঘুতা প্রাপ্ত হইবে। ইহা অপেক্ষা অধিক দুঃখ আর কি আছে! এই যুদ্ধে যদ্যপি তোমার মৃত্যু হয়, তাহা হইলে স্বর্গে যাইবে। আর যদি জয় হয়, তাহা হইলেই পৃথিবী লাভ করিবে। অতএব তুমি প্রতিজ্ঞা করিয়া যুদ্ধে গাত্রোত্থান কর। সুখ দুঃখ, লাভালাভ জয় পরাজয়, এ সকলকে সমান জ্ঞান করিয়া, অর্থাৎ হর্ষ বিষাদ রহিত হইয়া স্বধর্ম্ম বোধে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও। এরূপ করিলে হত্যাজনিত পাপ হইবে না। আত্মতত্ত্বজ্ঞান যেরূপে করিতে হয়, তাহা তোমায় বলিলাম। উহার কারণীভূত যে নিষ্কাম কর্ম্মযোগ, যদ্দারা কর্ম্মবন্ধন হইতে মুক্ত হইবে, তাহা শ্রবণ কর।

কামনারহিত হইয়া কর্ম্ম করিলে নিষ্ফল হয় না। পর-মেশ্বরের উদ্দেশে যে কর্ম্ম করা যায়, তাহাতে মন্ত্রাদিরূপ কর্ম্মহানি

হইলেও পাপ নাই; বরঞ্চ, পরমেশ্বরোদ্দেশে আচরিত অল্প কর্ম্মও সংসাররূপ মহাবন্ধন হইতে রক্ষা করে। "পরমেশ্বর ভক্তি দ্বারা অবশ্য পরিত্রাণ পাইব" এইরূপ স্থির বুদ্ধির প্রভাবে নিষ্কাম ব্যক্তিরা পরমেশ্বরনিষ্ঠ হইয়া থাকে। যাহারা পরমেশ্বরে নিষ্ঠাশূন্য তাহাদের কামনা, কর্ম্মফল, গুণফল, অনন্ত; এজন্য তাহাদের বুদ্ধি নানা প্রকার হয়।

আপাততঃ মনোরঞ্জক বাক্যকে "অর্থাৎ স্বর্গ, পুত্র ধনাদি কামনা করিয়া যাগ করিলে, স্বর্গ, পুত্র, ধনাদি লাভ হয়, ইত্যাদি বেদবাক্যকে" যে মূঢ়েরা প্রতিপন্ন করে, তাহারা বলে যে, প্রাপ্তব্য পরমেশ্বরতত্ত্ব ইহার অতিরিক্ত নাই। কারণ ঐ সকল লোকের মন কামনাতে ব্যাকুল; এজন্য তাহারা স্বর্গকে পরম পুরুষার্থ জ্ঞান করে। কর্ম্মানুষ্ঠান করিলে পুনর্ব্বার জন্ম হয় এবং তজ্জন্য পুনর্ব্বার কর্ম্ম ও ফল পাওয়া যায়। এজন্য উহারা ঐ সকল কর্ম্ম প্রতিপাদক বেদবাক্যকে "অর্থাৎ ঐশ্বর্য্য-সুখভোগের লোভ প্রদর্শককে" প্রধান বলে। যে সকল ব্যক্তির কেবল ঐশ্বর্য্য সুখভোগে আসক্তি এবং পূর্ব্বোক্ত মনোরঞ্জক বেদবাক্য দ্বারা চিত্ত আকর্ষিত, তাহাদিগের পরমেশ্বর মুখ্য বলিয়া নিষ্ঠা হয় না। বেদে ঐ সকল কেবল ফল কামনাকারী দিগের জন্য লিখিত হইয়াছে। অল্পজলবিশিষ্ট নানা কূপ তড়াগাদিতে যে সকল কার্য্য কষ্টে সম্পন্ন হয়, সেই সকল কার্য্য সহজে যেমন এক মহাসমুদ্রে নিষ্পন্ন হইয়া যায়, সেইরূপ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তি, পরমেশ্বর ভক্তি দ্বারা বেদবিহিত সকল কর্ম্মের ফল পাইয়া থাকেন। "অর্থাৎ ব্রহ্মানন্দ লাভেই তদন্তঃপাতি ক্ষুদ্রানন্দ লাভ করেন।"

তুমি তত্ত্বজ্ঞানার্থী হইয়া কর্ম্ম করিতে পার, কিন্তু কর্ম্মের ফল কামনা করিতে পার না। কামনাশূন্য হইয়া কর্ম্ম করিলে, জন্মমরণাদিরূপ বন্ধন হয় না। কর্ম্ম, বন্ধনের কারণ; এজন্য কর্ম্মানুষ্ঠানে বিরত হও। কর্ম্মের যে ব্যবহিত ফল তত্ত্বজ্ঞান, তাহার সিদ্ধি ও অসিদ্ধিকে সমান জ্ঞান করিয়া, কর্ত্তৃত্বাভিমান পরিত্যাগপূর্ব্বক কেবল পরমেশ্বরারাধনার্থ কর্ম্মানুষ্ঠান কর। কর্ম্মফলের সিদ্ধি ও অসিদ্ধির সমতা বোধকে যোগ বলে। নিষ্কাম কর্ম্মাপেক্ষা সকাম কর্ম্ম অত্যন্ত নিন্দিত। যাহারা ফলাভিলাষী হইয়া কর্ম্ম করে, তাহারা অতি নীচ ও ক্ষুদ্র-প্রকৃতি লোক। অতএব তুমি ফল ত্যাগ করিয়া জ্ঞানের নিমিত্ত কর্ম্মানুষ্ঠান কর। এবং নিষ্কাম কর্ম্মে প্রবৃত্ত হও। স্বর্গ নরকাদি ভোগের কারণ পাপ পুণ্য। জ্ঞানবান্ ব্যক্তি এই উভয়ই পরিত্যাগ করেন। বন্ধনের কারণ যে কর্ম্ম, তাহা পরমেশ্বরারাধনার্থ করিয়া, মোক্ষ সম্পাদন করাকে যোগ বলে।

বুদ্ধিমান্ জ্ঞানী ব্যক্তিরা ফলকামনা ত্যাগ করত পরমেশ্বরা-রাধনার্থ কেবল কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া জন্ম-মরণাদিরূপ বন্ধনমুক্ত ও সকল উপদ্রবশূন্য ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হন। তুমি যখন এই প্রকার ক্রমশঃ পরমেশ্বরারাধনার্থ কর্ম্ম করিয়া বিশেষরূপ জানিতে পারিবে যে, শরীর হইতে আত্মা পৃথক, তখন তুমি যে সকল শ্রবণ করিয়াছ এবং শ্রবণ করিবে, সে সকলেই তোমার বৈরাগ্য জন্মিবে। বহুবিধ বৈদিক এবং লৌকিক বাক্য শ্রবণ করিয়া, তোমার যে বুদ্ধি সতত চঞ্চল হইয়াছে, তাহা বিষয়ান্তরে আকৃষ্ট না হইয়া, যখন অভ্যাসাধীন

কেবল পরমেশ্বরে স্থিরভাবে অবস্থিত হইবে, তখন তত্ত্বজ্ঞান প্রাপ্ত হইবে।

অর্জ্জুন বলিলেন; "কেশব! ঈশ্বরনিষ্ঠ স্থিরপ্রতিজ্ঞ ব্যক্তির চিহ্ন কি? তাঁহাকে কি প্রকারে জানিতে পারা যায়? তিনি কি প্রকার অবস্থায় থাকেন? এবং তাঁহার গতিবিধি ও কথাবার্ত্তা কিরূপ, সবিশেষ আমায় বল।"

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, "যে ব্যক্তির মনোগত বিষয়াভিলাষ সকল দূর হয়, এবং আপনা হইতেই পরমানন্দস্বরূপ আত্মাতে সন্তোষ জন্মে, তাহাকে স্থিরপ্রতিজ্ঞ বলে। যাহার দুঃখে বিষাদ না হয়, এবং সুখভোগেও ইচ্ছা হয় না, যিনি বিষয়ানুরাগ, ভয়, ক্রোধ পরিত্যাগ করেন, তিনিও স্থিরপ্রতিজ্ঞ। যে ব্যক্তি পুত্র মিত্রাদির প্রতি অন্তরে স্নেহশূন্য হন, এবং যিনি ভাবী সুখ দুঃখে স্পৃহাশূন্য হইয়া নির্ভয়ে উদাসীনের ন্যায় কথা বলেন, তিনি ঈশ্বরনিষ্ঠ। কচ্ছপ যেমন হস্তপদাদি সকল ইন্দ্রিয়কে শরীরমধ্যে লুক্কায়িত করে, সেই প্রকার জ্ঞানবান্ ব্যক্তি যখন বিষয় হইতে ইন্দ্রিয় সকলকে অনায়াসে নিবৃত্ত করিতে সক্ষম হন, তখন তাঁহাকে তত্ত্বজ্ঞানী বলে।

যদিও তত্ত্বজ্ঞানশূন্য অজ্ঞানী লোকদিগের বিষয়নিবৃত্তি দৃষ্টিগোচর হয়, কিন্তু তাহাদিগের মনোগত অভিলাষ দূর হয় না। এজন্য তাহাদিগকে তত্ত্বজ্ঞানী বলে না।

তত্ত্বজ্ঞানী ঈশ্বরনিষ্ঠ ব্যক্তিদিগের সমস্ত অভিলাষই ঈশ্বর কৃপায় নিবৃত্তি হয়। বিষয় সকল হইতে ইন্দ্রিয় সকলের নিবৃত্তি না হইলে তত্ত্বজ্ঞান হয় না। বিবেকী ব্যক্তি মোক্ষের জন্য যত্ন আরম্ভ করিলেও ক্ষোভকারক ইন্দ্রিয়বর্গ তাঁহার মনকে বল-

পূর্ব্বক বিষয়ে আকর্ষণ করে; এজন্য যোগী ব্যক্তি ইন্দ্রিয় সকলকে দমন করিয়া পরমেশ্বরে একমনা হন; কারণ ইন্দ্রিয়গণ যাঁহার বশীভূত তিনিই তত্ত্বজ্ঞ।

যাহারা নিরন্তর যে বিষয় চিন্তা করে, তাহাদের সেই বিষয়ে আসক্তি হয়, ঐ আসক্তি হইতে অভিলাষ জন্মে, অভিলাষের কোন ব্যাঘাত হইলে ক্রোধ উপস্থিত হয়, ক্রোধ হইলেই কার্য্যাকার্য্য বিবেচনা থাকে না, বিবেচনা-শূন্য হইলে মনুষ্য মৃতের ন্যায় হয়। অতএব মনকে বশীভূত করিয়া, রাগদ্বেষাদিশূন্য ইন্দ্রিয় সকল দ্বারা বিষয় সকল উপভোগ করিবে। যেহেতু রাগদ্বেষাদিশূন্য ইন্দ্রিয়সকলদ্বারা বিষয় উপভোগ করিলে লোকের শান্তি লাভ হয়; শান্তি হইলে সকল দুঃখের নাশ হয়; দুঃখের নাশ হইলে সর্ব্বদাই চিত্ত প্রসন্ন থাকে; প্রসন্নচিত্ত ব্যক্তিরা অতি শীঘ্রই পরমেশ্বর-নিষ্ঠ হয়।

ইন্দ্রিয়নিগ্রহব্যতীত তত্ত্বজ্ঞান হয় না। যে ব্যক্তির ইন্দ্রিয়-সমূহ বশীভূত নহে, তাহার মন আচার্য্যের উপদেশদ্বারা পরমেশ্বরে আকৃষ্ট হয় না। কারণ সে ব্যক্তি পরমেশ্বরকে চিন্তা করিতে পারে না; এজন্য পরমেশ্বরভাবনাশূন্য ব্যক্তিদিগের শান্তি লাভ হয় না। শান্তির অভাবে মোক্ষানন্দ-স্বরূপ সুখের অভাব হয়। ইন্দ্রিয়গণের মধ্যে কোন এক ইন্দ্রিয় বিষয়গামী হইলে, মন সেই এক ইন্দ্রিয়ের সঙ্গেই ধাবমান হয়, তখন ঐ ইন্দ্রিয় মনুষ্যের মনকে পরমেশ্বরনিষ্ঠ হইতে দেয় না। বায়ু যেমন অশিক্ষিত নাবিকের নৌকাকে ইতস্ততঃ পরিচালিত করে, সেইরূপ বিষয়গামী ইন্দ্রিয়গণ মনুষ্যকে পরমেশ্বরচ্যুত

করিয়া বিপথগামী করে। যে ব্যক্তি বিষয়ভাবনা দূর করিয়া ইন্দ্রিয়গণকে বশে রাখিতে পারেন, তাঁহার তত্ত্বজ্ঞান লাভ হয়।

অজ্ঞানী লোকদিগের পরব্রহ্মবিষয়কনিষ্ঠা অন্ধকারের ন্যায় বোধ হয। কেননা, তাহারা তদ্বিষয়ে কিছুই দেখিতে পায় না। ইন্দ্রিযদমনশীল ব্যক্তিগণের বুদ্ধি ও মন কেবল পরমেশ্বর-নিষ্ঠাতেই থাকে। যে বিষয়সুখে প্রাণিসকলের মন লিপ্ত, তত্ত্বজ্ঞানী লোকদিগের পক্ষে তাহা অন্ধকার স্বরূপ। যেহেতু তাঁহারা বিষয় সুখের প্রতি দৃষ্টি করেন না। যদিও তত্ত্বজ্ঞানী লোকদিগেব বিষয়সম্ভোগ দৃষ্ট হইয়া থাকে, কিন্তু তাঁহারা তাহাতে লিপ্ত নহেন। যেমন নানা নদ নদীর জল সমুদ্রে পড়িয়া তাহার সীমা অতিক্রম করিতে পারে না, সেইরূপ প্রারব্ধ কর্ম্মবশতঃ বিষয় সকল উপস্থিত হইয়াও তত্ত্বজ্ঞানীকে বিচলিত করিতে সক্ষম হয় না, এবং তত্ত্বজ্ঞানীর ঐ সকল বিষয়ে আসক্তি জন্মে না। যে সকল তত্ত্বজ্ঞানী ব্যক্তি অন্তরে বিষয়াসক্তিশূন্য হইয়া বাহিক বিষয় সম্ভোগ করেন; তাঁহারা মোক্ষের যোগ্য হন। কিন্তু বিষয়কামনাশীলব্যক্তিরা মোক্ষের যোগ্য হয় না। যে পুরুষ প্রাপ্ত বিষয়ে উপেক্ষা করে, এবং অপ্রাপ্ত বিষয়ে স্পৃহা না করে; যিনি অহঙ্কারশূন্য হইয়াও ভোগসাধনে মমতাশূন্য হইয়া কেবল পরমেশ্বরে চিত্তার্পণ করত প্রারব্ধ কর্ম্মের ফলভোগ মাত্র করেন, তাঁহারই মোক্ষ হয়। হে অর্জ্জুন! ইহারই নাম ব্রহ্মনিষ্ঠা। মনুষ্যের ব্রহ্মনিষ্ঠা হইলে, তাহাকে সংসারে আর মোহিত হইতে হয় না। প্রাণিগণ যদি মৃত্যুকালে ক্ষণমাত্র এই নিষ্ঠাতে থাকে, তাহা হইলে তাহারা

পরমেশ্বরে লীন হয়। বাল্যাবধি ব্রহ্মনিষ্ঠায় থাকিলে ত আর কথাই নাই।"

তৃতীয় অধ্যায়।

অর্জ্জুন বলিলেন "হে জনার্দ্দন! যদি তোমার মতে কর্ম্ম হইতে জ্ঞান শ্রেষ্ঠ, তবে কেন আমায় এই ভয়ঙ্কর কর্ম্মে নিযোগ করিতেছ? যদিও তোমার বাক্য ভ্রমজনক নহে, কিন্তু কোন স্থলে কর্ম্মের প্রশংসা এবং কোন স্থলে জ্ঞানের প্রশংসা করাতে আমার সংশয় উপস্থিত হইয়াছে। অতএব জ্ঞান ও কর্ম্ম এই উভয়ের মধ্যে কাহার দ্বারা মোক্ষ পাইব তাহা ঠিক করিয়া বল।"

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন "ধনঞ্জয! পূর্ব্বাধ্যাযে ভিন্ন ভিন্ন অধিকারীর জন্য দুই প্রকার মোক্ষোপায় কহিয়াছি। যাহাদিগের অন্তঃকরণ শুদ্ধ, তাহাদিগের পরমাত্মার শ্রবণমনন বিষয়ে অধিকার। যাহাদিগের চিত্তশুদ্ধি হয় নাই, তাহারা কামনাশূন্য হইয়া, কেবল জ্ঞানের নিমিত্ত কর্ম্মানুষ্ঠান করিবে। কর্ম্মানুষ্ঠান, চিত্তশুদ্ধির কারণ, তাহা না করিলে জ্ঞানোৎপত্তি হয় না। জ্ঞানব্যতীত কর্ম্মত্যাগ করিলেও মোক্ষ হইতে পারে না। জ্ঞানী অজ্ঞানী উভয়েই কর্ম্ম না করিয়া থাকিতে পারে না; কারণ, মনে স্বাভাবিক রাগ দ্বেষাদি উপস্থিত হইযা, মনকে অবশ করে; সেই জন্য সকলকেই কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতে হয়। তন্মধ্যে যে ব্যক্তি পরমেশ্বরধ্যানচ্ছলে হস্তপাদাদি কর্ম্মেন্দ্রিয় সকলকে কর্ম্ম-

চ্যুত করিয়া মনে বিষয়ভাবনা করে, সে ব্যক্তি মূর্খ ও কপটা-চারী। যে ব্যক্তি চক্ষুরাদি জ্ঞানেন্দ্রিয় সকলকে মনের দ্বারা কেবল পরমেশ্বর বিষয়ে নিয়োজিত করেন. এবং ফলাভিলাষ ত্যাগ করিয়া হস্তপদাদি কর্ম্মেন্দ্রিয় দ্বারা কর্ম্মানুষ্ঠান করেন, তিনিই জ্ঞানবান্। কর্ম্মত্যাগ অপেক্ষা কর্ম্মানুষ্ঠান শ্রেষ্ঠ। তুমি সন্ধ্যোপাসনাদি নিত্যকর্ম্ম কর, নতুবা কর্ম্মত্যাগ করিলে তোমার শরীর রক্ষা হইবেক না। পরমেশ্বরারাধনা ব্যতীত যে সকল কর্ম্ম, তাহাই বন্ধন। পরমেশ্বরোদ্দেশে কর্ম্ম করিলে লোক বদ্ধ হয় না। তুমি ফলাভিলাষ ত্যাগ করিয়া পরমেশ্বরের প্রীতির জন্য কেবল কর্ম্ম কর। কর্ম্মানুষ্ঠান যে কর্ত্তব্য তদ্বিষয়ে প্রজাপতির বাক্য প্রমাণদেখ :—সৃষ্টির প্রথমে প্রজাপতি যজ্ঞাধিকারী বিপ্রাদি প্রজার সৃষ্টি করিয়া বলিলেন, "হে প্রজা-গণ! যজ্ঞ তোমাদিগের অভিলষিত ফলদাতা হউক, তোমরা যজ্ঞ দ্বারা উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হও।" চিত্তশুদ্ধির দ্বারা মোক্ষ-সাধন নিষ্কামকর্ম্মপ্রকরণ অপেক্ষা যদিও কাম্যকর্ম্ম হেয়, তথাপি, কর্ম্ম না করা অপেক্ষা কাম্যকর্ম্ম করা ভাল। কেননা, যজ্ঞদত্ত আহুতির দ্বারা দেবতাদিগের সম্বর্দ্ধনা করিলে, দেবতারা বৃষ্ট্যাদির দ্বারা অন্নের উৎপত্তি করিবেন। পরমেশ্বরের সম্বর্দ্ধনাতে উভয়েরই ইষ্ট হয়। দেবতারা যে অন্নাদি প্রদান করেন, তাহা পঞ্চযজ্ঞাদির দ্বারা দেবতাদিগকে না দিয়া ভোজন করিলে পাপ হয়। যাহারা বিশ্বদেবাদির উদ্দেশে দান করতঃ অবশিষ্টান্ন ভোজন করেন, তাহারা সকল পাপ হইতে মুক্ত হন; কিন্তু যাহারা কেবল আপনার নিমিত্ত অন্ন পাক করেন, তাহাদের কেবল পাপান্ন ভোজন হয়। গৃহস্থেরা চুলা, শিল নোড়া, ঝাঁটা,

উদূখল মুষল জলের জলসী প্রভৃতির ব্যবহার দ্বারা প্রাণি বধ করিয়া থাকে, তজ্জন্য তাহাদিগকে পাপ আশ্রয় করে, সেই পাপ হইতে মুক্ত থাকিবার জন্য বিশ্বদেবতাগণ উদ্দেশে অগ্রে কিঞ্চিতান্ন দান করিয়া অবশিষ্টান্ন ভোজন করা বিধি। ভুক্ত অন্ন শুক্র শোণিতরূপে পরিণত হইলে, তাহা হইতে প্রাণি উৎপত্তি হয়। দেখ যে অন্ন হইতে শুক্র শোণিত উৎপত্তি, এবং শুক্র শোণিত হইতে প্রাণি উৎপত্তি, সে অন্ন মেঘবর্ষণ দ্বারা জন্মে। আবার যাগ হইতে মেঘের উৎপত্তি এবং যজমানাদির ব্যাপারস্বরূপ কর্ম্ম হইতে যাগের নিষ্পত্তি হয়। যজমানাদি ব্যাপারাত্মক যে কর্ম্ম তাহা বেদ হইতে এবং নিত্য পরমেশ্বর হইতে বেদের উদ্ভব। সর্ব্বব্যাপক পরব্রহ্ম যাগরূপ উপায় দ্বারা সমস্ত প্রাপ্ত হন। এই সংসারচক্র পরমেশ্বরের বাক্যাত্মক বেদ হইতে কর্ম্মে প্রবৃত্তি, পরে কর্ম্ম নিষ্পত্তি, কর্ম্ম হইতে মেঘ, মেঘ হইতে অন্ন, অন্ন হইতে প্রাণি, পুনর্ব্বার কর্ম্মপ্রবৃত্তি, এই রূপ পরমেশ্বরের নিয়ম। যে ব্যক্তি তাহার অনুষ্ঠান না করিয়া, কেবল ইন্দ্রিয় সুখার্থ বিষয় ভোগ করে, তাহার আয়ু পাপে পূর্ণ ও তাহার জীবন বৃথা।

অজ্ঞানীর চিত্তশুদ্ধির নিমিত্ত কর্ম্মানুষ্ঠান আবশ্যক, কিন্তু জ্ঞানীর পক্ষে নহে। যাহার আত্মাতেই প্রীতি, যাঁহার আত্মানন্দানুভব দ্বারা হৃদয় পুলকিত, এবং যিনি বিষয় আশা করেন না, তাঁহার কর্ম্মে প্রয়োজন নাই। কারণ, জ্ঞানীব্যক্তির সৎকর্ম্মে পুণ্য হয় না, এবংকর্ম্ম না করিলেও পাপ হয় না। তাহার মোক্ষ প্রাপ্তির জন্য কিছুই আবশ্যক করে না। কিন্তু এতাদৃশ ব্যক্তি ভিন্ন সকলেরই পক্ষে কর্ম্মানুষ্ঠান কর্ত্তব্য। শাস্ত্রে যেসকল কর্ত্তব্য

কর্ম্মের বিধান আছে, তৎসমুদয়েব ফলাভিলাষ ত্যাগ করিয়া কর্ম্ম করিলে চিত্তশুদ্ধি ও তত্ত্বজ্ঞান হয়। তত্ত্বজ্ঞান হইলেই মোক্ষ প্রাপ্ত হয়। এতদ্বিষয়ে পূর্ব্ব পূর্ব্ব সাধুদিগেব আচাব প্রমাণ দেখ, জনকাদি জ্ঞানিলোকেবা কর্ম্ম কবিয়া জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়াছেন। অতএব তুমি কর্ম্ম কর। "তুমি জ্ঞানী" যদ্যপি তোমার এরূপ বোধ হইযা থাকে, তথাপি স্বধর্ম্মে লোকেব মতি থাকিবাব জন্য কর্ম্ম করা উচিত, নতুবা জ্ঞানীর কর্ম্ম পবিত্যাগ দেখিয়া অজ্ঞলোকেরাও কর্ম্মত্যাগ কবিবে, তাহা হইলে একবাবে কর্ম্মলোপ হইবে। শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যাহা করে, নিকৃষ্ট ব্যক্তিরা তাহাব অনুকরণ করে। এই দেখ আমাব কর্ত্তব্য কর্ম্ম কিছুই নাই, কিন্তু আমি কর্ম্ম করিতেছি। ইহার কারণ আমি যদি আলস্য ত্যাগ করিয়া কর্ম্মানুষ্ঠান না কবি, তাহা হইলে আমাব কর্ম্মত্যাগ দেখিয়া প্রজা সকলেই কর্ম্মত্যাগ কবিবে ও আচার ভ্রষ্ট হইবে। অতএব হে অর্জ্জুন! ফলাভিলাষী হইয়া অজ্ঞানী ব্যক্তি যেরূপ কর্ম্মানুষ্ঠান করে, জ্ঞানবান্ ব্যক্তিবাও কামনাশূন্য হইয়া সেইরূপ কর্ম্মানুষ্ঠান কর্ত্তব্য। জ্ঞানবান্ ব্যক্তি সাবধানে নিষ্কাম কর্ম্মানুষ্ঠান কবিবেন, এবং অজ্ঞলোক সকলকে কর্ম্মে নিয়োজিত করিয়া জ্ঞানোপদেশ দিবেন। কিন্তু অত্যন্ত মূর্খ লোকের প্রতি তাহা করিবেন না। অত্যন্ত মূর্খ লোকের বুদ্ধিচালনা করিলে, তাহাতে তাহাব জ্ঞানোদয় না হইয়া বরং কর্ম্মে অশ্রদ্ধা হইবে; এবং তাহাদিগের কর্ম্ম ও ব্রহ্ম উভয় ভ্রষ্ট হইবাব সম্ভব।

স্বভাবের কার্য্যানুসারে ইন্দ্রিয় সকল আপনাপন কার্য্য করে। কিন্তু প্রকৃতিব সত্বাদি গুণ দ্বারা মোহিত ইন্দ্রিযাভি-

মানী ব্যক্তিগণ ইন্দ্রিয় সকলকেই আত্মাজ্ঞান করে, ও ইন্দ্রিয় সকলের কর্ম্মেই আত্মার কর্তৃত্ব স্বীকার করে। তাহারা বলে "সকল কর্ম্মের কর্ত্তা আমরা" এপ্রকার লোকের বুদ্ধিচালনা অবিধেয়।

তত্ত্বজ্ঞানিরা আত্মাকে ইন্দ্রিয়াদি হইতে ভিন্ন ও অকর্ত্তা জানেন; এবং ইন্দ্রিয় সকল আপনাপন কর্ম্মে স্বয়ং প্রবর্ত্ত থাকে বলিয়া তাঁহারা কর্ম্মে আসক্ত হন না। হে অর্জ্জুন! তুমি পরমেশ্বরে সকল কর্ম্ম সমর্পণ করিয়া, পরমেশ্বরের অধীন হইয়া, কর্ম্ম করিতেছি মনে করিয়া ফলাভিলাষ, মায়া, শোক, দুঃখ প্রভৃতি ত্যাগ করতঃ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও। যাঁহারা আমার এই মত শ্রদ্ধা করিয়া গ্রহণ করেন, তাঁহারা কর্ম্ম করিতে করিতে ক্রমশঃ কর্ম্ম বন্ধন হইতে মুক্ত হন। কিন্তু যাহারা আমার এই মতের দোষ ধরিয়া কর্ম্মানুষ্ঠান না করে, তাহাদের কোন রকম কর্ম্মবিষয়ে কি ব্রহ্মবিষয়ে জ্ঞান হয় না। তাহারা বিবেচনাশূন্য হইয়া কর্ম্মবন্ধনগ্রস্ত হয়।

জ্ঞানবান্ ব্যক্তিরা কর্ম্মের দোষগুণ জানিয়াও যখন নিজ নিজ জন্মান্তরীয় কর্ম্মবশতঃ সকাম কর্ম্মের চেষ্টা করেন, তখন অজ্ঞানীর ত কথাই নাই। কারণ প্রাণিমাত্রেই প্রারব্ধের অনুগামী। যদি বল, "সকল প্রাণিই যদি প্রারব্ধের অধীন হইয়া কর্ম্ম করে, তবে শাস্ত্রে বিধি নিষেধের প্রয়োজন কি?" এজন্য বলিতেছি, ইন্দ্রিয় মাত্রেরই প্রতিকূল বিষয়ে দ্বেষ, এবং অনুকূল বিষয়ে অভিলাষ হইয়া থাকে। যেমন ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের দুর্গন্ধের প্রতি দ্বেষ, সদ্গন্ধের প্রতি অভিলাষ হইয়া থাকে। এজন্য শাস্ত্রে অভিলাষ দ্বেষের বশীভূত হইবেক না. এই নিয়ম

করিলেন। যেহেতু অভিলাষ দ্বেষ পুরুষের প্রবল শক্র। জন্মান্তরীয় সংস্কার, বিষয় চিন্তা দ্বারা অভিলাষ দ্বেষকে উৎপন্ন করাইয়া পুরুষকে প্রবল স্রোতে পতনের ন্যায় প্রবর্ত্ত করায়। কিন্তু শাস্ত্রে অভিলাষ দ্বেষের প্রতিবন্ধকীভূত পরমেশ্বরারাধনায় প্রবৃত্তি দেয়। যেমন প্রবল স্রোতে পতনের পূর্ব্বে নৌকারোহণ করিলে অনর্থ ঘটিতে পারে না; সেইরূপ অভিলাষ দ্বেষের বশীভূত না হইয়া পরমেশ্বরারাধনায় প্রবৃত্ত হইলে কোন অনর্থ ঘটিবার সম্ভাবনা নাই। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, স্বভাবানুযায়ী প্রবৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া স্বধর্ম্মই করিবে। যদি বল দুঃখদায়ক যুদ্ধাদিরূপ স্বধর্ম্ম করা অপেক্ষা অহিংসাদিরূপ পরধর্ম্ম করা ভাল" একারণ বলিতেছি যে, সর্ব্বাঙ্গসুন্দর পরধর্ম্মাপেক্ষা অঙ্গহীন স্বধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ। কারণ যুদ্ধাদিরূপ স্বধর্ম্মে প্রাণবিয়োগ হইলেও স্বর্গ লাভ হয়। কিন্তু এক জাতির ধর্ম্ম অন্য জাতির প্রতি নিষিদ্ধ, তাহা করিলে পাপ জন্মে।"

অর্জ্জুন বলিলেন "হে কেশব! পাপ কার্য্যে ইচ্ছা না থাকিলেও কে যেন বলপূর্ব্বক তাহাতে নিয়োজিত করে। তবে কি তাহার কেহ পরিচালক আছে?" শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, সে কেবল অভিলাষ। কোন কারণ বশতঃ অভিলাষের ব্যাঘাত হইলে, অভিলাষই ক্রোধরূপে উৎপন্ন হয়। অভিলাষ রজোগুণের কার্য্য। সত্ত্বগুণকে অবলম্বন করিলে রজোগুণ বিনাশ পাইয়া থাকে। পুনরায় আর অভিলাষ জন্মিতে পারে না। মনুষ্যের এই অভিলাষ পূরণ হওয়া অতি দুঃসাধ্য; এজন্য উহা মোক্ষের পরম শক্র। যেমন ধূম অগ্নিকে আচ্ছাদন করে, মল দর্পণকে ঢাকিয়া রাখে, গর্ভবেষ্টন চর্ম্ম গর্ভস্থ

প্রাণীকে বেষ্টন করিয়া থাকে; সেইরূপ অভিলাষ বিবেক-জ্ঞানকে আচ্ছাদন করিয়া রাখে, তাহাকে প্রকাশ হইতে দেয় না। ভূরি ভূরি বিষয় পাইলেও অভিলাষের পরিপূরণ হয় না। অতএব অভিলাষ অগ্নি স্বরূপ, এবং শোক সন্তাপের হেতু। চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্ প্রভৃতি বহিরিন্দ্রিয় এবং মন ও বুদ্ধি অভিলাষের আশ্রয় স্থান। কারণ দর্শন, শ্রবণ, আঘ্রাণ প্রভৃতির দ্বারা অভিলাষ উৎপন্ন হইয়া পুরুষকে মোহিত করে। অতএব হে ধনঞ্জয়! তুমি মোহিত হইবার পূর্ব্বে চক্ষুরাদি বহিরিন্দ্রিয়দিগকে এবং মন ও বুদ্ধিকে দমন রাখিয়া আত্মজ্ঞান বিনাশকারিণী অভিলাষকে ত্যাগ করিতে চেষ্টা কর। ইন্দ্রিয়-গণ শরীর অপেক্ষা সূক্ষ্ম ও প্রকাশক বলিয়া শ্রেষ্ঠ। মন ইন্দ্রিয় সকলের চালক; এজন্য মন ইন্দ্রিয় অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। আবার মন অপেক্ষা বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ। যেহেতু বুদ্ধি দ্বারা কোন বিষয় স্থির করিতে হইলে মন ও ইন্দ্রিয়গণ তৎকার্য্য সম্পাদন জন্য ধাবমান হয়। এই বুদ্ধি হইতেও যিনি সূক্ষ্ম, তিনিই আত্মা। আত্মা সর্ব্ব শরীরে সাক্ষী স্বরূপে বিরাজমান আছেন। হে মহাবাহো! বিকারশূন্য জগৎ সাক্ষী স্বরূপ আত্মাকে বুদ্ধির অতীত জানিয়া পরমেশ্বরে মনকে ঠিক রাখিয়া অভিলাষরূপ শত্রুকে মন হইতে দূরীভূত কর।”

চতুর্থ অধ্যায়।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, "হে ধনঞ্জয়! তোমাকে যে অক্ষয় ফলজনক যোগ কহিলাম, ইহা পূর্ব্বে সূর্য্যকে কহিয়াছিলাম। সূর্য্য তাঁহার পুত্র মনুকে, কহিয়াছিলেন। মনু তাঁহার ইক্ষ্বাকু নামক পুত্রকে বলেন। এই প্রকারে ইক্ষ্বাকু হইতে ক্রমান্বয়ে রাজর্ষিরা জানিয়াছিলেন। কিন্তু কাল বশতঃ এত দিন উক্ত যোগ লুপ্ত ছিল। আধুনিক সম্প্রদায়ের মধ্যে এপর্য্যন্ত কাহাকেও বলি নাই, কেবল তুমি আমার ভক্ত ও সখা বলিয়া তোমাকে বলিলাম।"

অর্জ্জুন বলিলেন, "সখে বাসুদেব! সূর্য্যের জন্মের পরে আপনার জন্ম হইয়াছে। অতএব আপনি তাঁহাকে কি প্রকারে জ্ঞানোপদেশ দিয়াছিলেন? ইহা অত্যন্ত অসঙ্গত বলিয়া বোধ হইতেছে।"

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, "আমার ও তোমার অনেক জন্ম গত হইয়াছে। আমি তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা সে সকল জন্মের বিবরণ জ্ঞাত আছি। কিন্তু তুমি অবিদ্যায় আচ্ছন্ন আছ বলিয়া তাহার কিছুই জানিতে পার নাই। আমি যদিও পাপ পুণ্য ও জন্ম মৃত্যু রহিত, অনাদি পুরুষ, তথাপি আপন মায়া বশতঃ স্বীয় সত্ত্ব স্বভাবকে অবলম্বন করিয়া, জ্ঞান, বল, পরাক্রমাদির সহিত ইচ্ছাধীন শরীর ধারণ করিয়া থাকি। যে সময়ে ধর্ম্মের হানি এবং অধর্ম্মের আধিক্য হয়, সেই সময়ে আপনি আপন শরীর সৃষ্টি করি। আমি প্রতি যুগেই সাধু প্রতিপালন ও দুষ্ট নষ্ট করিয়া নিত্য ধর্ম্ম স্থাপিত করিবার জন্য অবতীর্ণ হইয়া থাকি।

হে অর্জ্জুন! আমার জন্ম পরিগ্রহ ও আমার স্বেচ্ছাকৃত অলৌকিক কর্ম্ম সকল যিনি প্রকৃত অবগত আছেন, তিনি দেহাভিমান পরিত্যাগ করিয়া পুনরায় জন্ম গ্রহণ করেন না। তিনি পরব্রহ্ম স্বরূপ আমাতে লীন হন। যাঁহারা জানেন যে, আমি কেবল করুণা করিয়া ধর্ম্ম রক্ষা করি, তাঁহাদিগের বিষয়ানুরাগ, ভয়, ক্রোধ দূরে যায়, এবং তাঁহারা আমাতে সর্ব্বদা চিত্তার্পণ করিয়া, আমাকে আশ্রয় করেন। এইরূপ বহুতর জ্ঞানী লোক আত্মতত্ত্বজ্ঞান দ্বারা ও তপস্যা দ্বারা পবিত্র হইয়া আমাতে লিপ্ত হইয়াছেন। সকাম অথবা নিষ্কাম কর্ম্মের মধ্যে যে কর্ম্ম দ্বারা যে ব্যক্তি আমার সাধনা করে, আমি কৃপা করিয়া, তাহাকে সেই কর্ম্মানুযায়ী ফল প্রদান করিয়া থাকি। সকল প্রাণীর প্রতিই আমার অনুগ্রহ আছে। যাহারা আমাকে উপেক্ষা করিয়া ইন্দ্রাদি দেবতার উপাসনা করে, আমি তাহাদিগকে উপেক্ষা করি না। কারণ ইন্দ্রাদির উপাসনা করিলে প্রকারান্তরে আমারই উপাসনা করা হয়।

যদি মনে কর "যে নারায়ণের উপাসনা করিলেই যদি মোক্ষ হয়, তবে কেন তাহা সকলে করে না?" একারণ বলিতেছি, যে, কর্ম্মজন্য যশ অতি শীঘ্র হয়, আত্মজ্ঞানের ফল মোক্ষ শীঘ্র হয় না। এজন্য মনুষ্যের মধ্যে প্রায় সকলেই কর্ম্মাভিলাষী হইয়া ইন্দ্রাদি দেবতাগণের অর্চ্চনা করে। সকাম ও নিষ্কাম কর্ম্মকারক ব্রাহ্মণাদি চারিবর্ণ ঈশ্বরের সৃজন বলিয়া যদি মনে কর "যে ঈশ্বরেতেও ইতর বিশেষ আছে," একারণ বলিতেছি, যে, সত্ত্বাদিগুণ ও শমদমাদি কর্ম্মভেদে আমি ব্রাহ্মণাদি চারি বর্ণের সৃজন করিয়াছি সত্য, কিন্তু আমি উহাতে

আসক্ত নহি, ফলতঃ আমি অকর্ত্তা। সত্ত্বগুণে ব্রাহ্মণ, তাহাদিগের কর্ম্ম শমদমাদি। সত্ত্ব ও রজোগুণে ক্ষত্রিয়, তাহাদিগের কর্ম্ম যুদ্ধাদি। রজোস্তমোগুণে বৈশ্য, তাহাদিগের কর্ম্ম কৃষ্যাদি। তমোগুণে শূদ্র, তাহাদিগের কর্ম্ম দ্বিজ সেবাদি জানিবে। কর্ম্মফলে আমার ইচ্ছা নাই এজন্য সংসার সৃষ্টি পালনাদি কর্ম্মে আমি লিপ্ত নহি। যাঁহারা আমাকে জগৎ কারণ অথচ তাহাতে নির্লিপ্ত কর্ত্তৃত্বাভিমান ও স্পৃহাশূন্য জানেন, তাঁহারা কর্ম্মবন্ধন মুক্ত। কারণ কর্ত্তৃত্বাভিমান ও বাসনা ত্যাগ করিয়া কর্ম্ম করিলে বন্ধন হয় না। জনক প্রভৃতি মোক্ষার্থী লোকেরা কর্ত্তৃত্বাভিমান ও বাসনাদি ত্যাগ করিয়া কর্ম্ম করিয়াছেন। চিত্ত শুদ্ধির নিমিত্ত পূর্ব্বে জ্ঞানী লোকেরা যাহা করিয়াছিলেন, এক্ষণে তুমিও তাহাই কর।”

কর্ম্মানুষ্ঠান কি প্রকার এবং অকর্ম্মই বা কি, তাহার প্রভেদ বলিতেছি শ্রবণ কর। যদ্দ্বারা সংসার বন্ধন হইতে মুক্ত হইবে। শারীরিক ব্যাপারের নাম কর্ম্ম, তাহার অভাবকে অকর্ম্ম বলে। বিহিতকর্ম্ম, অকর্ম্ম, নিষিদ্ধ কর্ম্ম, এই তিন প্রকার কর্ম্ম জানা আবশ্যক, যেহেতু ইহার গতি দুর্জ্ঞেয়। পরমেশ্বরারাধনার্থ কর্ম্ম বন্ধনের হেতু নহে এজন্য এই কর্ম্মকে অকর্ম্ম, আর নিত্য কর্ম্ম না করিলে প্রত্যবায় হয় এজন্য নিত্য কর্ম্মকে কর্ম্ম বলিয়া জ্ঞান করিবে। যাঁহারা এইরূপ জ্ঞান করেন, তাঁহারা বুদ্ধিমান্ ও যোগী; যেহেতু তাঁহাদের ক্ষুদ্রানন্দ সকল ব্রহ্মানন্দের অন্তর্ভূত। যাঁহারা কেবল অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া ফল কামনা ত্যাগ করতঃ কর্ম্মানুষ্ঠান করেন, তাঁহাদিগের জ্ঞানাগ্নিতে, কর্ম্ম সকল দগ্ধ হয়। একপ ব্যক্তিদিগকে পণ্ডিত বলেন যাঁহারা

আপনাকে কর্ম্ম, এবং কর্ম্মফলকে কর্ত্তা বোধ না করিয়া শরীর নির্ব্বাহার্থ অন্য আশ্রয় ব্যতিরেকে আত্মজ্ঞানরূপ নিত্যানন্দে তৃপ্ত থাকেন, তাঁহারা বিহিত কর্ম্ম করিলেও কিছুই করেন নাই। চিত্ত এবং শরীরকে বশীভূত রাখিয়া সকল বিষয়ে অনুরাগ ও ফলাভিলাষ ত্যাগ পূর্ব্বক কেবল শরীর নির্ব্বাহার্থ কর্ম্ম করিলে, বিহিত কর্ম্ম ত্যাগ নিবন্ধন, পাপ হয় না। প্রার্থনা ব্যতীত লাভে সন্তুষ্ট, বৈরভাবশূন্য, শীতোষ্ণাদি সহন এবং অপ্রার্থনীয় লাভের সিদ্ধ্যাসিদ্ধিতে সমভাব হইয়া কর্ম্ম করিলে বদ্ধ হইতে হয় না। যাঁহার বিষয়ানুরাগ ও ফলাভিলাষ নাই, এবং যিনি আত্মজ্ঞানে চিত্ত স্থির করিয়াছেন, তিনি লোক সংগ্রহার্থ কর্ম্ম করিলেও, তাঁহার কর্ম্ম, অকর্ম্মের সমান। যিনি জুহু প্রভৃতি এবং হবি, অগ্নি দ্বারা হোমরূপ ক্রিয়া করিয়া ব্রহ্ম এবং ব্রহ্মাত্মক কর্ম্ম করেন, তিনি ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন; তাঁহার ঐ সকল কর্ম্ম বন্ধনের কারণ নহে।

যে যজ্ঞে ইন্দ্রাদি দেবতার আরাধনা হয়। কর্ম্মযোগীরা শ্রদ্ধা পূর্ব্বক সেই যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। আর জ্ঞানী লোকেরা ব্রহ্মরূপাগ্নিতে যজ্ঞাদি সকল কর্ম্মের সমাধা করিয়া থাকেন।

যাবজ্জীবন গুরুকুলবাসী ব্রহ্মচারীরা জ্ঞানবলে চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণকে হবি জ্ঞান করিয়া ইন্দ্রিয় দমনরূপ অনলে সমর্পণ করেন। এবং আত্মতত্ত্বজ্ঞানী গৃহস্থেরা বিষয় সম্ভোগকালে আসক্তি ত্যাগ পূর্ব্বক ইন্দ্রিয় সকলকে অগ্নি জ্ঞান করিয়া, শব্দ স্পর্শাদি বিষয়কে ঘৃত জ্ঞানে উহাতে প্রক্ষেপ করেন। যাঁহারা আত্মধ্যানে নিযুক্ত, তাঁহারা চক্ষুরাদি হস্তপদাদি কর্ম্মেন্দ্রিয় এবং

প্রাণাদি মহাবায়ু সকলের কর্ম্মকে, জ্ঞান দ্বারা আত্মধ্যানৈকাগ্র্যরূপ অগ্নিতে অর্পণ করেন। কেহ কেহ দ্রব্যাদি দানরূপ যজ্ঞ করেন। কেহ বা চান্দ্রায়ণাদি, কেহ বা সমাধি যজ্ঞ, কেহ বা বেদার্থ জ্ঞানরূপ যজ্ঞ, কেহবা ব্রতরূপ যজ্ঞে নিযুক্ত হয়েন। কোন কোন ব্যক্তি নাসিকা রন্ধ্রে আকর্ষণ পূর্ব্বক উর্দ্ধ বায়ুকে অধো বায়ুতে লীন করত কুম্ভক দ্বারা উর্দ্ধাধোবায়ুর গতি প্রতিরোধ করিয়া, রেচন কালে উর্দ্ধ বায়ুতে অধো বায়ুর লয় করেন। অর্থাৎ পূরক, কুম্ভক, রেচক দ্বারা প্রাণায়াম করেন। কেহ কেহ আহারের সঙ্কোচ অভ্যাস করিয়া ইন্দ্রিয়গণকে কৃশ করতঃ ইন্দ্রিয়ের কার্য্যের লয়কে যজ্ঞ জ্ঞান করেন। এই দ্বাদশ প্রকার যাজ্ঞিকেরা নানা প্রকার যজ্ঞ দ্বারা পাপ নষ্ট করেন যজ্ঞ সমাপনান্তে অবশিষ্ট অনিষিদ্ধ অন্নাহার যাজ্ঞিকদের অমৃত ভোজন। যাজ্ঞিকেরা এইরূপে আত্মজ্ঞান দ্বারা সনাতন পরব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন। কিন্তু যে ব্যক্তি যজ্ঞ করে না, সে ব্যক্তি এই সামান্য মর্ত্তলোকে জন্মিতে পারে না। কাযেই তাহার মোক্ষ পাইবার সম্ভাবনা নাই। অতএব সকলেরই যজ্ঞানুষ্ঠান কর্ত্তব্য। বেদে অনেক প্রকার যজ্ঞের বাহুল্যরূপে বিধান আছে। কিন্তু সকল যজ্ঞই শরীর, বাক্য, কর্ম্ম প্রভৃতির দ্বারা নিষ্পন্ন হয়, আত্মার সঙ্গে তাহার কোন সম্বন্ধ নাই। হে অর্জ্জুন! তুমি সংসার বন্ধন হইতে মুক্ত হইবার জন্য কর্ম্ম যজ্ঞানুষ্ঠান কর। যদিও কর্ম্মযজ্ঞ অপেক্ষা জ্ঞানযজ্ঞ শ্রেষ্ঠ, কিন্তু কর্ম্ম ও কর্ম্মফল সকলই জ্ঞানযজ্ঞের অন্তর্ভূত। শাস্ত্রজ্ঞানী তত্ত্বদর্শিদিগকে দণ্ডবৎ প্রণাম ও সেবা করিয়া জিজ্ঞাসা করিবে "যে আমার এই সংসার কোথা হইতে হইল এবং কি প্রকারে

মুক্তিলাভ করিব" তাহা হইলে তাঁহারা তোমায় যে ব্রহ্মজ্ঞানের উপদেশ দিবেন তদ্দ্বারা তুমি আত্মজ্ঞান লাভ করিবে। আত্ম-জ্ঞান দ্বারা মায়াময় পুত্রমিত্রদিগকে এক দেখিবে এবং পরমাত্মারূপ আমায় আত্মাকে অভিন্ন দেখিবে। যদি তুমি পাপী হইতেও মহাপাপী হও, তত্রাচ তুমি জ্ঞানরূপ নৌকা-রোহণে অনায়াসে পাপসমুদ্র পার হইবে। যেমন প্রজ্বলিত অগ্নি কাষ্ঠমাত্রকে দগ্ধ করে, জ্ঞানাগ্নিও সেইরূপ প্রারব্ধ কর্ম্ম ব্যতীত সকল কর্ম্মকে ভস্মীভূত করে। যত প্রকার যজ্ঞ আছে, তন্মধ্যে জ্ঞান যজ্ঞই শুদ্ধিজনক। কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া শুদ্ধ চিত্ত হইলে পর, কালক্রমে আত্মজ্ঞান উদিত হয়। গুরুবাক্যে বিশ্বাস ও নিষ্ঠা রাখিয়া ইন্দ্রিয়গণকে বশ করিলেই তত্ত্বজ্ঞান জন্মে। যতদিন পর্য্যন্ত জ্ঞানোৎপত্তি না হয়, ততদিন শ্রদ্ধা, ইন্দ্রিয় দমন, কর্ম্মানুষ্ঠান, প্রভৃতির আবশ্যক হয়। তত্ত্বজ্ঞান লাভ ও মোক্ষ প্রাপ্তি হইলে, তখন আর ঐ সকলের আবশ্যক হয় না। যে ব্যক্তির গুরুবাক্যে সংশয় জন্মে, সে ব্যক্তি ভোগ মোক্ষে বঞ্চিত হয়। কারণ, সংশয়াত্মা লোকের ইহলোক বা পরলোক, অথবা সুখভোগ কিছুই হয় না। যে ব্যক্তি পরমেশ্বর আরাধনায় কর্ম্ম সকল অর্পণ করেন, এবং যিনি আত্মারাধনায় দেহাভিমান ত্যাগ করেন, তিনি যদি লোক-রক্ষার্থ স্বাভাবিক কর্ম্ম করেন, তাহা হইলে সে কর্ম্ম তাঁহার বন্ধনের কারণ হয় না। অতএব হে অর্জ্জুন! অজ্ঞানতাপ্রযুক্ত তোমার হৃদয়ে শোকাদি আবির্ভূত হইয়া যে সংশয় উপস্থিত হইয়াছে, তাহা আত্মজ্ঞানরূপ খড়্গ দ্বারা ছেদন করিয়া কর্ম্মযোগ অবলম্বন কর।"

পঞ্চম অধ্যায়।

অর্জ্জুন বলিলেন, "হে কৃষ্ণ! তুমি পূর্ব্বে কর্ম্মত্যাগের বিষয় বলিয়াছ। এক্ষণে পুনর্ব্বার কর্ম্ম করিতে বলিলে, ইহার প্রকৃত তত্ত্ব কিছুই স্থির করিতে পারিতেছিনা। কর্ম্মত্যাগ ও কর্ম্মানুষ্ঠান উভয়ের মধ্যে কোন্‌টী শ্রেষ্ঠ ঠিক করিয়া বল।"

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, "সন্ন্যাস ও কর্ম্মযোগ, অধিকারী ভেদে উভয়ই মোক্ষের কারণ। কিন্তু কর্ম্মত্যাগ অপেক্ষা কর্ম্মানুষ্ঠান শ্রেষ্ঠ। কারণ রাগ, দ্বেষ, ফলাভিলাষ ত্যাগ করিয়া যে ব্যক্তি পরমেশ্বরোদ্দেশে কর্ম্মানুষ্ঠান করে, সে ব্যক্তি কর্ম্মানুষ্ঠান করিলেও সন্ন্যাসী। সন্ন্যাস ও কর্ম্মযোগ, এতদুভয়েরই ফল এক মোক্ষ। কিন্তু যাহারা সন্ন্যাস ও কর্ম্মযোগকে পৃথক্‌জ্ঞান করেন তাহারা অজ্ঞান। পণ্ডিতেরা কখনই পৃথক ভাবেন না, যে হেতু তাঁহারা জানেন যে, কর্ম্মানুষ্ঠান করিলে চিত্তশুদ্ধি হইয়া তত্ত্বজ্ঞানোদিত হয়, এবং সেই তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা কৈবল্য প্রাপ্তি হয়। যাঁহারা পূর্ব্বকৃত কর্ম্মদ্বারা শুদ্ধচিত্ত হইয়াছেন, তাঁহারা সন্ন্যাসাশ্রয় করিলেও মোক্ষপদ প্রাপ্ত হন। কর্ম্ম সন্ন্যাসীরা যে, মোক্ষধাম প্রাপ্ত হন, কর্ম্মযোগীদিগেরও পরম্পরা সেই স্থান গম্য। অতএব যিনি কর্ম্ম সন্ন্যাস ও কর্ম্মযোগকে এক দৃষ্টি করেন, তিনিই সকল দেখিতে পান। কর্ম্মানুষ্ঠান ব্যতিরেকে চিত্তশুদ্ধি হয় না। চিত্তশুদ্ধি না হইলেও আত্মতত্ত্বজ্ঞান হইতে পারে না। কর্ম্মানুষ্ঠান ব্যতীত কর্ম্মত্যাগ দুঃখ প্রাপ্তির কারণ। কর্ম্মযোগ বিশিষ্ট মুনি চিত্তশুদ্ধির পরে কর্ম্মত্যাগ করিয়া পরম ব্রহ্মে লীন হন। কর্ম্মযোগ করিয়া শুদ্ধচিত্ত হইলে পরি, যিনি

শরীর ও ইন্দ্রিয়গণকে বশীভূত করিয়াছেন এবং যাঁহার আত্মা সর্ব্বভূতের অন্তর্যামী হইতে পারিয়াছে, তিনি লোকরক্ষার্থ কর্ম্ম করিলেও তাঁহার সে কর্ম্ম বন্ধনের কারণ হয় না। কর্ম্ম করিয়া ক্রমশঃ তত্ত্বজ্ঞান প্রাপ্ত হইলে, ইন্দ্রিয় সকল স্ব-স্ব কর্ম্ম করিতেছে, "অর্থাৎ দর্শন, শ্রবণ, স্পর্শ, আঘ্রাণ, ভোজন, নিদ্রা, নিশ্বাস ত্যাগ আলাপ, মলমূত্রত্যাগ, দ্রব্যাদি গ্রহণ, উন্মেষ, নিমেষ, প্রভৃতি কার্য্যসকল ইন্দ্রিয়েরা করিতেছে, আমি উহাতে লিপ্ত নহি" অনুভূত হইবে. এবং আমি ইন্দ্রিয়াদি হইতে ও বিষয় হইতে পৃথক্ বলিয়া বোধ হইবে। এবং আমি কিছুই করি না স্থিরসিদ্ধান্ত হইবে। যে ব্যক্তি ফলকামনা ত্যাগ করিয়া পরমেশ্বরে কর্ম্ম সকল অর্পণ করেন, তাহাকে কর্ম্ম জন্য পাপ বা বন্ধনে লিপ্ত হইতে হয় না। যেমন সলিলস্থ পদ্ম পত্র জলে লিপ্ত নহে। যোগীরা চিত্তশুদ্ধির নিমিত্ত নিষ্কামী হইয়া, শরীর দ্বারা স্নানাদি কর্ম্ম, মনের দ্বারা বস্তুর ধ্যানাদি, বুদ্ধির দ্বারা যাথার্থ্য নিশ্চয়াদি, এবং আসক্তি রহিত ইন্দ্রিয়ের দ্বারা শ্রবণ কীর্ত্তনাদি অনুষ্ঠান করেন। ফলাভিলাষ ত্যাগ পূর্ব্বক কেবল পরমেশ্বর নিষ্ঠ হইয়া কর্ম্ম করিলে নির্ব্বাণ মোক্ষ হয়। নতুবা ফলাসক্ত হইয়া কর্ম্ম করিলে বদ্ধ হইতে হয়। শুদ্ধচিত্ত জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি অন্তঃকরণস্থ যাবতীয় কর্ম্মত্যাগ করিয়া নবদ্বার বিশিষ্ট দেহপুরে সুখে বসতি করেন, তাঁহার "আমি করি কি করাই" এ প্রকার অভিমান থাকে না। পরমেশ্বর কর্ত্তৃত্ব ও কর্ম্ম সৃষ্টি করেন নাই; এবং আমাদিগকে সুখ দুঃখাদিতে প্রবর্ত্তিত করেন নাই। জীব স্বভাবের অনাদি মায়ার অধীন হইয়া নিজে প্রবৃত্ত হয়। পরমেশ্বর সকল বিষয়েই পূর্ণ, তাঁহার সকলই সমান, তিনি কাহারও পাপপুণ্য

গ্রহণ করেন না। এবং তিনি কাহাকেও প্রবৃত্ত করেন নাই। যেহেতু তিনি কামনা বিশিষ্ট নহেন। যদি তিনি কামনাবিশিষ্ট হইতেন, তাহা হইলে তাঁহাকে প্রবর্ত্তক বলা সম্ভবপর হইত। কিন্তু অজ্ঞানে জ্ঞানকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখে বলিয়া জীব পরমেশ্বরে বৈষম্য দৃষ্টি করেন। প্রভাকর যেমন অন্ধকার নাশ করিয়া বস্তু সকল প্রকাশ করেন, সেইরূপ আত্মজ্ঞান অজ্ঞানতা বিনাশ করিয়া পরমেশ্বরের তত্ত্ব প্রকাশ করেন। যাঁহারা পরমেশ্বর নিষ্ঠ হইয়া পরমেশ্বরকে আশ্রয় করে, তাঁহারা ভগবৎ কৃপায় জ্ঞান লাভ করেন, এবং সকল পাপ মুক্ত হইয়া মোক্ষ প্রাপ্ত হন। যাঁহারা জানেন যে, ব্রাহ্মণ, গো, হস্তী, কুক্কুর, প্রভৃতি প্রাণিসকলে পরমেশ্বর সমভাবে বিরাজিত, তাঁহারাই জ্ঞানী। জ্ঞানী ব্যক্তিদিগের মন সমভাবে স্থিত বলিয়া তাঁহারা জীবনেই সংসারমুক্ত। কারণ তাঁহারা পরমেশ্বরকে সর্ব্বত্র সমভাবে অবস্থিত দেখিয়া ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত হন। যাঁহারা ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত হন, তাঁহাদের প্রিয় বস্তুতে হর্ষ কিম্বা অপ্রিয় বস্তুতে বিষাদ হয় না। কারণ তাঁহারা মোহরহিত, কিছুতেই তাঁহাদের বুদ্ধি বিচলিত হয় না। যাঁহাদের মন বাহিক বিষয়ে আসক্ত নহে, তাঁহারা অন্তঃকরণে সাত্ত্বিক সুখ প্রাপ্ত হন; এবং সমাধি দ্বারা পরমেশ্বরে লীন হইয়া অক্ষয় সুখ ভোগ করেন। বিষয়সুখ কদাচ চিরস্থায়ী নহে; এবং বিষয় সম্ভোগ কালে রাগ, দ্বেষ উপস্থিত হয়। এজন্য বিষয়সুখ দুঃখের কারণ। কাম, ক্রোধ হইতে এবং চক্ষুরাদি বহিরিন্দ্রিয় হইতে মনের যে ক্ষোভ জন্মে, তাহা যে ব্যক্তি সহ্য করিতে পারেন, তিনিই যোগী ও পরম সুখী। যিনি বিষয় সুখাদি

ত্যাগ করিয়া আত্মাতে সুখানুভব করেন, এবং যাঁহার নৃত্য গীতাদিতে দৃষ্টি নাই আত্মার প্রতিই দৃষ্টি আছে, তিনিই ব্রহ্মভাবে থাকিয়া পরব্রহ্মে লিপ্ত হন। জ্ঞানী ব্যক্তিরা সকল প্রাণিতে সমান দয়া করিয়া সংশয় ত্যাগ করত পরমেশ্বরে চিত্তার্পণ পূর্ব্বক সর্ব্বপাপমুক্ত হইয়া ব্রহ্ম প্রাপ্ত হন। কাম, ক্রোধ বিহীন শুদ্ধচিত্ত তত্ত্বজ্ঞানী লোকের কি জীবদ্দশায় কি মরণ কালে, সকল সময়েই ব্রহ্মভাব সমান থাকে। বিষয় সকল বস্তুতঃ বহিস্থিত, কিন্তু চিন্তাদ্বারা অন্তরে প্রবেশ করে। অতএব বিষয়চিন্তা ত্যাগ করিবেক। নয়ন মুদ্রিত করিলে নিদ্রা আকর্ষণ করে। এবং উন্মীলিত করিলে বিষয়ে দৃষ্টিহয়। এ কারণ ভ্রূর মধ্যে দৃষ্টি রাখিয়া নাসিকাভ্যন্তরসঞ্চারি প্রাণাপান বায়ুকে রুদ্ধ করিবেক। যে মুনি এ প্রকারে মন ও বুদ্ধিকে বশীভূত করেন এবং ইচ্ছা, ভয়, ক্রোধ পরিত্যাগ করিয়া নিয়ত মোক্ষ চিন্তা করেন: তিনি সর্ব্বদাই মুক্ত। যে ব্যক্তি আমাকে যজ্ঞ তপস্যাদির ভোক্তা, সকলের ঈশ্বর এবং সর্ব্বভূতের অন্তর্য্যামী জানেন তিনি আমার প্রসাদে মোক্ষ প্রাপ্ত হন।”

ষষ্ঠ অধ্যায়।

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, “যে ব্যক্তি কর্ম্মফলাকাঙ্ক্ষা না করিয়া কর্ম্ম করেন, তিনিই সন্ন্যাসী ও যোগী। নতুবা কেবল অগ্নিহোত্রাদি ও তড়াগোৎসর্গাদি কর্ম্ম ত্যাগ করিলে সন্ন্যাস হয় না। হে পাণ্ডুনন্দন! বেদে যে সন্ন্যাসকে শ্রেষ্ঠ বলে, তাহাকেই যোগরূপ জানিবে। কারণ ফলসংকল্পত্যাগ ব্যতিরেকে কি কর্ম্মনিষ্ঠ, কি

জ্ঞাননিষ্ঠ, কেহই যোগী হয় না। জ্ঞানযোগ প্রাপ্তেচ্ছু ব্যক্তি প্রথমে কর্ম্মযোগ দ্বারা চিত্তশুদ্ধি করিলে আত্মতত্ত্বজ্ঞান প্রাপ্ত হন। কর্ম্মসন্ন্যাস তাহার সেই আত্মতত্ত্বজ্ঞান পরিপাকের কারণ। মনুষ্য যখন ইন্দ্রিয়সুখভোগে এবং তাহার কর্ম্মে আসক্ত না হন, এবং বিষয়ভোগ ও কর্ম্মবাসনা ত্যাগ করিতে পারেন, তখন তাহাকে যোগী বলা যায়। জীব মনকে বিবেক-যুক্ত করিয়া আপনাকে সংসার বন্ধন হইতে উদ্ধার করিতে চেষ্টা করিবেন, কিন্তু কদাচ আপনাকে অধঃপাতিত করিবেন না; যেহেতু আত্মাই আত্মার বন্ধু এবং আত্মাই আত্মার শত্রু। যে ব্যক্তি ইন্দ্রিয়াদিদ্বারা আপনার বা অন্যের অনিষ্ট না করেন, তিনিই আপনি আপনার মিত্র। যে ব্যক্তি ইন্দ্রিয়শাসনে অসমর্থ, তিনি আপনি আপনার শত্রু। জিতেন্দ্রিয় এবং রাগাদি-শূন্য ব্যক্তি যদি শীত, উষ্ণ, সুখ, দুঃখ, মান, অপমান প্রভৃতিতে চঞ্চল না হন, তাহা হইলে তিনি আপনি আপনার বন্ধু। শাস্ত্র এবং আচার্য্যের উপদেশ হইতে যে জ্ঞানবিজ্ঞানের উদয় হয়, সেই জ্ঞান দ্বারা কামনাশূন্য হইয়া যাহার চিত্ত নির্ব্বিকার হয়, যাহার ইন্দ্রিয় সকল বশে থাকে, এবং যাহার মৃত্তিকা, প্রস্তর এবং সুবর্ণখণ্ড সকলে গ্রাহ্য বোধ হয় না, তাহাকে যোগারূঢ় বলে। যাহার সুহৃৎ, মিত্র, শত্রু, উদাসীন, মধ্যস্থ, কুটুম্ব, সাধু, পাপীষ্ঠ, চণ্ডাল প্রভৃতি সকলের প্রতি রাগ, দ্বেষ না থাকে, তিনি সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান যোগী। যোগী ব্যক্তি একাকী নির্জ্জন স্থানে বসিয়া শরীর ও মনকে নিয়মে রাখিয়া বাসনাত্যাগ পূর্ব্বক পরমেশ্বরচিন্তায় নিযুক্ত হইবেন। শুদ্ধ স্থানেতে প্রথম কুশাসন, তাহার উপর ব্যাঘ্রাদি চর্ম্ম, তাহার উপর বস্ত্র স্থাপন করতঃ

অচঞ্চল আসনে বসিয়া মনের শান্তিলাভার্থ চিত্ত ইন্দ্রিয়াদির গতি প্রতিরোধপূর্ব্বক একধ্যানে আত্মচিন্তা অভ্যাস করিবেন। মূলাধার হইতে মস্তকাগ্র পর্য্যন্ত শরীরকে অবক্র এবং অটল রাখিয়া, অন্যদিকে দৃষ্টি না করিয়া অর্দ্ধমুদ্রিত নয়নে স্বীয় নাসিকাগ্রভাগে দৃষ্টিস্থাপন পূর্ব্বক অবস্থিত হইবেন। নির্ভয়, শান্তচিত্ত ব্রহ্মচারী ব্রহ্মচর্য্যের অনুষ্ঠান করত মনকে বিষয় হইতে আকর্ষণ পূর্ব্বক কেবল পুরুষার্থবোধে আমাতে চিত্তার্পণ করিয়া অবস্থিত হইবেন। চিত্তকে অবরুদ্ধ করিয়া উপরোক্ত প্রকারে কেবল পরমেশ্বরে মন সমর্পণ করিলে, যোগী সংসারোপশমরূপ শান্তি প্রাপ্ত হইয়া, আমার স্বরূপে অবস্থিতি করেন। যে ব্যক্তি অত্যন্ত অধিক আহারী কিম্বা একবারে আহার ত্যাগ করে, এবং যে ব্যক্তি অধিক নিদ্রালু কিম্বা এককালে নিদ্রাত্যাগ করে, সে ব্যক্তির যোগ হয় না। যাহার গমনাগমন, চেষ্টা, নিদ্রা, জাগরণ, আহার প্রভৃতি নিয়মিত থাকে তাহারই যোগ হয়। যখন বশীভূত চিত্ত আত্মাতেই স্থির থাকে এবং সর্ব্ব বিষয়ে স্পৃহাশূন্য থাকে, তখনই যোগ প্রাপ্ত জানিবে। দীপ যেমন বায়ুশূন্য স্থানে কম্পিত হয় না, আত্মজ্ঞান অভ্যাসকারীর বশীভূত চিত্তও সেইরূপ দৃঢ় এবং প্রকাশক হইয়া আত্মাতে স্থিত হয়। যে অবস্থায় মন যোগাভ্যাস দ্বারা বিষয় ত্যাগ করিয়া আত্মাতে স্থির থাকে ও কেবল আত্মাকে দেখিয়া সন্তোষ লাভ করে, সেই অবস্থার নাম যোগাবস্থা। যখন আত্মার স্বরূপ জ্ঞান দ্বারা ইন্দ্রিয়ের অগ্রাহ্য নিত্যসুখ অনুভূত হইয়া লোকে সুখানুভব করিতে পারেন, তখন তত্ত্বজ্ঞান হইতে বিচলিত হইতে হয় না। কারণ আত্মার স্বরূপ লাভ হইলে অন্য লাভ

তাহা অপেক্ষা অধিক জ্ঞান হয় না। এবং আত্মসুখে সুখী হইলে গুরুতর দুঃখ তাঁহাকে পরাভব করিতে পারে না।, কারণ যোগাবস্থায় দুঃখ সম্বন্ধ হইতে পারে না। অতএব যোগাভ্যাস করিবে। যদ্যপি শীঘ্র সিদ্ধ না হও, তথাপি যত্নের ত্রুটী করিবে না। যোগেরপ্রতিকূল বিষয়কামনাকে ত্যাগ করিয়া ইন্দ্রিয়-গণকে বশে রাখিয়া যোগাভ্যাস করিবে। মনকে আত্মায় স্থির রাখিবে, এবং বশীকৃত ধারণাশালী বুদ্ধি দ্বারা মনকে বিষয় হইতে বিরত করিবে। আত্মায় মন স্থির হইলে পর, মনে যে পরমানন্দ প্রকাশিত হইবে তাহাতে তৃপ্ত হইয়া, আত্মচিন্তাতেও বিরত হইবে। চঞ্চলস্বভাব মন সতত বিষয়সকলে ধাবমান হয়। অতএব মন যতবার যে যে বিষয়ে ধাবমান হইবে, ততবার তাহাকে আকর্ষণ করিয়া আত্মায় স্থির রাখিবে। যাহার মন ও রজোগুণ শান্ত হইয়া ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত হয়, তাহাকে নিত্য সুখ আশ্রয় করে। যে যোগী সর্ব্বদা মনকে স্ববশে রাখেন, তাহার পাপ সকল ক্ষয় পায় এবং তিনি অনায়াসে ব্রহ্মসাক্ষাৎকাররূপ সর্ব্বোত্তম সুখপ্রাপ্ত হইয়া জীবোন্মুক্ত হন। যাঁহার যোগাভ্যাসাধীন মন বশীভূত হয় এবং যিনি সর্ব্বত্র ব্রহ্মকে সমান দর্শন করেন, তিনি অবিদ্যাজনিত দেহাদিতে, এবং ব্রহ্মা হইতে স্থাবর পর্য্যন্ত সকল প্রাণিতে আত্মাকে বিরাজমান এবং আত্মায় জগৎ অবস্থিত দেখিতে পান। যে ব্যক্তি সকল প্রাণিতে পরমেশ্বররূপ আমাকে দৃষ্টি করেন এবং আমাতে সকল প্রাণিকে দেখেন, তিনি আমার অপ্রত্যক্ষ নহেন, এবং আমিও তাঁহার অপ্রত্যক্ষ নহি। যিনি আমাকে সর্ব্বদা সকল প্রাণিতে অবলোকন করেন তিনি অন্য সকল কর্ম্মত্যাগী হইলেও আমাকে

প্রাপ্ত হন। যিনি আপনার মত সকল প্রাণিকে দেখেন, তিনি সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ যোগী।”

অর্জ্জুন বলিলেন “হে মাধব! তুমি যে চিত্তস্থৈর্য্য ও সর্ব্বত্র সমদৃষ্টিরূপ যোগ কথা বলিলে, উক্ত যোগ মনের চঞ্চলতা প্রযুক্ত যে দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় এমত বোধ হয় না। মন স্বভাবত চঞ্চল; মন দেহের ও ইন্দ্রিয়গণের ক্ষোভ জন্মায়। মনকে বিচারে পরাজয় করা অসাধ্য। বিষয়ের সহিত মনের এমন দৃঢ়বন্ধন যে, তাহা ভেদ করা অতি কঠিন। যেমন বায়ুর গতিরোধ করিতে পারা যায় না, সেইরূপ মনকেও বশীভূত করা দুষ্কর বোধ হয়।”

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, “হে অর্জ্জুন! তুমি যাহা বলিলে তাহা যথার্থ বটে, কিন্তু অভ্যাস ও বিষয়বৈরাগ্য দ্বারা মন বশীভূত হয়। অভ্যাস ও বিষয়বৈরাগ্য দ্বারা যাহার মন বশীভূত হয় না, তাহার এ যোগ অপ্রাপ্য। কিন্তু যাহার মন অভ্যাস ও বৈরাগ্য দ্বারা বশীভূত হয়, সে ব্যক্তি যত্ন করিলে এ যোগ প্রাপ্ত হইতে পারে।”

অর্জ্জুন বলিলেন, “যিনি প্রথম শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া যোগ আরম্ভ করিয়াছেন, তাঁহার যদি উপযুক্ত অভ্যাস ও সম্পূর্ণ বিষয়বৈরাগ্য না হইয়া থাকে, তাহা হইলে কি তিনি যোগাভ্যাসের-ফল-তত্ত্বজ্ঞান পাইবেন না? তবে, তাহার গতি কি হইবে? যে ব্যক্তি পূর্ব্বকৃত কর্ম্ম পরমেশ্বরে সমর্পণ করিয়া, পরে কর্ম্মানুষ্ঠানে বিরত আছেন, তিনি যদি কর্ম্মজন্য স্বর্গাদি ফল প্রাপ্ত না হন, এবং তাঁহার সম্পূর্ণ যোগাভ্যাস না হওয়াতে, যদি তিনি মোক্ষ প্রাপ্ত না হন, তবে তিনি কি আশ্রয়হীন হইয়া

ছিন্ন মেঘের ন্যায় লয়প্রাপ্ত হইবেন? হে কেশব, আমার এ সংশয় দূর কর।"

ভগবান্ বলিলেন, "হে পার্থ! যোগভ্রষ্ট ব্যক্তি ইহলোকে পতিত হয় না, এবং পরলোকেও নরকভোগ করে না, কারণ শুভকর্ম্মানুষ্ঠায়ীর কোন দুর্গতি হয় না। লোকে অশ্বমেধাদি শুভকর্ম্ম করিয়া যে স্থানে গমন করেন, যোগভ্রষ্ট ব্যক্তি সেই স্থান প্রাপ্ত হয়; এবং বহুকাল পর্য্যন্ত তথায় সুখভোগ করিয়া পরে সদাচার ধনী লোকের গৃহে জন্মগ্রহণ করেন। যিনি বহুকাল যোগাভ্যাস করিয়া যোগভ্রষ্ট হইয়াছেন, তিনি এককালে যোগ নিষ্ঠ জ্ঞানী লোকের কুলে জন্মগ্রহণ করেন। এরূপ জন্ম মোক্ষের কারণ, অতএব লোকের এরূপ জন্ম অতি দুর্লভ। যোগভ্রষ্ট ব্যক্তিদিগের উপরোক্ত দুই প্রকার জন্মেই পূর্ব্ব-জন্মার্জ্জিত জ্ঞানপ্রাপ্ত হইয়া পুনরায় মোক্ষের প্রতি অধিক যত্ন হয়। ইহার কারণ এই যে, পূর্ব্বজন্মের যোগাভ্যাস দ্বারা অনিচ্ছা সত্ত্বেও বিষয় ত্যাগ করিয়া, মোক্ষ সাধনে প্রবৃত্ত হয়, আর 'যোগ কি' জানিবার ইচ্ছা হইলেই, বেদবিহিত কর্ম্মফল ত্যাগ করিয়া, আত্মজ্ঞানরূপ মহাফলে প্রবৃত্ত হয়। হে অর্জ্জুন! যোগভ্রষ্ট ব্যক্তি অল্প যত্নেই এই ফল প্রাপ্ত হন। যাহাদের বহুজন্ম যোগাভ্যাস দ্বারা শরীর নিষ্পাপ, এবং যাহাদের যোগাভ্যাসে গুরুতর যত্ন, তাঁহাদের মোক্ষ প্রাপ্তির কোন সংশয় নাই। যেহেতু কৃচ্ছ্র চান্দ্রায়ণাদি তপস্যাকারক, শাস্ত্রজ্ঞানবিশিষ্ট লোক, এবং অগ্নিহোত্রাদি ও জলাশয়াদি উৎসর্গকারী ব্যক্তি সকল হইতে যোগী প্রধান। অতএব তুমি যোগী হও। যোগীদিগের মধ্যে যে ব্যক্তি শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া পরমেশ্বর স্বরূপ

আমাতে চিত্ত সমর্পণ পূর্ব্বক আমাকে ভজনা করে, আমার মতে সেই যোগী সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান। অতএব তুমি আমাকে ভক্তি কর।"

সপ্তম অধ্যায়।

ভগবান্ বলিলেন, "হে পার্থ! পরমেশ্বরস্বরূপ আমাতে মনোনিবেশ পূর্ব্বক যোগাভ্যাস দ্বারা আমাকে আশ্রয় করিবে আমার বল, ঐশ্বর্য্যাদি যে প্রকারে জানিতে পারিবে, এবং যে জ্ঞানোপদেশ হইলে মোক্ষপথাবলম্বীর আর কিছু জানিতে অবশিষ্ট থাকে না, আমি তোমাকে সেই শাস্ত্রীয়জ্ঞান ও তাহার অনুভববিষয়ক ব্যাপার সকল বলিতেছি। অসংখ্য জীবের মধ্যে মনুষ্য ব্যতীত অন্য জীবের মোক্ষে প্রবৃত্তি হয় না, এবং অসংখ্য মনুষ্যের মধ্যে সৌভাগ্যবশত কতিপয় ব্যক্তি আত্মজ্ঞান লাভার্থে যত্ন করেন। তাহার মধ্যে যাঁহারা মহাপুণ্যবন্ত, তাঁহারাই আমাকে জানেন। আত্মজ্ঞানী সহস্র লোকের মধ্যে যাঁহারা পরমেশ্বরকে যথার্থ জানিতে পারেন, তাঁহাদিগের সেই দুর্লভ পরমেশ্বরবিষয়ক জ্ঞান, তোমাকে বলিতেছি শ্রবণ কর।"

ভূমি, জল, তেজ, বায়ু, আকাশ এই পঞ্চভূত এবং মন, অহঙ্কার, বুদ্ধিতত্ত্ব প্রভৃতি অষ্ট প্রকার আমার মায়াশক্তি। উক্ত অষ্ট প্রকার জড়রূপ প্রকৃতির দেহরূপে পরিণাম হয়। এজন্য ইহারা অপকৃষ্টা। আর জীবরূপে যে প্রকৃতি এই জগৎকে ধারণ করেন, সেই চেতনরূপ প্রকৃতিকে আমার উৎকৃষ্ট প্রকৃতি জানিবে। এই পরাপরাপ্রকৃতি হইতে স্থাবরজঙ্গমাত্মক সর্ব্ব-

ভূতের উৎপত্তি হয়। তাহার মধ্যে অপরা প্রকৃতি হইতে জড়দেহ জন্মে। এবং পরা প্রকৃতি জীবরূপে দেহে প্রবিষ্ট হইয়া কর্ম্মজন্য ফলভোগ করেন, ও জড়রূপা দেহকে রক্ষা করেন। পূর্ব্বোক্ত অষ্ট প্রকার প্রকৃতি এবং জীবরূপা প্রকৃতি আমা হইতে উদ্ভব হয়। অতএব হে অর্জ্জুন! আমাকে জগতের উৎপত্তির ও প্রলয়ের কর্ত্তা জানিবে। যেমন গ্রথিত মণিসকল একসূত্রকে আশ্রয় করিয়া থাকে, সেইরূপ জগৎ আমাকে অবলম্বন করিয়া অবস্থিত। আমি ব্যতীত জগতের কারণ আর কিছুই নাই। জলে রস, চন্দ্রসূর্য্যে প্রভা, সকল বেদের মূলীভূত প্রণব, আকাশে শব্দ সকল, পুরুষে উদ্যম আমি হই। এবং আমিই জল, চন্দ্র, সূর্য্য, বেদ, আকাশ, পুরুষ প্রভৃতির আশ্রয়। আমিই পৃথিবীতে অবিকৃত গন্ধ, অগ্নিতে তেজ, সকল জীবেতে বায়ু, এবং বানপ্রস্থাদি তপস্বীতে তপস্যাস্বরূপ। হে পার্থ। আমাকে নিত্যপদার্থস্বরূপ সকল চরাচরভূতের কার্য্যোৎপাদিকারূপ জানিবে। আমি বুদ্ধিমানের বুদ্ধি, তেজবিশিষ্টের তেজ ও অপ্রাপ্ত বস্তুর অভিলাষ, প্রাপ্ত ধনাপেক্ষা অধিকে প্রবৃত্তি, বলবানের সামর্থ্য, এবং স্বদারে সন্তানোৎপত্তিমাত্রোপযোগী কামস্বরূপ। এতদ্ভিন্ন শমদমাদিরূপ সত্ত্বগুণের ধর্ম্ম, হর্ষ দর্পাদি রূপ রজোগুণের ধর্ম্ম, এবং শোকমোহাদিরূপ তমোগুণের ধর্ম্ম আমা হইতে হয়। কিন্তু আমি এ সকলের অধীন নহি, এই সকলই আমার অধীন জানিবে। উক্ত তিন প্রকার গুণে জগৎ মোহিত, কিন্তু আমি ঐ গুণত্রয়ের অতীত ও বিকারশূন্য। এজন্য আমাকে সকলে জানিতে পারে না।

পরমেশ্বরের অর্থাৎ আমার সত্ত্বাদিগুণ স্বরূপ যে মায়া, তাহা

উত্তীর্ণ হওয়া কঠিন। যাঁহারা ভক্তি পূর্ব্বক অবিচ্ছেদে আমার উপাসনা করেন, তাঁহারা উক্ত মায়া হইতে মুক্ত হইয়া আমাকে জানিতে পারেন। কিন্তু মনুষ্য মধ্যে পাপীষ্ঠ মূঢ় ব্যক্তিরা উক্ত প্রকারে উপাসনা করে না। এজন্য তাহারা দম্ভ, দর্পাদিরূপ অসুর স্বভাব প্রাপ্ত হয়। যদিও উহারা শাস্ত্রাচার্য্যের উপদেশে জ্ঞান প্রাপ্ত হয়। কিন্তু তাহা মায়া অপহরণ করে। যে পূর্ব্বজন্ম সুকৃতি দ্বারা লোকে আমাকে ভজনা করে, সেই সুকৃতি তারতম্য ভেদে চারি প্রকার। যথা—রোগী, তত্ত্বজ্ঞানার্থী, অর্থাভিলাষী, এবং আত্মতত্ত্বজ্ঞান বিশিষ্ট ব্যক্তি ইহাদের যদি জন্মান্তরীয় সুকৃতি না থাকিত, তাহা হইলে আমাকে ত্যাগ করিয়া ক্ষুদ্র দেবতার উপাসনা করিত; কিন্তু জন্মান্তরীয় সুকৃতিপ্রযুক্তই আমাকে ভজনা করে। উক্ত চারি প্রকার ভক্তের মধ্যে আত্ম জ্ঞানী সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান। কারণ আত্মজ্ঞানবিশিষ্ট ব্যক্তি সর্ব্বদা ঈশ্বরনিষ্ঠ। এবং তাহার পরমেশ্বরে অচলা ভক্তি থাকে। এ কারণে আত্মজ্ঞানী আমার প্রিয়, এবং আমি আত্মজ্ঞানীর প্রিয়। জ্ঞানীব্যক্তি আমাকেই আশ্রয় করে, এবং আমা ব্যতীত অন্য ফলের অভিলাষ করে না। এজন্য জ্ঞানী ব্যক্তিকে আমি আপন আত্মার স্বরূপ জ্ঞান করি। কিন্তু এরূপ ভক্ত অতি দুর্লভ। কেননা বহুজন্মে কিছু কিছু পুণ্য সঞ্চয় করিলে পর, চরমে জ্ঞানবান্ হইয়া, চরাচর বিশ্বসংসারে সকল বস্তুতেই পরমেশ্বর জ্ঞান জন্মে। তখন কেবল আমাকে আশ্রয় করিয়া ভজনা করে। যাহাদিগের বিবেক পুত্রাভিলাষ বা শত্রু জয়াদি কামনাতে আচ্ছাদিত, তাহারা জন্মান্তরীয় বাসনার বশীভূত হইয়া দেবতা ভেদে ভিন্ন ভিন্ন উপাসনাদির নিয়ম অবলম্বন

করতঃ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেবতার উপাসনা করে। ঐ সকল দেবো-পাসকের মধ্যে যে যে ব্যক্তি শ্রদ্ধাপূর্ব্বক মদীয় যে যে মূর্ত্তির অর্চ্চনা করিতে ইচ্ছা করে, আমিই সেই সেই ব্যক্তির অন্তর্যামী হইয়া, সেই সেই মূর্ত্তির উপাসনাবিষয়িণী অচলা শ্রদ্ধা প্রদান করি। উক্ত ভক্তগণ আমার মূর্ত্তিবিশেষের আরাধনা করিয়া যে শঙ্কল্পিত ফল প্রাপ্ত হয়, আমি সেই দেবতার অন্তর্যামি রূপে আসিয়া সেই ফল নির্ম্মাণ করিয়া থাকি। এই সকল অল্প বুদ্ধি লোকদিগের উপাসনা জন্য যে ফল আমি প্রদান করি, সে ফল অনিত্য। এজন্য তাহারা যে যে দেবতার উপাসনা করে সেই সেই দেবতাকেই প্রাপ্ত হয়। কিন্তু যাঁহারা পরমেশ্বরের আরাধনা করেন, তাঁহারা নিত্য পরমানন্দ স্বরূপ আমাকে প্রাপ্ত হন।

সংসার হইতে অতীত যে আমার শুদ্ধ নিত্যসত্ত্ব স্বভাব তাহা অল্পবুদ্ধি লোকেরা জানিতে পারে না। একারণ তাহারা আমাকে মনুষ্যাদির ন্যায় অবয়বাদি বিশিষ্ট নানা বিধ অবতার স্বরূপ জ্ঞান করে। আমি সকলের নিকট প্রকাশ হই না। এ কারণ অচিন্ত মায়াবৃত মূঢ় ব্যক্তিরা আমার স্বরূপ জ্ঞান করিতে পারে না।

অতীত, বর্ত্তমান, ভবিষ্যৎ, এই ত্রিকালবর্ত্তি স্থাবর জঙ্গম সকল জগৎকেই আমি জানি, কিন্তু আমার মায়ায় মোহিত হইয়া আমাকে কেহ জানিতে পারে না। যেমন মায়াবী ব্যক্তি স্বীয় মায়া দ্বারা অন্যকে মোহিত করে; কিন্তু নিজে তাহাতে মোহিত হয় না।

স্থূল দেহ উৎপন্ন হইলে পর, অনুকূল বিষয়ে ইচ্ছা এবং

প্রতিকূল বিষয়ে দ্বেষ উপস্থিত। তৎপরে ঐ ইচ্ছা, দ্বেষ, সুখ দুঃখাদির নিমিত্ত, বিবেক জ্ঞানকে বিনাশ করে। এইজন্য জীব সকল "আমি সুখী আমি দুঃখী" ইত্যাদি গাঢ়তর অভিমানে মোহিত হয়। কিন্তু যে সকল পুণ্যাত্মা ব্যক্তিরা পুণ্য কর্ম্মাচরণ দ্বারা নিষ্পাপ হইয়াছেন, তাঁহারা সুখ দুঃখ প্রভৃতি মোহ মুক্ত হইয়া একান্ত চিত্তে আমাকেই ভজনা করেন। যাঁহারা আমাকে আশ্রয় করিয়া জন্ম মৃত্যু নিরাসার্থ যোগাভ্যাসে যত্নবান হন, তাঁহারা পরব্রহ্মকে জানিতে পারেন; এবং দেহে অধিষ্ঠিত শুভাশুভ কর্ম্মের ফল ভোক্তাকে ও আত্মজ্ঞানের কারণীভূত নিষ্কাম কর্ম্মকে জানিতে পারেন। অধিভূত, অধিদৈব, অধিযজ্ঞ, এসকলেই পরমেশ্বর জ্ঞান হইলে, ব্যক্তিগণের মন পরমেশ্বরেই সমর্পিত হয়। তখন তাঁহারা কখনই পরমেশ্বরকে বিস্মৃত হন না।

অষ্টম অধ্যায়।

অর্জ্জুন বলিলেন, হে মধুসূদন! তুমি যে সপ্তম অধ্যায়ের শেষে ব্রহ্মজ্ঞানের কথা কহিলে, সে ব্রহ্ম কিরূপ? কর্ম্মফল ভোক্তাই-বা কে, ও নিষ্কাম কর্ম্মই বা কি, এবং অধিভূত, অধিদৈব কাহাকে বলে, কে মনুষ্যদেহে অধিষ্ঠিত হইয়া যজ্ঞের ফলদান করেন, এবং মৃত্যুকালে নিহত পুরুষেরা তোমাকে কি প্রকারে জানিতে পারেন!"

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, "যিনি জন্মমৃত্যুরহিত ও জগতের আদিকারণ, তিনি পরব্রহ্ম। পরব্রহ্মের অংশভূত যে জীব তিনিই

দেহে অধিষ্ঠিত হইয়া কর্ম্মফল ভোগ করেন। প্রাণি সকলের উৎপত্তি ও বৃদ্ধির কারণ যে যজ্ঞ, তাহাকে কর্ম্ম বলে। জীবকে অবলম্বন করিয়া যিনি অনিত্য দেহাদিতে বর্ত্তমান আছেন, তাঁহাকে অধিভূত; এবং ঈশ্বরের অংশভূত সকল দেবতার অধিপতি যে পুরুষ সূর্য্যমণ্ডলের চিন্তনীয় তাহার নাম অধিদৈব। আর যিনি দেহধারিদিগের শরীরে অন্তর্যামীত্ব রূপে অবস্থিত, এবং যজ্ঞপ্রয়োজক ও ফলদাতা, তিনি অধিযজ্ঞ। মৃত্যু কালে যোগীরা স্মরণ করিলে আমাকে জানিতে পারেন।” যিনি সকলের অন্তর্যামী নির্ম্মলস্বভাব পরমেশ্বরের স্বরূপ আমাকে স্মরণ করিয়া দেহত্যাগ করেন, তিনি ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হন। মৃত্যু কালে যাহারা ভিন্ন ভিন্ন দেবতাকে ভাবিয়া দেহ ত্যাগ করে, তাহারা সেই সেই ভাব প্রাপ্ত হয়। যে ব্যক্তি জীবনে সর্ব্বদা যাহা ভাবে, মৃত্যুকালেও সেইভাব স্মরণ হয়। অতএব হে ধনঞ্জয়! আমাকে স্মরণ কর। এবং স্বধর্ম্মানুষ্ঠানে নিযুক্ত হও। অদ্যাবধি মন ও বুদ্ধিকে আমাতে সমর্পণ করিলে, আমাকে প্রাপ্ত হইবে। হে পার্থ! অন্য বিষয় ত্যাগ করিয়া ধারাবাহিক পরমেশ্বর চিন্তায় নিযুক্ত থাক; তাহা হইলে সেই জ্যোতির্ম্ময় পরম পুরুষেই লীন হইবে। “সেই পরম পুরুষ সর্ব্বজ্ঞ, অনাদি, জগতের নিয়ম কারক, সূক্ষ্ম হইতেও অতিশয় সূক্ষ্ম, জগৎ প্রতিপালক; তিনি সূর্য্যের ন্যায়-স্ব-পরপ্রকাশক তিনি চিত্ত ও মনের অগোচর তিনি পুরুষ স্বভাবের অতীত।” যাঁহারা পরমেশ্বরকে এপ্রকার চিন্তা করেন, তাঁহারা পরমেশ্বরকে প্রাপ্ত হন।

যে ব্যক্তি মৃত্যুকালে যোগবলে প্রাণবায়ুকে ভ্রূ মধ্যে রাখিয়া

স্থিরচিত্তে ভক্তিপূর্ব্বক উক্ত প্রকার চিন্তা করে, সে ব্যক্তি স্ব-প্রকাশক পরমপুরুষে লীন হন। বেদবেত্তারা যাঁহাকে পরব্রহ্ম বলেন, এবং যোগীরা যাহাতে প্রবেশ করেন,' ও যে ব্রহ্মকে জানিবার জন্য গুরুকুলে-বাস করিয়া লোকে ব্রহ্মচারী হয়, আমি তোমাকে সেই ব্রহ্মপ্রাপ্তির উপায় বলিতেছি শ্রবণ কর।

চক্ষুরাদি বহিরিন্দ্রিয়কে বিষয় হইতে আকর্ষণ করিয়া, এবং অন্তঃকরণ হইতে বিষয়চিন্তা দূর করিয়া, প্রাণবায়ুকে ভ্রূ মধ্যস্থলে বদ্ধ করত ধৈর্য্যাবলম্বন করিবেক, অনন্তর ব্রহ্মপ্রতিপাদক একাক্ষর প্রণব উচ্চারণ করিয়া পরব্রহ্মকে স্মরণ করতঃ যে ব্যক্তি দেহত্যাগ করেন, তিনি উত্তম গতি প্রাপ্ত হন। যে ব্যক্তি অন্য চিন্তা পরিত্যাগ পূর্ব্বক আমাকে স্মরণ করেন, তিনি অনায়াসে আমাকে প্রাপ্ত হন। এই প্রকারে যাঁহারা পরব্রহ্মে প্রবেশ করেন, তাঁহাদিগকে পুনর্ব্বার অনিত্য জন্মগ্রহণ করিতে হয় না। কিন্তু যাঁহারা ব্রহ্মলোকবাসনায় সকামকর্ম্ম করিয়া ব্রহ্মলোকে গমন করেন, তাঁহাদিগকে পুনরায় জন্ম লইতে হয়। যাঁহারা ক্রমিক মুক্তি প্রার্থনা করিয়া ব্রহ্মলোকে গমন করেন, তাঁহাদিগকে পুনরায় জন্মিতে হয় না; তাঁহারা ব্রহ্মার পরমায়ু পর্য্যন্ত তথায় থাকিয়া তত্ত্বজ্ঞান প্রাপ্ত হয়, পরিশেষে ব্রহ্মার সহিত মুক্ত হন। কিন্তু সকাম ব্যক্তিদিগের তাহা হয় না।

সহস্র যুগে ব্রহ্মার এক দিন-রাত্রি হয়। ঐ পরিমাণে পক্ষ, মাস, বৎসর হইয়া থাকে। ব্রহ্মার দিবস উপক্রমের অব্যক্ত কারণ হইতে এই চরাচর সংসার প্রকাশ পায়, এবং তাঁহার রাত্রিতে সকল সংসার পুনরায় সেই অব্যক্ত কারণে লীন হয়। যে সকল চরাচর প্রাণী পূর্ব্বে ছিল, তাহারা ব্রহ্মদিবসাগমে বারম্বার

জন্মিয়া ব্রহ্মরাত্র্যাগমে প্রকৃতিতে লয় পায় এবং পুনরায় তাহারাই ব্রহ্মদিবসাগমে নিজ নিজ প্রারব্ধ কর্ম্মবশতঃ জন্মে। এতদ্ব্যতীত কেহ জন্মে না। চরাচর ভূতের কারণ হইতে ভিন্ন, অথচ অব্যক্ত কারণের কারণ, এবং চক্ষুরাদির অগোচর যে অনাদি পুরুষ, তিনি স্বয়ং-প্রকাশমান্। অনিত্য চরাচর ধ্বংসে তাঁহার ধ্বংস হয় না। চক্ষুরাদির অগোচর যে ধাম তাহাকে শ্রুতি সকলে নিত্য বলেন, এবং পণ্ডিতেরা তাহাকেই পরমগতি-স্বরূপ বলেন। কারণ সেধামে গমন করিলে আর দেহযাত্রা হয় না। উক্ত নিত্যধাম আমার অর্থাৎ পরমেশ্বরের জানিবে।

যে অনাদি কারণের মধ্যে সকল সংসার অবস্থিতি করে, এবং চরাচর বিশ্ব যৎকর্তৃক ব্যাপ্ত, তাঁহার প্রতি কেবল ভক্তি রাখিলেই পুরুষার্থ লভ্য হয়। হে কৌন্তেয়! কালাদির অধিষ্ঠাত্রী দেবতার যে চিহ্নিত পথ, যে পথে পরমেশ্বরোপাসকেরা গমন করিয়া পুনরাবৃত্তি প্রাপ্ত না হন, এবং যে পথে সকাম কর্ম্মানুষ্ঠায়ীরা গমন করিয়া পুনরায় জন্মেন, সেই দুই পথ তোমাকে বলিতেছি শ্রবণ কর।

পরমেশ্বরোপাসকেরা, তেজ, দিবস, শুক্লপক্ষ এবং উত্তরায়ণ যণ্মাসের দেবতাগণ কর্তৃক চিহ্নিত পথে গমন করিয়া ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হন। কাম্যকর্ম্মানুষ্ঠায়ীরা, ধূম, রাত্রি এবং দক্ষিণায়ণ যণ্মাসের দেবতাগণের চিহ্নিত পথে স্বর্গে গমন করেন, এবং পরে পুনরায় জন্মগ্রহণ করেন। জ্ঞানী ও কর্ম্মানুষ্ঠায়ী ভেদে উক্ত দুই পথ নিত্য। কিন্তু উহার মধ্যে একপথে দেহযাত্রা নাই, অন্যপথে জন্মিতে হয়। যোগীরা এই দুই পথে মোহিত হন না। অতএব হে অর্জ্জুন! তুমি সর্ব্বদা যোগানুষ্ঠান কর। যোগীরা

বেদপাঠ, কর্ম্মানুষ্ঠান, শরীর শোষণাদির দ্বারা তপস্যা, সৎপাত্রে দান, এবং শাস্ত্রের কথিত ফলসমূহ জানিয়াও, উক্ত সকলকে অতিক্রম করিয়া, জগতের মূলীভূত সর্ব্বোত্তম ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হন।”

নবম অধ্যায়।

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, হে অর্জ্জুন! তুমি যে জ্ঞান প্রভাবে সংসার বন্ধন হইতে মুক্ত হইবে, সেই গোপনীয় পরমাত্মতত্ত্বজ্ঞান বলিতেছি শ্রবণ কর। এই জ্ঞান সকল বিদ্যার শ্রেষ্ঠ, এবং গোপনীয়ের মধ্যে অতিশয় গুহ্য ও পবিত্রতাজনক। ইহার ফল প্রত্যক্ষ দেখা যায়। বেদোক্ত তাবৎ কর্ম্মফল এই জ্ঞানের অন্তর্ভূত। এ জ্ঞানাভ্যাসে ক্লেশ নাই। অভ্যাস করিলে অক্ষয় ফল জন্মে। যাহারা এই ধর্ম্মরূপ জ্ঞানকে অশ্রদ্ধা করিয়া পরমেশ্বরপ্রাপ্তির উপায়ান্তর চেষ্টা করে, তাহারা পরমেশ্বরকে না পাইয়া, সংসারেই বারম্বার যাতায়াত করে।

সমস্ত বিশ্ব আমার অব্যক্তরূপে ব্যাপ্ত; একারণ চরাচর সংসার আমাতেই অবস্থিত থাকে কিন্তু আমি তাহাতে লিপ্ত নহি। বস্তুত সংসারও আমাতে থাকে না। এসকল অঘটন-ঘটনা কৌশলরূপ জানিবে। যদিও আমি বিশ্বধারক ও জগৎ প্রতি-পালক বটে, তথাচ আমার স্বরূপ কোন ভূতের মধ্যে নহে। যেমন সর্ব্বত্রগামী বায়ু আকাশে নিরন্তর থাকে, কিন্তু আকাশের সঙ্গে তাহার কোন সম্পর্ক নাই; সেইরূপ চরাচর সংসার আমাতে জানিবে।

প্রলয়কালে ভূতগণ মদধিষ্ঠিত প্রকৃতিতে লীন হয়। পুনরায় সৃষ্টির প্রথমে প্রারব্ধকর্ম্মের ফলভোগার্থ ভিন্ন ভিন্ন রূপে ঐসকল প্রাণীকে আমিই সৃষ্টি করি। কর্ম্মাদির অধীন প্রাণিসকল প্রলয়কালে প্রকৃতিতে লীন থাকে, পরে আমি অনুগত প্রকৃতিকে আশ্রয় করিয়া উহাদিগকে নানা প্রকারে সৃষ্টি করিয়া থাকি। কারণ সকল সংসারই প্রাচীন তত্তৎস্বভাবের বশীভূত হয়। হে ধনঞ্জয়! সৃষ্টি প্রলয়াদিরূপ কর্ম্ম আমাকে বদ্ধ করিতে পারে না, কারণ আমি সকল বিষয়ে আসক্ত না হইয়া উদাসীনের ন্যায় থাকি। প্রকৃতিই সংসারকে প্রসব করেন, তাহাতে কেবল আমি অধিষ্ঠান করিয়া থাকি মাত্র। আমার অধিষ্ঠানেই সংসারের বারম্বার পরিবর্ত্তন হয়। আমি শুদ্ধ সত্ত্বময় ভক্তের ইচ্ছাধীন হইয়া সময় সময় মনুষ্যদেহ ধারণ করিয়া থাকি। এজন্য মূর্খেরা আমাকে সর্ব্বভূতেশ্বর বলিয়া জানিতে না পারায়, আমাকে অবজ্ঞা করিয়া থাকে। কারণ তাহাদের স্বভাব হিংসা দর্পাদি পূর্ণ। কাযেই তাহারা আমাকে ত্যাগ করিয়া সর্ব্বদা বিষয়াদিতে মুগ্ধ থাকে। যাহাদিগের চিত্ত কামনাগ্নিতে অভিভূত নহে, তাহারা অন্য দেবতার উপাসনা ত্যাগ করিয়া কেবল পরমেশ্বরের আরাধনা করেন। ঐ সকল উপাসকদের মধ্যে, কতক ব্যক্তি কঠোর নিয়মাদি করিয়া যজ্ঞাদিতে যত্নপূর্ব্বক স্তোত্রমন্ত্রাদি উচ্চারণ করতঃ আমার উপাসনা করিয়া থাকেন, কতক ব্যক্তি ভক্তিপূর্ব্বক প্রণাম করিয়া নিষ্কাম কর্ম্মের অনুষ্ঠান করতঃ আমাকে আরাধনা করেন; কতক ব্যক্তি আমাকে বিশ্ববাসুদেবস্বরূপ জ্ঞান করিয়া যজ্ঞানুষ্ঠান করতঃ ভজনা করেন এবং কতক ব্যক্তি সর্ব্বময় ব্রহ্মরুদ্রাদিরূপে আমাকে ভজনা

করিয়া থাকেন। আমি অগ্নিষ্টোমাদি যাগ, আমি গৃহস্থের কর্ত্তব্য পঞ্চযজ্ঞাদি, আমি পিতৃলোকের উদ্দেশে শ্রাদ্ধাদি, আমি অন্নাদি, আমি যজন ক্রিয়ার প্রধান অঙ্গ মন্ত্রাদি; আমি হোমের কারণ ঘৃতাদি, আমি অগ্নি, আমি হোম, আমি জগতের পিতা-মাতা, আমি কর্ম্মফলের বিধান কর্ত্তা, আমি পিতামহ, আমি জ্ঞেয় বস্তু, আমি পবিত্র কারণ, আমি প্রণব, আমি ঋক-সাম-যজুর্ব্বেদ, আমি পবিত্র ফল, আমি নিয়মকর্ত্তা, আমি শুভাশুভ ভোগস্থান, আমি রক্ষক, আমি হিতকারী, আমি সৃষ্টিকারী, আমি সংহারকারী, আমি প্রলয়স্থল, আমি জগতের আদি কারণ, কিন্তু আমার বিনাশ নাই। আমি গ্রীষ্মকালে আদিত্য-রূপে বিশ্বের উত্তাপ জন্মাই এবং বর্ষাকালে বৃষ্টির সৃষ্টি করি, আবার অন্য সময়ে ঐ বৃষ্টির আকর্ষণ করিয়া থাকি। আমি জীবের জীবন, জীবের বিনাশক, এবং দর্শনযোগ্যাযোগ্য স্থূল ও সূক্ষ্মবস্তু, একারণ লোকেরা আমার বিবিধ প্রকারে উপাসনা করে।

বেদবিহিত কর্ম্মপর ব্যক্তিরা অন্যান্য দেবতা সকলকে আমার স্বরূপ বলিয়া জানেন না; কিন্তু তাহারা বেদবিহিত যজ্ঞদ্বারা আমাকেই অন্য দেবতারূপে পূজা করেন, এবং যজ্ঞাবশিষ্ট সোমরস পানে নিষ্পাপ হইয়া স্বর্গবাস প্রার্থনা করেন। উহারা প্রার্থনানুযায়ী স্বর্গপ্রাপ্ত হইয়া, স্বর্গে উত্তমোত্তম দেবভোগ্য দ্রব্যাদি সম্ভোগ করিতে পায়। স্বর্গভোগ ক্ষয় হইলে, পুনরায় মনুষ্যলোকে আগমন করে। তখন উহারা পুনর্ব্বার স্বর্গাভি-লাষী হইয়া বেদবিহিত কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া থাকে। কামনাশীল ব্যক্তিদের এইরূপ গতায়াত মাত্রই লাভ হয়। কিন্তু যাহারা

কামনাত্যাগ পূর্ব্বক কেবল আমাকে চিন্তা ও উপাসনা করেন, এবং যাঁহারা সর্ব্বদা পরমেশ্বরনিষ্ঠ, তাঁহাদিগের প্রার্থনা না থাকিলেও আমি তাঁহাদিগকে ধনাদি এবং মোক্ষ প্রদান করিয়া থাকি। যাহারা শ্রদ্ধা ও ভক্তি সহকারে অন্য দেবতার অর্চ্চনা করে, তাহারা যদিও প্রকারান্তরে আমারই পূজা করে, কিন্তু তাহাদের মোক্ষপ্রাপক বিধিপূর্ব্বক নহে, একারণ তাহাদের যাতায়াত নিবৃত্তি হয় না। যেহেতু তাহারা আমাকে অন্যান্য দেবতারূপে সকল যজ্ঞের ভোক্তা এবং ফলদাতা বলিয়া জানেন না।

যাহারা দেবতার উদ্দেশে উপবাসাদি নিয়ম করে, তাহারা মৃত্যুর পরে দেবলোকে গমন করে, যাহারা পিতৃলোকের নিমিত্ত শ্রাদ্ধাদি করে, তাহারা পিতৃলোকে গমন করে, বিনায়কাদির উপাসকেরা বিনায়কাদিকে প্রাপ্ত হয়, এজন্য ঐসকলের পুনর্বার জন্ম আছে। কিন্তু পরব্রহ্মোপাসকেরা নিত্যানন্দরূপ অক্ষয় পরব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয়, একারণ তাহাদিগকে আর জন্মিতে হয় না। কোন ব্যক্তি ভক্তিপূর্ব্বক পরমেশ্বরের উদ্দেশে পত্র, পুষ্প, ফল, জল অর্পণ করিলে, পরমেশ্বর ঐ শুদ্ধচিত্ত নিষ্কাম ভক্তের প্রদত্ত পত্রাদি অনুগ্রহপূর্ব্বক গ্রহণ করেন। হে কুন্তি-নন্দন! স্বভাবত বা শাস্ত্রপ্রমাণে যে কিছু কর এবং যে কিছু আহার, হোম, তপস্যা করিয়া থাক তৎসমুদায় যে প্রকারে পরমেশ্বরে অর্পিত হয় সেই প্রকার অনুষ্ঠান করিবে। যাবতীয় কর্ম্ম আমায় অর্পণ করিলে, কর্ম্মজন্য পাপপুণ্য বন্ধন হইতে মুক্ত হইবে, এবং তদ্দ্বারা আমাকে প্রাপ্ত হইবে। আমি সকল প্রাণীতে একরূপ, কেহ আমার প্রিয় অপ্রিয় নাই, তবে যাহারা

ভক্তিপূর্ব্বক আমাকে ভজনা করে, তাহারা সেই ভক্তিদ্বারাই আমাতে অবস্থিত হয়, আমিও সেই সকল ভক্তগণে বর্ত্তমান হই। যদি অতি দুরাচার ব্যক্তি অন্য দেবতার উপাসনা না করিয়া কেবল আমাকে ভজনা করে, তাহা হইলে সে ব্যক্তিকে সাধু বলিয়া মান্য করি, যেহেতু সে ব্যক্তি প্রকৃত উপাসক।

আমাকে ভজনা করিলে, দুরাচার ব্যক্তিও শীঘ্র ধর্ম্মজ্ঞান প্রাপ্ত হয়। দুরাচার ব্যক্তির ধর্ম্মজ্ঞান হইলে, তখন তাহার পূর্ব্বস্বভাব পরিবর্ত্তিত হইয়া চিত্তশুদ্ধি হয়, এবং পরমেশ্বরনিষ্ঠা প্রাপ্ত হয়। হে কৌন্তেয়! তুমি কুতর্ককারীদিগের সাক্ষাতে প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিবে, যে ঈশ্বরের ভক্ত কদাচ বিনাশ পায় না। অতি হীন অন্ত্যজাদি, জ্ঞানহীন স্ত্রীলোক এবং বৈশ্য, শূদ্র প্রভৃতি আমার উপাসনায় সদ্গতি প্রাপ্ত হয়। পুণ্যভাজন ব্রাহ্মণগণ ও ভক্ত রাজর্ষিগণ যে পরম মুক্তি প্রাপ্ত হন, তোমারও সেই পরমমুক্তি লাভ হইবে, যেহেতু এই অনিত্য মর্ত্ত্যলোকে তুমি রাজর্ষিরূপ দেহ প্রাপ্ত হইয়াছ, অতএব অবিলম্বে আমাকে ভজনা কর, আমাতে অন্তঃকরণ সমর্পণ কর, এবং আমার ভক্ত ও পূজনশীল হইয়া কেবল আমাকেই নমস্কার কর, তাহা হইলে পরমানন্দস্বরূপ আমাকেই প্রাপ্ত হইবে।

দশম অধ্যায়।

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, হে অর্জ্জুন! তোমার হিতার্থে পরমাত্মবোধক বাক্য বলিতেছি শ্রবণ কর। আমার আবির্ভাব দেবতারা ও মহর্ষিরা জানেন না। কারণ আমি সকলের সর্ব্বপ্রকারে আদি

কারণ। যে ব্যক্তি আমাকে সকলের আদি, জন্মরহিত এবং সকলের পরম নিয়ন্তা বলিয়া জানেন, তিনি মোহশূন্য হইয়া সকল পাপ হইতে মুক্ত হন।

সারাসার বিবেচনা, নিপুণতা, আত্মজ্ঞান, অব্যাকুলতা, সহিষ্ণুতা, সত্যকথন, বাহ্যেন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণ সংযম, সুখ, দুঃখ, জন্ম, মরণ, ভয়, অভয়, পরপীড়ন ও রাগদ্বেষাদি নিবৃত্তি, অদৃষ্টাধীন প্রাপ্ত বস্তুতে সন্তোষ, তপস্যা, উপযুক্ত পাত্রে ধন দান, সৎকীর্ত্তি-প্রভৃতি প্রাণিদিগের নানা পদার্থ আমা হইতেই হয়। সনকাদি চতুষ্টয়, ভৃগু প্রভৃতি সপ্ত এবং মনু প্রভৃতি মহর্ষি সকল, এবং ইহাদিগের শিষ্য প্রশিষ্যাদি, প্রভাববিশিষ্ট হিরণ্যগর্ভাদি আমার ইচ্ছায় জন্মিয়াছেন। যে ব্যক্তি এই ভৃগুপ্রভৃতি মহির্ষগণকে আমার বিভূতি বলিয়া জানেন এবং আমাকে ঈশ্বর বলিয়া জানেন; সেব্যক্তি সংশয়শূন্য হইয়া জ্ঞান যুক্ত হন। বিবেকী সকল আমাকে জগতের উৎপত্তির কারণ জানিয়া, প্রীতি পূর্ব্বক আমাকে ভজনা করেন; এবং আমাতে মনোনিধান ও প্রাণ সমর্পণ পূর্ব্বক সর্ব্বদা আমার কথা কীর্ত্তন করেন, এবং ঐ কীর্ত্তনে তুষ্ট হইয়া পরম সুখী হইয়া থাকেন। যাঁহারা উক্ত প্রকারে আমাতে নিরন্তর আসক্ত হইয়া প্রীতি পূর্ব্বক আমাকে ভজনা করেন, আমি তাঁহাদিগকে জ্ঞান প্রদান করিয়া থাকি, "যে জ্ঞানের দ্বারা তাঁহারা আমার ভক্ত হইয়া আমাকে প্রাপ্ত হয়"। এবং তাহাদের বুদ্ধিতে আমি অবস্থান করিয়া অজ্ঞান জনিত সংসাররূপ অন্ধকারকে নষ্ট করিয়া থাকি।

বিভূতি সকল আরো বিস্তারক্রমে জানিবার আকাঙ্ক্ষায় অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণের স্তব করিয়া বলিলেন, "ভৃগু প্রভৃতি মহর্ষিগণ,

দেবর্ষি নারদ, অসিত, দেবল এবং বেদব্যাস প্রভৃতি সকলে তোমাকে পরব্রহ্ম, পরমাশ্রয়, পরমপবিত্র, নিত্যপুরুষ, স্বয়ং প্রকাশক এবং দেবতাদিগের আদি, উৎপত্তিরহিত ও সর্ব্বব্যাপক কহিয়াছেন; এবং তুমিও আমার সাক্ষাতে কহিলে। অতএব তোমার ঐশ্বর্য্যের প্রতি আমার অসম্ভবজ্ঞান নিবৃত্তি হইল। "তুমি পরমেশ্বর, তোমার প্রকাশ কেহ জানে না ইত্যাদি যাহা বলিয়াছ" আমি তৎসমুদায় মানিলাম। হে পুরুষোত্তম, ভূতভাবন, ভূতেশ, দেবদেব, জগৎপতে! তুমি আপনাকে আপনি জান, দেবদানব প্রভৃতি অন্য কেহ তোমাকে জানে না; অতএব তোমার বিভূতি সকল তুমিই বিশেষ করিয়া কহিতে সমর্থ। হে যোগিন্! কি কি বিভূতি ভেদে আমি সর্ব্বদা পরিচিন্তা করিয়া তোমাকে জানিতে পারিব, কোন কোন পদার্থে তুমি আমার চিন্তনীয়, ও যে বিভূতি বিশেষ দ্বারা যেরূপে তোমাকে চিন্তা হয়, এবং সর্ব্বজ্ঞত্ব, সর্ব্বশক্তিমত্ব, প্রভৃতি যোগৈশ্বর্য্য বিভূতি সকল পুনরায় বিস্তার করিয়া বল। তোমার অমৃত সিক্ত বাক্য শ্রবণে আমার কৌতূহল হইতেছে।" অর্জ্জুনের এইরূপ প্রার্থনায় ভগবান্ বলিলেন, হে কুরুশ্রেষ্ঠ! আমার বিভূতির অন্ত নাই। অতি আশ্চর্য্য বিভূতি সকলের মধ্যে কতিপয় প্রধান বিভূতি তোমায় বলিতেছি শ্রবণ কর। আমি প্রাণি সকলের অন্তঃকরণস্থিত পরমাত্মা এবং আমিই প্রাণিগণের উৎপত্তি, স্থিতি, ও নাশের কারণ। আমি দ্বাদশ আদিত্যের মধ্যে বিষ্ণু নামক আদিত্য, আমি প্রকাশকের মধ্যে সূর্য্য, আমি বায়ু সকলের মধ্যে মরীচি, আমি নক্ষত্র দিগের মধ্যে চন্দ্র, আমি বেদ সকলের মধ্যে সামবেদ, আমি দেবতাদিগের মধ্যে ইন্দ্র, আমি ইন্দ্রিয়গণের

মধ্যে মন, আমি প্রাণিদিগের জ্ঞানশক্তি, আমি একাদশ রুদ্র মধ্যে শঙ্কর। আমি যক্ষ দিগের মধ্যে কুবের, আমি বসুদিগের মধ্যে অগ্নি, আমি উচ্চবস্তু সকলের মধ্যে সুমেরু, পুরোহিত সকলের মধ্যে বৃহস্পতি, আমি সেনাপতি সকলের মধ্যে কার্ত্তিকেয়, আমি জল সকলের মধ্যে সমুদ্র, মহর্ষি সকলের মধ্যে ভৃগু, আমি পদ সকলের মধ্যে প্রণব, আমি যজ্ঞ সকলের মধ্যে জপরূপ যজ্ঞ, আমি স্থাবরদিগের মধ্যে হিমালয়, আমি বৃক্ষ সকলের মধ্যে অশ্বথ, আমি দেবর্ষিদিগের মধ্যে নারদ, আমি গন্ধর্ব্বদিগের মধ্যে চিত্ররথ, আমি সিদ্ধদিগেব মধ্যে কপিলমুনি, আমি অশ্বদিগের মধ্যে উচ্চৈঃশ্রবা, আমি হস্তিদিগের মধ্যে ঐরাবত, আমি মনুষ্যদিগের মধ্যে রাজা, আমি অস্ত্র সকলের মধ্যে বজ্র, আমি ধেনুদিগের মধ্যে কামধেনু, আমি উৎপত্তি হেতু কাম, আমি সর্পদিগের মধ্যে বাসুকি, আমি নাগদিগের মধ্যে অনন্ত, আমি জলচরদিগের মধ্যে বরুণ, আমি পিতৃগণের রাজা অর্য্যমা, আমি নিয়মরক্ষাকারিদিগের মধ্যে যম, আমি দৈত্যদিগের মধ্যে প্রহ্লাদ, আমি বশকারিদিগের মধ্যে কাল, আমি বন্যপশুদিগের মধ্যে সিংহ, আমি পক্ষিদিগের মধ্যে গরুড়, আমি বেগবান্ দিগের মধ্যে পবন, আমি অস্ত্রধারিসকলের মধ্যে রামচন্দ্র, আমি মৎস্যদিগের মধ্যে মকর, আমি নদী সকলের মধ্যে গঙ্গা, আমি আকাশাদি পঞ্চভূতের উৎপত্তি স্থিতি প্রলয় কর্ত্তা, আমি বিদ্যা সকলেব মধ্যে অধ্যাত্ম বিদ্যা, আমি বক্তাদিগের বাক্যমধ্যে তত্ত্বজ্ঞান সম্বন্ধীয় কথা, আমি বর্ণ সকলের মধ্যে অকার, আমি সমাস সকলের মধ্যে দ্বন্দ্ব সমাস, আমি পলদণ্ডাদিরূপ কালের মধ্যে অক্ষয়কাল, আমি

ক্রিয়াফলের বিধানকর্ত্তাদিগের মধ্যে বিশ্বতোমুখ নামক বিধাতা, আমি সংহারকদিগের মধ্যে মৃত্যু, আমি স্ত্রীসকলের মধ্যে কীর্ত্তি, শ্রী, বাক্, স্মৃতি, মেধা, ধৃতি, ক্ষমা এবং আমি সামবেদোক্ত শ্রুতি সকলের মধ্যে বৃহৎ সাম, আমি ছন্দবিশিষ্ট মন্ত্রসকলের মধ্যে গায়ত্রী মন্ত্র, আমি মাস সকলের মধ্যে অগ্রহায়ণ মাস, আমি ঋতু সকলের মধ্যে বসন্তঋতু, আমি ছলকারি দিগের মধ্যে দ্যূত ক্রিয়া, আমি প্রভাবিশিষ্টদিগের প্রভা, আমি জয়শীল-দিগের জয়, আমি উদ্যমবান্‌দিগের মধ্যে উদ্যম, আমি সাত্ত্বিক-দিগের মধ্যে সত্ত্বগুণ, আমি বৃষ্ণি বংশীয়দিগের মধ্যে বাসুদেব, আমি পাণ্ডবদিগের মধ্যে অর্জ্জুন, আমি মুনিদিগের মধ্যে ব্যাস, আমি শাস্ত্রদর্শিদিগের মধ্যে শুক্রাচার্য্য, এবং দণ্ড, নীতি, মৌন, জ্ঞান প্রভৃতি আমার বিভূতি, আমি সকল প্রাণির উৎপত্তি কারণ, আমা ব্যতিরেকে স্থাবর জঙ্গম কোন বস্তু নাই; অতএব আমার বিভূতির অন্ত নাই, সংক্ষেপে কিঞ্চিৎ কহিলাম মাত্র। কিন্তু তুমি ইহা নিশ্চয় জানিবে যে, যে সকল বস্তু প্রভাবিশিষ্ট সে সকলই আমার অংশ জাত, অতএব, পৃথক্ পৃথক্ বিভূতি চিন্তায় তোমার কোন প্রয়োজন নাই। তুমি কেবল এইরূপ চিন্তাকর যে আমি একাংশদ্বারা সমস্ত জগৎ ব্যাপ্ত হইয়া আছি।

একাদশ অধ্যায়।

দশম অধ্যায়ের শেষে ভগবান্ বলিয়াছেন যে "আমি একাংশ দ্বারা সমস্ত জগৎ ব্যাপ্ত হইয়া আছি" অর্জ্জুন তাহা দর্শন করিবার মানসে কহিলেন হে কমলাক্ষ! তুমি আমার শোক নিবৃত্তি জন্য

যে সকল অতি গুপ্ত বিষয় বলিয়াছ, তদ্দারা ইহারা হন্তা ইহারা হন্যমান রূপ যে ভ্রম তাহা আমার নষ্ট হইয়াছে। প্রাণিদিগের উৎপত্তি, সংহার এবং তোমার অক্ষয়মাহাত্ম্য তোমার নিকট বিস্তারিত শুনিয়াছি। আর "দশম অধ্যায়ের শেষশ্লোকে তুমি যে একাংশদ্বারা জগৎকে ব্যাপ্ত করিয়া আছ" বলিলে, তাহাতে আমার অবিশ্বাস হয় নাই। তথাপি হে পুরুষোত্তম! জ্ঞান-ঐশ্বর্য্যশক্তি-বীর্য্যাদিতে তোমার যেরূপ সর্ব্বতোভাবে পরিপূর্ণ, তাহা দর্শন করিতে ইচ্ছা করি। হে প্রভো! যদি আমি তোমার সেইরূপ দর্শন করিতে পারক হই, এমত তুমি জ্ঞান কর, তাহা হইলে আমাকে সেই আত্মস্বরূপ নিত্য পদার্থ দর্শন করাও।

অর্জ্জুনের এবম্প্রকার প্রার্থনায়; ভগবান বলিলেন, হে অর্জ্জুন! তুমি আমার শতসহস্র প্রকার নানাআকৃতিযুক্ত অলৌকিক রূপ দেখ। আমার শরীরে আদিত্যগণ, বসুগণ, রুদ্রগণ, অশ্বিনী কুমারদ্বয় এবং মরুদ্গণকে দর্শন কর। আর তুমি যাহা কখনও দেখ নাই, এবং অন্যান্য লোকেরাও যাহা কখনও দেখে নাই, এমত অনেক আশ্চর্য্যবিষয় আমার শরীরে অবলোকন কর। কোটি কোটি বৎসর পরিভ্রমণ করিয়া যে সকল স্থাবর জঙ্গম কেহ দেখিতে পায় নাই, সেই সকল স্থাবর জঙ্গম সহিত সম্পূর্ণ জগৎ আমার শরীরে অবয়ব স্বরূপ একত্র আছে দেখ, এবং জগতের বিশেষ বিশেষ অবস্থা, হ্রাস-বৃদ্ধি, জয়-পরাজয় প্রভৃতি যাহা অন্যত্র দেখিতে ইচ্ছা করিয়া থাক, তাহাও দেখ। কিন্তু তুমি এই চর্ম্মচক্ষু দ্বারা আমার সেরূপ দেখিতে পাইবে না বলিয়া তোমায় দিব্যচক্ষু প্রদান করিতেছি, যদ্দারা তুমি দর্শন করিতে সমর্থ হইবে।

সঞ্জয় কহিলেন, হে মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র! মহাযোগেশ্বর শ্রীভগবান্ ইহা কহিয়া অর্জ্জুনকে স্বীয় পরমাশ্চর্য্য অসাধারণ রূপ দর্শন করাইলেন। অর্জ্জুন শ্রীভগবতের শরীরে অসংখ্য মুখ, চক্ষু অত্যাশ্চর্য্য বিবিধ বিচিত্রাভরণ ও প্রহারোন্মুখ অলৌকিক নানাবিধ অস্ত্র, দিব্য মাল্য, দিব্যবস্ত্রধারী, দিব্যগন্ধদ্রব্যানুলেপ, সর্ব্বমুখ যুক্ত প্রকাশ স্বরূপ এবং ইয়ত্তারহিত অতি আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য বিবিধ হস্তপদাদি অবয়বরূপে সমুদায় জগৎ বিভাগক্রমে দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হওত শ্রীভগবৎকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, ভগবন্! তোমার শরীরে আদিত্যাদি দেবতাগণ, মনুষ্য, পশু, পক্ষী, কীট পতঙ্গাদি প্রাণিসকল, বশিষ্ঠাদি ঋষিবর্গ, তক্ষকাদি সর্পসকল, কমলাসনস্থ ব্রহ্মাকে দেখিলাম। হে বিশ্বেশ্বর! তোমার অপরিমিত রূপ. অনেক বাহু, অনেক উদর, অনেক মুখ, অনেক চক্ষু দেখিলাম। কিন্তু তোমার উৎপত্তি স্থিতি নাশ দেখিতে পাইলাম না। তোমাকে চারিদিকে কিরীট গদা চক্রযুক্ত, এবং সর্ব্বাবয়বে পরম দীপ্তিমান্ তেজঃপুঞ্জ, ও অতি প্রদীপ্ত অগ্নি ও সূর্য্যের ন্যায় প্রভান্বিত দুর্নিরীক্ষ্য দেখিতেছি। অতএব তুমিই মুমুক্ষুদিগের জ্ঞানগম্য পরব্রহ্ম, তুমিই এই বিশ্বের পরমাশ্রয়, তুমিই অক্ষয় ও সনাতন ধর্ম্মের প্রতিপালক এবং নিত্য। তুমিই উৎপত্তিস্থিতিসংহাররহিত ও অপরিমিত প্রভাবান্বিত। চন্দ্র সূর্য্য তোমার চক্ষু, জাজ্জ্বল্যমান্ অগ্নি তোমার মুখ। তুমি স্বীয় তেজোদ্বারা এই সংসারকে উষ্ণ করিতেছ। তোমার শরীরে পৃথিবী স্বর্গ আকাশ ব্যাপ্ত হইয়া আছে। হে মহাত্মা! তোমার এই অত্যাশ্চর্য্য উগ্রমূর্ত্তি দেখিয়া ত্রিলোক ভীত হইতেছে। এই যে সকল দেবগণ

তোমার স্মরণাপন্ন হইতেছেন, ইঁহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ,ভীত হইয়া, কৃতাঞ্জলি পূর্ব্বক "জয় জয় রক্ষ রক্ষ" ইত্যাদি, প্রার্থনা জানাইতেছেন। সিদ্ধগণ মঙ্গলধ্বনি পূর্ব্বক মনোহর নানা স্তুতি বাক্যে স্তব করিতেছেন। রুদ্রগণ, আদিত্যগণ, বসুগণ, সাধ্যগণ, বিশ্বদেবগণ, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, মরুদ্গণ, পিতৃগণ, গন্ধর্ব্বগণ, যক্ষগণ, অসুরগণ, সিদ্ধগণ প্রভৃতি সকলে বিস্মিত হইয়া তোমাকে নিরীক্ষণ করিতেছেন। তোমার অনেক মুখ, চক্ষু, উরু, চরণ, উদর, ও উৎকট দন্ত যুক্ত অতি বৃহৎ শরীর দেখিয়া লোক সকল অত্যন্ত ভীত হইতেছে এবং আমিও ভয় পাইতেছি। তোমার আকাশমণ্ডলব্যাপ্ত অতিশয় তেজোময় বিবিধবর্ণবিশিষ্ট জাজ্জ্বল্যমান্ ও অতি বিস্তৃত চক্ষু, এবং অনাবৃত অসংখ্য মুখ দেখিয়া, আমার মন অস্থির হইয়াছে, ধৈর্য্যাবলম্বন করিতে পারিতেছি না। হে বিষ্ণো! তোমার মুখ দর্শন করিয়া ভয়াবেশে দিক্ সকল জানিতে পারিতেছি না, এবং সুখ পাইতেছি না। হে জগদাধার! তুমি প্রসন্ন হও। এই যে দুর্যোধনাদি ধৃতরাষ্ট্রসন্তানগণ ও ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, জয়দ্রথ প্রভৃতি রাজাগণ, এবং আমাদের প্রধান প্রধান যোদ্ধা শিখণ্ডী ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রভৃতি ধাবমান হইয়া তোমার বিকট দন্তযুক্ত ভয়ঙ্কর মুখ সকলে প্রবেশ করিতেছে, ইহাদের মধ্যে কারো কারো মস্তক চূর্ণ হইয়া তোমার দন্তের সন্ধিস্থলে সংলগ্ন দৃষ্ট হইতেছে। যেমন নানা নদ নদীর জলস্রোত স্বভাবত সমুদ্রাভিমুখে যাইয়া সমুদ্রে প্রবেশ করে, সেইরূপ এই বীর সকল তোমার করাল বদনে প্রবেশ করিতেছে। অথবা যেমন পতঙ্গ সকল জ্ঞান-পূর্ব্বক বেগে ধাবমান্ হইয়া মরণার্থ জ্বলন্ত অগ্নি মধ্যে প্রবেশ

করে, সেই রূপ এই লোক সকল তোমার বিকট মুখে প্রবেশ করিতেছে। তুমি ও তোমার ভয়ঙ্কর মুখ সকলের দ্বারা এই বীরগণকে গ্রাস করিতেছ। আর তোমার দীপ্তিরাশি জগৎ উত্তপ্ত করিতেছি।

হে দেবশ্রেষ্ঠ! আমি তোমাকে প্রণাম করিতেছি, তুমি প্রসন্ন হও। তোমার স্বরূপ যখন এবম্ভুত ভয়ঙ্কর; তবে তুমি কে, তাহা আমাকে বল। তুমি যদি আদি পুরুষ, তবে কি নিমিত্ত এরূপ করিতেছ, তাহা আমি বুঝিতে পারিতেছি না, অতএব তোমাকে বিশেষ রূপে জানিতে ইচ্ছা করি।

অর্জ্জুনের এবম্প্রকার প্রার্থনায় শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, আমি লোক সকলের ক্ষয় কর্ত্তা উৎকট কাল। ইহলোকে সর্ব্ব প্রাণীর সংহারার্থে প্রবৃত্ত হইয়াছি। তুমি ব্যতিরেকে, ভীষ্ম দ্রোণাদি যোদ্ধাগণ কেহ জীবিত থাকিবে না। অতএব তুমি যুদ্ধার্থে গাত্রোত্থান করিয়া, অজেয় ভীষ্ম দ্রোণাদিকে পরাজয় পূর্ব্বক যশোলাভ কর। এবং অনায়াসে শত্রু পরাজয় পূর্ব্বক সুসম্পন্ন রাজ্য ভোগকর। যদিও আমি তোমার শত্রু সকলকে নষ্ট করিয়া রাখিয়াছি; তথাপি তুমি নিমিত্ত মাত্র হও। যে সমস্ত ব্যক্তি হইতে আশঙ্কাযুক্ত হইয়া তুমি জয়সন্দেহ করিতেছ, সেই ভীষ্ম, দ্রোণ, জয়দ্রথ, কর্ণ এবং অন্যান্য যোদ্ধাগণ মৎকর্ত্তৃক হত হইয়া অবস্থিত করিতেছে। তুমি নির্ভয়ে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও, কেহ তোমাকে পরাভব করিতে পারিবে না।

সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রকে কহিলেন, অর্জ্জুন, শ্রীকৃষ্ণের এই সকল বাক্য শ্রবণ করিয়া অতি ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে অতি নম্রভাবে শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করত কৃতাঞ্জলিপুটে গদ্‌গদস্বরে কহিলেন, "হে

হৃষীকেশ! তোমার মাহাত্ম্য সংকীর্ত্তনে যে কেবল আমিই হৃষ্ট হই এমত নহে, সমুদয় জগৎ প্রহর্ষ ও অনুরক্ত হয়। রাক্ষসগণ যে তোমাকে দেখিয়া ভীত হওত নানা দিগে পলায়ন করে, এবং সিদ্ধগণ যে তোমাকে প্রণাম করেন, তাহা অতি যুক্তি সিদ্ধ; যেহেতু তুমি অনন্ত ও দেবগণের ঈশ্বর, এবং ব্রহ্মার গুরু ও জনক হও; তুমি ব্যক্ত অব্যক্ত উভয়ের মূলকারণ পরব্রহ্ম। তুমি অনাদি, সুতরাং দেবতাদিগের আদি পুরুষ। অতএব তুমিই এই সংসারের লয়স্থান, সমুদায় বিশ্বের জ্ঞাতা, জ্ঞেয় বস্তু, এবং তুমিই পরম ধাম। হে অনন্তরূপ! তুমিই বিশ্বব্যাপক, তুমিই বায়ু, যম, অগ্নি, বরুণ, চন্দ্র ও প্রজাপতি, আর তুমি প্রজাপতির পিতা, সুতরাং তুমিই পিতামহ। অতএব তোমাকে আমি সহস্র সহস্র বার প্রণাম করি। তোমার সম্মুখে ও পৃষ্ঠভাগে এবং সকল দিকেতেই প্রণাম করি। তুমি অপরিমিত সামর্থ্য এবং অপরিমিত পরাক্রম বিশিষ্ট সর্ব্বব্যাপক ও সর্ব্বস্বরূপ। আমি তোমার মহিমা না জানিয়া সামান্য সখা জ্ঞানে প্রণয় বা অনবধানতা প্রযুক্ত হে কৃষ্ণ, হে যাদব, হে সখে ইত্যাদি যাহা বলিয়াছি, এবং বিহার, শয়ন, ক্রীড়া ও ভোজনাদি সময়ে অথবা নির্জ্জনাবস্থান সময়ে অথবা সখাগণ সমক্ষে তোমাকে যে অবহেলা করিয়াছি; হে অচিন্ত্যনীয় প্রভাবান্বিত! সেই সকল অপরাধ ক্ষমা প্রার্থনা করি। হে অনুপম প্রভ! তুমি এই চরাচর জগতের পিতা, সকলের পূজ্য এবং গুরুর গুরু পরম গুরু, ত্রিলোকে তোমা হইতে অধিক আর কেহ নাই। তুমি জগতের স্তুতি বিষয়, তোমাকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া প্রসন্নতা প্রার্থনা করি। হে জগদীশ! পিতা যেমন পুত্রের, সখা যেমন সখার, এবং

প্রিয় যেমন প্রিয়ার অপরাধ ক্ষমা করেন, তদ্রূপ আমার অপরাধ ক্ষমা কর। হে দেব দেব, হে জগদাধার! তোমার এই বিশ্বরূপ দেখিয়া হৃষ্ট হইলাম। কিন্তু ভয়ে আমার মন চঞ্চল হইয়াছে। অতএব তন্নিবারণার্থে প্রসন্ন হইয়া সেই পূর্ব্বরূপ দর্শন করাও। হে অপরিমিতঅবয়ববিশিষ্টবিশ্বমূর্ত্তে! আমি পূর্ব্বে যেমন তোমাকে কিরীটযুক্ত, গদাধারী, ও চক্রহস্ত দেখিয়াছি, এক্ষণে সেইরূপ দেখিতে ইচ্ছা করি। তুমি সেই চতুর্ভুজ রূপে আবির্ভূত হও।”

শ্রীভগবান্ কহিলেন, “অর্জ্জুন! তুমি কি নিমিত্ত ভয় করিতেছ। আমি প্রসন্ন হইয়া তোমাকে আপন যোগমায়া বলে তেজোময় বিশ্বাধার এবং আদ্যন্তরহিত পরমরূপ দেখাইলাম। যাহা পূর্ব্বে কখন ও কোন ভক্ত কর্ত্তৃক দৃষ্ট হয় নাই। হে অর্জ্জুন! তুমি ভিন্ন কোন ব্যক্তি বেদাধ্যায়ন বা যজ্ঞবিদ্যাধ্যয়ন এবং অগ্নিহোত্রাদি ক্রিয়াসমূহ সকলের দ্বারা ও চান্দ্রায়ণাদি উগ্রতপস্যা দ্বারা আমার এবম্ভূত স্বরূপ দেখিতে পায় নাই। তুমি মদনুগ্রহে কৃতার্থ হইলে। যদি এই ঘোররূপ দর্শন করিয়া তোমার আতঙ্ক হইয়া থাকে, তাহা এখন দূর হউক। তুমি ভয় শূন্য হইয়া প্রসন্নমনে আমার পূর্ব্বরূপ দর্শন কর।”

সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রকে কহিলেন, বাসুদেব এই সকল কথা বলিয়া অর্জ্জুনকে স্বীয় পূর্ব্বরূপ দর্শন করাইলেন। এবং ভয়প্রাপ্ত অর্জ্জুনকে সুস্থ করিলেন।

অর্জ্জুন কহিলেন, “হে জনার্দ্দন! তোমার এই শান্ত মনুষ্যরূপ দর্শন করিয়া সুস্থ হইলাম। শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, “অর্জ্জুন!

আমার যে বিশ্বরূপ তুমি দর্শন করিলে, এই দর্শন অতি দুর্লভ। দেবতারা এইরূপ দর্শনার্থ সর্ব্বদা আকাঙ্ক্ষা করেন। তুমি আমার যেরূপ দেখিলে, তাহা বেদাধ্যয়ন, তপস্যা, দান, কিম্বা যজ্ঞ দ্বারাও কেহ দেখিতে পায় না। হে অর্জ্জুন! কেবল পরমেশ্বরনিষ্ঠ-ভক্তিদ্বারা আমার এই বিশ্বরূপকে প্রত্যক্ষ করিতে ও জানিতে এবং ইহাতে লীন হইতে পারে। এক্ষণে সর্ব্বশাস্ত্রের সার পরমরহস্য শ্রবণ কর। হে পাণ্ডব! যে ব্যক্তি কেবল আমার উদ্দেশেই কর্ম্ম করেন, আমাকে পরম প্রয়োজন বলিয়া জানেন, এবং আমাকেই আশ্রয় করেন এবং যে ব্যক্তি পুত্রাদিতে আসক্তি শূন্য ও সকল প্রাণীর প্রতি শত্রুতা শূন্য হইতে পারেন, তিনিই আমাকে প্রাপ্ত হন।

দ্বাদশ অধ্যায়।

অর্জ্জুন কহিলেন, " হে কৃষ্ণ! যাঁহারা পরমনিষ্ঠাযুক্ত হইয়া তোমাতে সর্ব্বকর্ম্মসমর্পণ পূর্ব্বক তোমাকে বিশ্বরূপ, সর্ব্বজ্ঞ, এবং সর্ব্বশক্তিমান্ জানিয়া ধ্যান করেন, আর যাঁহারা তোমাকে অনির্ব্বচনীয় ব্রহ্ম জ্ঞান করত উপাসনা করিয়া থাকেন, এতদুভয়ের মধ্যে কোন্ ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ যোগবেত্তা? "

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, " যাঁহারা আমাকে সর্ব্বজ্ঞত্বাদি গুণবিশিষ্ট জানিয়া আমাতে একান্তচিত্ত হয়, এবং মৎপ্রীত্যর্থ কর্ম্মানুষ্ঠানাদি দ্বারা শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া আমার আরাধনা করেন; তাঁহারাই আমার মতে পরমযোগী। যাঁহার ইন্দ্রিয় সকল বশীভূত এবং যিনি সকল প্রাণীর হিতকারক ও সর্ব্বত্র সমদর্শী, তিনি পরব্রহ্মকে

সর্ব্বব্যাপক, অচিন্ত্য, অনির্দ্দেশ্য, অব্যক্ত, অচল ও নিত্য, জ্ঞান করিয়া উপাসনা করিলে, আমাকে প্রাপ্ত হন। অব্যক্ত নির্ব্বিশেষ পরব্রহ্মে যাহাদের চিত্ত আসক্ত হইয়াছে, তাহাদের অধিকতর ক্লেশ হয়, যে হেতু অব্যক্ত ব্রহ্মবিষয়ক যে নিষ্ঠা, তাহা দেহাভিমানী মনুষ্য কর্তৃক অন্যান্য দুঃখ প্রাপ্তির ন্যায় দুঃখ দ্বারা প্রাপ্ত হয়। যাঁহারা তৎপর হইয়া আমাতে সর্ব্ব কর্ম্ম সমর্পণ পূর্ব্বক আমাকে ধ্যান করিয়া, ঐকান্তিক ভক্তি যোগ দ্বারা উপাসনা করেন; তাঁহাদিগকে আমি মৃত্যুভয়যুক্তসংসার-সাগর হইতে অল্পকাল মধ্যে উদ্ধার করি। অতএব হে অর্জ্জুন! তুমি সংকল্পবিকল্পাত্মক মনকে এবং নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধিকে আমাতে নিবিষ্ট কর। এরূপ করিলে, আমার অনুগ্রহে জ্ঞানবান্ হইয়া দেহান্তে আমাকে প্রাপ্ত হইবে। যদি তুমি আমাতে চিত্ত স্থির রাখিতে না পার, তবে পুনঃ পুনঃ আমার অনুস্মরণরূপ যোগাভ্যাস দ্বারা আমাকে পাইবার যত্ন কর। যদি এরূপ যোগাভ্যাসেও অসমর্থ হও, তবে একাদশীর উপবাস, ব্রত ও পূজা এবং নামসংকীর্ত্তন প্রভৃতি যত্ন পূর্ব্বক আমার প্রীত্যর্থে অনুষ্ঠান কর, তাহা হইলে মুক্তি প্রাপ্ত হইবে। যদি এই সকল কর্ম্ম করিতে অশক্ত হও, তাহা হইলে আমার শরণাপন্ন হইয়া চিত্ত সংযম পূর্ব্বক ঐহিক বা পারলৌকিক সকল কর্ম্মের ফল ত্যাগ কর। সম্যকজ্ঞানরহিত অভ্যাস হইতে উপদেশ পূর্ব্বক যুক্তি সহিত জ্ঞান শ্রেষ্ঠ, ঐ জ্ঞানাপেক্ষা ধ্যান শ্রেষ্ঠ, ধ্যানাপেক্ষা কর্ম্মফলাকাঙ্ক্ষাত্যাগ শ্রেষ্ঠ; ফলাকাঙ্ক্ষা নিবৃত্তি হইলে আমার অনুগ্রহে সংসার শান্তি হয়। যে ব্যক্তি কোন প্রাণীর প্রতি দ্বেষ না করেন, এবং উত্তমের প্রতি মাৎসর্য্য শূন্য ও সমানের প্রতি

মিত্রতা করেন, হীনের প্রতি দয়াবান্ হন, অন্যের সুখে সুখী, অন্যের দুঃখে দুঃখী ও ক্ষমাযুক্ত হন, এবং যে ব্যক্তি লাভালাভে প্রসন্নচিত্ত, সর্ব্বদা অপ্রমত্ত, সংযতস্বভাব, আমার বিষয়ে নিঃসন্দিগ্ধ মন হইয়া আমাতে মন ও বুদ্ধিকে সমর্পণ করেন, তিনিই আমার প্রিয় হন। যে ব্যক্তি হইতে ভয়যুক্ত ব্যক্তিরা ক্ষোভ না পায়, যিনি লোক হইতে ভয়াশঙ্কায় উদ্বেগপ্রাপ্ত নহেন, যিনি অভীষ্টলাভে আহ্লাদিত নহেন, পরের ইষ্টলাভে অসহিষ্ণুতা নহেন, এবং যিনি ত্রাস ও মনের গ্লানিশূন্য, সেই ব্যক্তি আমার প্রিয়। যে ব্যক্তি প্রিয়বস্তু পাইলে আহ্লাদিত না হয়, এবং অপ্রিয়েতে দ্বেষ, অভীষ্ট বস্তু নাশে শোক, এবং অপ্রাপ্ত বস্তুর আকাঙ্ক্ষা না করেন, এবং যিনি পাপপুণ্যত্যাগ পূর্ব্বক ভক্তিমান্ হন, সে ব্যক্তি আমার প্রিয়। যে ব্যক্তি শত্রু মিত্রে সমব্যবহার করেন, মানাপমানকে সমজ্ঞান করেন, শীত উষ্ণ সুখ দুঃখ প্রভৃতিকে সমান সহ্য করেন, কোন বিষয়ে আসক্ত না হন, এবং যাহার স্তুতি এবং নিন্দায় সমজ্ঞান, যিনি অদৃষ্টাধীন লব্ধ বস্তুতে সন্তুষ্ট, যিনি একস্থানে নিয়ত বাস না করেন, যিনি বাক্য সংযম করেন এবং যাঁহার বুদ্ধি স্থির হইয়া ভক্তিমান্ হয় সে ব্যক্তি আমার প্রিয়। উক্ত ধর্ম্ম সকল যিনি শ্রদ্ধাপূর্ব্বক অনুষ্ঠান করেন এবং আমাকে পরমজ্ঞান করিয়া আমার ভক্ত হন, সে ভক্ত আমার অত্যন্ত প্রিয়।—৭।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, "হে কুন্তিনন্দন! এই শরীর ভোগ স্থান। ইহাতে সংসার রূপ সশ্যের অঙ্কুর হয়, এনিমিত্ত এই শরীরকে ক্ষেত্র বলে। যিনি এই শরীরকে আমার বলিয়া মানেন, তিনি সংসারী। এজন্য শরীর ও জীবের প্রভেদবেত্তারা জীবকে ক্ষেত্রজ্ঞ কহেন। এই সংসারী জীব আমি অর্থাৎ পরমেশ্বর। ঐ ক্ষেত্রের এবং ক্ষেত্রজ্ঞের যে পৃথক্ জ্ঞান, তাহা আমার মতে মুক্তির কারণ। এই শরীররূপ ক্ষেত্র যে স্বভাব বিশিষ্ট, যে যে ধর্ম্মবিশিষ্ট, যে যে বিকারযুক্ত, যাহা হইতে ইহা জন্মে এবং তাহা যে ভেদবিশিষ্ট; এবং ক্ষেত্রজ্ঞ জীব যে স্বভাববিশিষ্ট, এবং যেরূপ প্রভাবান্বিত, তাহা সংক্ষেপে কহিতেছি শ্রবণ কর। বশিষ্ঠাদি ঋষি সকল যোগধ্যানধারণাদির বিষয় রূপে, এবং বেদ সকল নিত্যনৈমিত্তিক কাম্য কর্ম্মাদির বিষয় রূপে, ব্রহ্ম-সূত্র, ব্রহ্মপদস্বরূপলক্ষণাযুক্ত উপনিষদ্‌বাক্য এবং যুক্তিযুক্ত বাক্য সকল তোমাকে সংক্ষেপে কহিতেছি। পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু, আকাশ এই পঞ্চমহাভূত; অহঙ্কার, বুদ্ধি ও মূল প্রকৃতি; এবং চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্ পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়; বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু, উপস্থ পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয়, মন; ও ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ এই পঞ্চ; ও মনের ধর্ম্ম ইচ্ছা, দ্বেষ, সুখ, দুঃখ, চেতনা, ধৈর্য্য এই ছয়; এবং শরীব সবিকাব ক্ষেত্র। আত্মশ্লাঘা, কাপট্য, এবং পরপীড়নত্যাগ, সহিষ্ণুতা, সরলতা, সদ্‌গুরুসেবা, কায়িক এবং মানসিক শুচিতা, সৎপথে প্রবৃত্তি, শরীরসংযম, ইন্দ্রিয়তুষ্টিজনক বস্তুতে অনাদর, অহঙ্কাব

ত্যাগ, জন্ম মৃত্যু জরা ব্যধিতে যে দুঃখ এবং দোষ তাহার বার বার আলোচনা, স্ত্রী, পুত্র, গৃহাদিতে স্নেহশূন্য, এবং স্ত্রী পুত্রাদির সুখ দুঃখে, সুখ দুঃখ পরিত্যাগ; অভীষ্ট বা অনিষ্ট প্রাপ্তিতে সমভাব, পরমেশ্বরে নিশ্চলা ভক্তি, অন্তঃকরণপ্রসন্নতাজনক স্থানে বাস, গ্রাম্যজনগণের সভাতে অসন্তোষ, আত্মজ্ঞানে নিষ্ঠা, তত্ত্বজ্ঞানের আলোচনা, বশিষ্ঠ প্রভৃতি ঋষি সকল আত্মগুণ শ্লাঘাদি পরিত্যাগ প্রভৃতি যাহা করিয়াছেন, সে সকলকে পরিত্যাগ এবং যাঁহাকে জানিলে মোক্ষ প্রাপ্তি হয়, তিনি উৎপত্তিরহিত, তিনি বিধিনিষেধের বিষয় নহেন, তিনি অচিন্তানীয় শক্তি দ্বারা সর্ব্বত্র হস্তপদাদি বিশিষ্ট ; সর্ব্বত্র চক্ষু, মস্তক, মুখযুক্ত, ও কর্ণময় হইয়া সকল প্রাণিরূপে বিরাজ করিতেছেন ; তিনি রূপরসাদিতে প্রকাশমান্, তিনি আসক্তিশূন্য হইয়া সকলকে ধারণ করিয়াছেন ; তিনি নিজে নির্গুণ হইয়াও সত্ত্বাদি গুণ সকলের পালন করেন ; তিনি স্থাবরজঙ্গম তাবৎ প্রাণীর অন্তর বাহিরে অবস্থিত ; তিনি সকলের কারণ. পোষক, নাশক এবং সৃষ্টিকালে পৃথক্ পৃথক্ রূপে উৎপত্তিশীল ; তিনি সূর্য্য, চন্দ্র, অগ্নি প্রভৃতি জ্যোতিঃ পদার্থ সকলের প্রকাশক ; তিনি বুদ্ধিবৃত্তিতে প্রকাশমান্ ; তিনি রূপ রসপ্রভৃতি রূপে জ্ঞানগোচর ও জ্ঞানগম্য এবং সকল প্রাণীর হৃদয়ে সর্ব্বনিয়ন্তা স্বরূপে অবস্থিত। বশিষ্ঠাদি ঋষি সকল জ্ঞান সাধন ও জ্ঞেয় বিষয়ক যাহা কহিয়াছেন, তাহা এই তোমাকে সংক্ষেপে কহিলাম। আমার ভক্তগণ ইহা জ্ঞাত হইয়া ব্রহ্মত্ব প্রাপ্তির যোগ্য হয়েন।

প্রকৃতি ও পুরুষ উভয় অনাদি। প্রকৃতি হইতে সুখ, দুঃখ, মোহ প্রভৃতি. বিকার জন্মে। প্রকৃতি শরীররূপে ইন্দ্রিয়গণের

সুখ দুঃখের হেতু। এবং জীব সুখ দুঃখাদি ভোগের কারণ, কপিলদেব প্রভৃতি কর্তৃক উক্ত হইয়াছে। প্রকৃতির কার্য্য যে শরীর তাহাকে জীব আত্মরূপ মানিয়া থাকেন বলিয়া জীব প্রকৃতিজাত সুখদুঃখাদির অনুভব করেন; এবং দেবাদির ও পশ্বাদির শরীরে যে জীবের প্রকাশ, তাহাতে শুভাশুভ কর্ম্ম-কারক ইন্দ্রিয়গণের সহিত ইন্দ্রিয়সংসর্গই উৎপত্তির কারণ। প্রকৃতির কার্য্য শরীরে জীব বর্ত্তমান হইয়াও শরীরের দোষ গুণাদিতে আবদ্ধ হন না; যে হেতু তিনি দেহের নিকটস্থ সাক্ষী-স্বরূপ এবং আহ্লাদায়ক। ঈশ্বররূপে শরীরের পালক, অন্ত-র্যামী এবং ব্রহ্মাদির অধিপতি। যে ব্যক্তি জীবকে এইরূপ এবং প্রকৃতিকে সুখ দুঃখাদির কারণ রূপ জানেন, তিনি শাস্ত্রীয়-পথ উল্লঙ্ঘন করিলেও ক্রমে মুক্ত হইতে পারেন। কোন কোন ব্যক্তি ধ্যানে মন দ্বারা দেহ মধ্যে আত্মাকে দর্শন করেন, কোন ব্যক্তি প্রকৃতি পুরুষের প্রভেদালোচনা দ্বারা আত্মার সাক্ষাৎকার করেন, কোন ব্যক্তি যমনিয়মাসনপ্রাণায়াম প্রত্যা-হার ধারণা ধ্যান সমাধি স্বরূপ অষ্টাঙ্গ যোগ দ্বারা, এবং কোন ব্যক্তি ভগবৎ পরিচর্য্যাদি কর্ম্মযোগ দ্বারা আত্মাকে দর্শন করেন। যাহারা পূর্ব্বোক্ত লক্ষণযুক্ত আত্মাকে জ্ঞানযোগ প্রভৃতি দ্বারা সাক্ষাৎ করিতে না পারে, তাহারা কেবল শ্রদ্ধা পূর্ব্বক আচার্য্যের উপদেশ শ্রবণ করিয়া ধ্যান করিলেও ক্রমে সংসার হইতে উত্তীর্ণ হয়।

হে অর্জ্জুন! স্থাবর বা জঙ্গম যে কিছু কেবল প্রকৃতি পুরুষ সংযোগ হইতে জন্মে। পরমাত্মা স্থাবর জঙ্গমাত্মক সকল প্রাণীতে সমভাবে আছেন। কিন্তু প্রাণিসকল নষ্ট হইলে

তিনি নষ্ট হন না। যে ব্যক্তি এরূপ জানেন তিনি উত্তম জ্ঞানী। যে ব্যক্তি আত্মাকে অনশ্বর ও সর্ব্বত্র সমান ভাবে বিরাজমান্ দেখেন, তিনি আত্মা দ্বারা আত্মার নাশ করেন না অর্থাৎ সচ্চিদানন্দময় আত্মার স্বরূপকে অবিদ্যা দ্বারা আবরণ করিয়া নাশ করেন না, এজন্য তিনি মুক্তি প্রাপ্ত হন। দেহ ইন্দ্রিয়াদি রূপে পরিণতা যে প্রকৃতি, তিনি পুরুষের অধিষ্ঠানপ্রযুক্ত সকল কর্ম্ম করেন। দেহে আত্মাভিমান না হইলে আত্মস্বরূপতা কোন কর্ম্ম করেন না। ইহা যিনি জানেন, তিনি পরমজ্ঞানী। স্থাবর জঙ্গমাত্মক দেহ সকল প্রলয় সময়ে পরমেশ্বর শক্তি স্বরূপ প্রকৃতিতে লীন হয় এবং সৃষ্টি সময়ে সেই প্রকৃতি হইতে বিস্তৃত হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি এই আলোচনা করেন অর্থাৎ দেহভেদ-জন্য আত্মার ভেদ নাই মনে করেন, তিনি ব্রহ্ম প্রাপ্ত হন। পর-মাত্মা উৎপত্তিরহিত এবং নির্গুণ, এজন্য তিনি উৎপত্তিনাশাদি বিকারবিহীন। তিনি শরীরে থাকিয়াও কিছু করেন না এবং কর্ম্ম ফলেতেও লিপ্ত হন না। যেমন আকাশ সকল বস্তুতে স্থিত হইয়াও সূক্ষ্মতাপ্রযুক্ত কোন বস্তুতেই লিপ্ত হয় না, তেমত পরমাত্মা সর্ব্বদেহে স্থিত হইয়াও দেহের দোষ গুণে লিপ্ত হন না। যেমন সূর্য্য সকললোককে প্রকাশ করেন অথচ কিছুতেই লিপ্ত নহেন, তেমনি অশেষ দেহের প্রকাশক মাত্র, দোষ গুণে লিপ্ত নন। যাঁহারা জ্ঞানরূপ চক্ষু দ্বারা দেহের এবং আত্মার এই প্রভেদ দেখিতে পান এবং ভূত সকলের প্রকৃতি হইতে মুক্তির উপায় ধ্যানাদি জানেন, তাঁহারাই মুক্তি প্রাপ্ত হন।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

শ্রীভগবান্ কহিলেন, "পরমাত্মনিষ্ঠাজ্ঞান ও তপস্যাদি-বিষয়ক জ্ঞানের মধ্যে যাহা উত্তম এবং যদ্দ্বারা মুনিগণ দেহবন্ধন হইতে মুক্তি পাইয়াছেন, সেই জ্ঞানোপদেশ তোমাকে পুনর্ব্বার কহিতেছি। সাধক এই জ্ঞানানুষ্ঠান করিলে আমার স্বরূপত্ব প্রাপ্ত হয়, সৃষ্টি সময়ে ব্রহ্মাদির উৎপত্তি হইলেও তাহার জন্ম হয় না এবং মহাপ্রলয় সময়েও প্রলয়দুঃখ প্রাপ্ত হয় না, অর্থাৎ তাহার পুনর্জ্জন্ম হয় না। দেশত ও কালত অপরিচ্ছিন্ন যে ব্রহ্মপ্রকৃতি তিনিই আমার গর্ভাধান স্থান। প্রলয় কালে আমি তাঁহাতে চিদাভাসরূপ বীজ নিঃক্ষেপ করি। সেই বীজ হইতে ব্রহ্মাদি ভূত সকলের উৎপত্তি হয়। মনুষ্যাদি সকল যোনিতে যে সকল মূর্ত্তি জন্মে; ব্রহ্ম প্রকৃতিই তাহাদিগের মাতা, আর আমি প্রকৃতিতে জীবরূপ বীজবপন কর্ত্তা পিতা। সত্ত্ব, রজ, তম, এই তিনগুণের সমভাবে অবস্থানের নাম প্রকৃতি। এই গুণত্রয় প্রকৃতি হইতে পৃথক্ পৃথক্ হইয়া স্থূল দেহকে আত্মা জ্ঞান করতঃ দেহস্থিত চিদংশ নির্ব্বিকার জীবকে সুখ দুঃখ মোহাদিতে যুক্ত করে। এই তিন গুণের মধ্যে সত্ত্বগুণ নির্ম্মলতা প্রযুক্ত প্রকাশক এবং শান্ত। শান্তের কার্য্য সুখ এবং প্রকাশকের কার্য্য জ্ঞান। এই সুখ এবং জ্ঞানে জীবকে আবদ্ধ করে অর্থাৎ জীব আমি সুখী, আমি জ্ঞানী বলিয়া অভিমান করে। রজোগুণ অনুরাগের কারণ, ঐ রজোগুণ হইতে অপ্রাপ্ত বস্তুতে অভিলাষ এবং প্রাপ্ত বস্তুতে প্রীতি জন্মে; এজন্য রজোগুণ দৃষ্ট এবং অদৃষ্টার্থক ক্রিয়া সমূহে জীবকে আসক্ত করিয়া

বদ্ধ করে। তমোগুণ আবরণশক্তিপ্রধানা প্রকৃতির অংশ হইতে উদ্ভূত, অর্থাৎ অজ্ঞানজাত। এজন্য অনবধানতা, আলস্য ও নিদ্রাদির দ্বারা তমোগুণ জীবকে আবদ্ধ করে। সত্ত্বগুণ সুখে ও রজোগুণ কর্ম্মসমূহে যোজনা করে, এবং তমোগুণ জ্ঞানকে আবরণ করিয়া অনবধানতা ও আলস্যাদিতে নিযুক্ত করে। হে অর্জ্জুন! জীবের অদৃষ্টবশতঃ সত্ত্বগুণ রজ ও তমোগুণকে পরাভব করিয়া উদয় হয় এবং জীবকে সুখাদিতে যুক্ত করে। এই প্রকারে রজোগুণ, সত্ত্ব ও তমোগুণকে পরাভব করিয়া প্রাদুর্ভূত হয় এবং আপন কার্য্য তৃষ্ণাদিতে যুক্ত করে এবং তমোগুণ সত্ত্ব ও রজোগুণকে পরাভব করিয়া প্রকাশ পায় এবং তাহার কার্য্য অনবধানতা আলস্যাদিতে যুক্ত করে। জীবের ভোগস্থান দেহে যখন চক্ষু কর্ণাদি ইন্দ্রিয় সকলের স্ব স্ব বিষয় জ্ঞান প্রকাশ পায় এবং সুখানুভব হয়, তখন সত্ত্বগুণের বৃদ্ধি হইয়াছে জানিবে। যখন লোভ অর্থাৎ বহুধনাগম থাকিলেও তাহা বারম্বার বৃদ্ধি করিবার অভিলাষ; প্রবৃত্তি অর্থাৎ সর্ব্বদা কর্ম্মকরণের ইচ্ছা ও অট্টালিকাদি মহৎ গৃহনির্ম্মাণের উদ্যম; অশম অর্থাৎ আমি ইহা করিয়া পরে এই কর্ম্ম করিব এইরূপ সংকল্প; এবং স্পৃহা অর্থাৎ যখন দৃষ্টবস্তু গ্রহণেচ্ছা হয় তখন রজোগুণের বৃদ্ধি জানিবে। এবং যখন বিবেক এবং উদ্যম নাশ হয় এবং কর্ত্তব্য বিষয়ে অনুসন্ধান ত্যাগ ও মিথ্যাতে মনোনিবেশ হয় তখন তমোগুণের বৃদ্ধি জানিবে। সত্ত্বগুণের বৃদ্ধি সময়ে দেহধারী জীব মৃত্যু প্রাপ্ত হইলে, সেই জীব হিরণ্যগর্ভ প্রভৃতির উপাসকদিগের লোক প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ সুখভোগের যে বিশেষ বিশেষ স্থান তাহা

প্রাপ্ত হয়। রজোগুণবৃদ্ধি সময়ে মৃত্যু হইলে, কর্ম্মাসক্ত মনুষ্য-লোকে জন্ম হয়। এবং তমোগুণের বৃদ্ধিকালীন মৃত্যু হইলে জীব পশ্বাদি মূঢ় যোনিতে জন্মগ্রহণ করে। "সাত্ত্বিক ক্রিয়ার ফল সুখ, রাজসক্রিয়ার ফল দুঃখ এবং তামসক্রিয়ার ফল মূঢ়তা," কপিলদেব প্রভৃতি কহেন। যেহেতু সত্ত্বগুণ হইতে জ্ঞান জন্মে, রজোগুণ হইতে লোভ এবং তমোগুণ হইতে অনবধান, মোহ ও অজ্ঞান জন্মে। সত্ত্বগুণাবলম্বী ব্যক্তিগণ সত্ত্বগুণের তারতম্য-বশে মনুষ্যলোক, গন্ধর্ব্বলোক, পিতৃলোক কিম্বা দেবলোকাদি সত্যলোক পর্য্যন্ত ঊর্দ্ধে গমন করেন। রজোগুণাবলম্বীব্যক্তিগণ মনুষ্যলোকেই জন্মে এবং ঐ গুণের তারতম্যবশে অধিক দুঃখী ও অল্প দুঃখী হয়। এবং তমোগুণযুক্ত ব্যক্তিগণ তমোগুণের তারতম্যাধীন তামিস্র মহারৌরবাদি নরকগামী হয়। যখন জীব বিবেকী হইয়া বুদ্ধ্যাদিরূপে পরিণত সত্ত্বাদিগুণ সকলের কর্তৃত্ব দেখেন, এবং আত্মাকে ঐ সকল গুণ হইতে পৃথক্ অথচ সাক্ষীস্বরূপ দেখেন, তখন সেই জীব ব্রহ্ম প্রাপ্ত হন। দেহা-কারে পরিণামপ্রাপ্ত জীব সত্ত্বাদি গুণত্রয় অতিক্রম করিলে পর, ঐ গুণত্রয়ের কার্য্য জন্ম, মৃত্যু, জরা ও দুঃখাদি হইতে মুক্ত হইয়া পরমানন্দ প্রাপ্ত হন।"

অর্জ্জুন কহিলেন, "হে প্রভো! গুণাতীত ব্যক্তির চিহ্ন কি, তাহার আচার কিপ্রকার, এবং তিনি কি প্রকারে গুণত্রয় অতিক্রম করেন?"

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, "সত্ত্বগুণের কার্য্য জ্ঞানাদি, রজোগুণের কার্য্য প্রবৃত্তি প্রভৃতি, এবং তমোগুণের কার্য্য মোহাদি উপস্থিত হইলে যে ব্যক্তি দুঃখ বিবেচনায় ইহাদিগকে দ্বেষ না করে, এবং

ইহাদিগের অনুপস্থিতিকালে সুখ বিবেচনায় যে ব্যক্তি আকাঙ্ক্ষা না করে, তাহাকেই গুণাতীত কহা যায়। যিনি উদাসীনের ন্যায় সাক্ষীস্বরূপে অবস্থানপূর্ব্বক সত্ত্বাদি গুণত্রয়ের কার্য্য সুখ দুঃখাদিতে অবিচলিত, যিনি, এই গুণত্রয় আপনাপন কার্য্য করিতেছে, আমার সহিত ইহাদিগের কোন সম্পর্ক নাই এরূপ বিবেক জ্ঞানাবলম্বনে থাকেন এবং চঞ্চল না হন, যিনি আপনাকে আত্মস্বরূপ জানিয়া সুখ দুঃখে সমভাবে থাকেন এবং লোষ্ট্র, বহুমূল্য প্রস্তর ও সুবর্ণ সকলকে তুল্যজ্ঞান করেন; যাহার প্রিয় এবং অপ্রিয় উভয়ই তুল্য হয়; যিনি বিবেকজ্ঞান বিশিষ্ট, স্তুতি ও নিন্দায় যাহার সমান বোধ; এবং যিনি মানাপমানে এবং শত্রুমিত্রে সমান জ্ঞান করেন ও ইচ্ছাধীন সকল উদ্যম ত্যাগ করিতে পারেন, তাহাদিগকেই গুণাতীত কহা যায়। যিনি একান্ত ভক্তি দ্বারা কেবল পরমেশ্বরের সেবা করেন, তিনি তাবৎ গুণাতিক্রম করিয়া মোক্ষ প্রাপ্ত হন। যেমন সূর্য্যমণ্ডল কেবল প্রকাশের ঘনতা প্রযুক্ত মূর্ত্তিমান্ দেখা যায়, সেই রূপ আমি ঘনীভূত ব্রহ্ম, ও নিত্যের, মুক্তির, সনাতন ধর্ম্মের, এবং নিত্যসুখের প্রতিমূর্ত্তি স্বরূপ। অতএব আমার একান্ত ভক্ত ব্যক্তি অবশ্যই মুক্তি প্রাপ্তির অধিকারী।"

পঞ্চদশ অধ্যায়।

ভগবান্ কহিলেন, "শ্বঃ" এই শব্দের অর্থ প্রভাত কাল, এই শ্বঃ শব্দের সহিত স্থিত্যর্থবোধক স্থাধাতুর যোগে, শ্ব থ, এই পদ নিষ্পন্ন হইয়া, প্রভাত পর্য্যন্ত থাকিবেক, এই অর্থ বুঝায়;

অতএব যাহার প্রভাত পর্য্যন্ত থাকিবার নিশ্চয় নাই, তাহাকে অশ্বথ বলা যায়; সংসারকে প্রভাত পর্য্যন্ত স্থায়ী বলা যায় না, এই নিমিত্ত বেদে ইহাকে অশ্বথ বৃক্ষ বলেন।" ইহার মূল ঊর্দ্ধ অর্থাৎ পরম পুরুষ পরমাত্মা; ইহার শাখা হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মাদি জীব; ইহার পত্র সকল জীবের আশ্রয় ছায়া রূপ কর্ম্ম প্রতি-পাদক বেদ; অর্থাৎ বেদোক্ত কর্ম্মদ্বারা ইহা সেবনীয়; ইহা প্রবাহ-রূপে চিরকাল চলিয়া আসিতেছে; এই হেতু ইহাকে অশ্বথ বলা যায়। যিনি সংসারকে এইরূপ অশ্বথ বৃক্ষ বলিয়া জানেন, তিনি বেদবেত্তা। পুণ্যবান্ জীব সকল দেবাদি যোনিতে বিস্তারিত হন, তাঁহারা এই সংসারবৃক্ষের ঊর্দ্ধগত শাখা; এবং দুষ্কর্ম্মী জীব সকল পশ্বাদি যোনিতে বিস্তারিত হইয়া থাকে, তাহারা অধঃস্থ শাখা। ঐ শাখা সকল জল সেচনরূপ সত্বাদি গুণবৃত্তি দ্বারা বর্দ্ধিত ও শাখাগ্রস্থানীয় ইন্দ্রিয়বৃত্তিসংযুক্ত রূপরসাদি বিষয় দ্বারা পল্লবিত হইয়াছে। ঈশ্বর এই বৃক্ষের প্রধান মূল, ভোগ বাসনা সকল ইহার অন্তরাল মূলরূপে অনুপ্রবিষ্ট। ঐ অন্তরাল মূল সকল হইতেই মর্ত্তলোকে জীবের কর্ম্মে প্রবৃত্তি হইয়া থাকে। এই সংসারস্থ প্রাণিগণ সংসার বৃক্ষের উক্ত প্রকার ঊর্দ্ধমূল উপলব্ধি করিতে পারে না, ইহার অন্ত বা আদিও বোধগম্য করিতে পারে না। এবং ইহা কি প্রকারে স্থিতি করে, তাহও বুঝিতে পারে না। এই সংসারবৃক্ষের সীমা নাই এবং ইহা অনর্থকর, এজন্য এই বদ্ধমূল বৃক্ষকে অসঙ্গ করিয়া অর্থাৎ মমতাত্যাগ ও সম্যক্ বিচাররূপ দৃঢ়শস্ত্র দ্বারা ছেদন করিয়া অর্থাৎ পৃথক্ করিয়া "যাঁহা হইতে এই চিরন্তনী সংসার-প্রবৃত্তি বিস্তৃত হইয়াছে, আমি সেই আদি পুরুষের শরণাপন্ন

হই” এই প্রকারে এই সংসারবৃক্ষের মূলীভূত সেই বিষ্ণুপদকে অন্বেষণ করিবে, যাঁহাকে প্রাপ্ত হইলে আর পুনরাগমন করিতে হয় না। মনুষ্যেরা অহঙ্কার ও মোহবিহীন, পুত্রাদিতে আসক্তিরূপ দোষ শূন্য, আত্মজ্ঞাননিষ্ঠ, কামনাতে নিবৃত্তি, ও সুখ দুঃখজনক শীত উষ্ণ প্রভৃতি সহিষ্ণু এবং অজ্ঞান শূন্য হইলে অক্ষয় পদপ্রাপ্ত হন। যে পদে গমন করিলে আর পুনরাগমন করিতে হয় না, সেই পরমধাম আমার। সে ধামকে সূর্য্য চন্দ্র বা অগ্নি প্রকাশ করিতে পারে না।

আমারই অংশ অবিদ্যাবশত সর্ব্বদা সংসারী ও জীবরূপে প্রসিদ্ধ, সেই জীবের শ্রোত্র, ত্বক্, চক্ষু, জিহ্বা, ঘ্রাণ, মন ও অন্যান্য কর্ম্মেন্দ্রিয় প্রভৃতি, সুষুপ্তি ও প্রলয়কালে মদধিষ্ঠিত প্রকৃতিতে লীন হইয়া অবস্থান করে। সেই জীব পুনর্ব্বার জীবলোক সংসার উপভোগ নিমিত্ত উহাদিগকে আকর্ষণ করেন। জীব যখন কর্ম্মবশতঃ শরীরান্তর প্রাপ্ত হন, তখন যে শরীর হইতে উৎক্রান্ত হন, সেই দেহাধিষ্ঠাত্রী জীব, সেই শরীর হইতে অন্তঃকরণ প্রাণ ইন্দ্রিয় সকলকে লইয়া গমন করেন, যেমন বায়ু পুষ্পাদি হইতে গন্ধ গ্রহণ করিয়া ধাবমান্ হয়, তদ্রূপ কর্ণ, চক্ষু, ত্বক্, জিহ্বা, নাসিকা এই পাঁচ জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং অন্তঃকরণ এই সকলকে আশ্রয় করিয়া জীব শব্দাদি সমুদায় বিষয় ভোগ করেন। বিমূঢ় ব্যক্তিরা এক দেহ হইতে অন্য দেহে গমনকারী বা সেই দেহেই অবস্থিত বা বিষয়ভোগকারী বা ইন্দ্রিয়াদি যুক্ত জীবকে দেখিতে পায় না, কিন্তু জ্ঞানচক্ষু ব্যক্তিরাই দেখিতে পান। ধ্যানাদির দ্বারা যত্নবন্ত কোন কোন যোগীরা সেই আত্মাকে দেহে অবস্থিত দেখেন. পরন্তু অশুদ্ধচিত্ত মন্দ

মতি ব্যক্তিরা শাস্ত্রাভ্যাসাদি দ্বারা যত্নবন্ত হইলেও তাঁহাকে দেখিতে পায় না। যে আদিত্য গত তেজ, সমস্ত জগৎ প্রকাশ করিতেছে এবং চন্দ্র ও অগ্নিতে যে তেজ বিদ্যমান রহিয়াছে, তাহা আমারই তেজ জানিবে। আমি পৃথিবীতে প্রবেশ করিয়া বলদ্বারা চরাচরভূত সকল ধারণ করি; আমি রসময় সোম হইয়া ধান্য যবাদি ওষধি সকল পোষণ করি; আমি প্রাণিদিগের দেহমধ্যে জঠরাগ্নিরূপে প্রবেশ পূর্ব্বক প্রাণ ও অপান বায়ুর সহিত সংযুক্ত হইয়া তাহাদিগের ভুক্ত চর্ব্ব্যচোষ্যাদি চতুর্ব্বিধ অন্ন পরিপাক করিয়া থাকি; আমি সমস্ত প্রাণীর হৃদয়ে অন্তর্যামীরূপে প্রবিষ্ট থাকি; এই হেতু আমা হইতেই তাহাদিগের স্মরণ, ইন্দ্রিয়সংযোগজন্য জ্ঞান ও উহাদিগের বিনাশও হইয়া থাকে, এবং আমিই সমস্ত বেদ দ্বারা জ্ঞাতব্য, বেদান্ত কর্ত্তৃসম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক ও বেদার্থবেত্তা। ক্ষর ও অক্ষর এই দুই পুরুষ, লোকপ্রসিদ্ধ; ব্রহ্মা অবধি স্থাবর পর্য্যন্ত যত শরীর তাহা ক্ষর, এবং দেহ বিনষ্ট হইলেও যিনি বিনষ্ট হন না তাহাকে অক্ষর বলিয়া বিবেকীরা কহিয়াছেন। ঐ ক্ষর ও অক্ষর হইতে অন্য এক উত্তম পুরুষ আছেন, তিনি পরমাত্মা বলিয়া শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছেন; যিনি নির্ব্বিকার ও নিয়ন্তা রূপে ত্রিলোকে আবিষ্ট হইয়া সমুদায় পালন করিতেছেন। যে হেতু আমি নিত্যমুক্তস্বভাব হেতু জড় জগৎ হইতে পৃথক্ এবং নিয়মকারিত্ব হেতু চেতনবর্গ হইতে শ্রেষ্ঠ, সেই হেতু আমি লোকে ও বেদে পুরুষোত্তম বলিয়া বিখ্যাত। হে ভারত! যিনি উক্ত প্রকারে নিশ্চিত মতি হইয়া আমাকে পুরুষোত্তম বলিয়া জানেন, তিনি সর্ব্বপ্রকারে আমাকেই

জানেন ; এই কারণেই তিনি সর্ব্বজ্ঞ। হে নিষ্পাপ অর্জ্জুন! তোমাকে এই যে জ্ঞানোপদেশ কহিলাম ইহা অতি গোপনীয়, মনুষ্য ইহা জানিলে পরমজ্ঞানী ও কৃতকৃত্য হয়।"

ষোড়শ অধ্যায়।

শ্রীভগবান্ কহিলেন, "হে অর্জ্জুন! অভয়, চিত্তপ্রসন্নতা, আত্মজ্ঞানযোগে নিষ্ঠা, দান, বাহ্যেন্দ্রিয়নিগ্রহ, দর্শপৌর্ণমাসাদি যজ্ঞ, ব্রহ্মযজ্ঞাদি, শরীর সংযমাদি, অকুটিলতা, অহিংসা, সত্য, অক্রোধ, ঔদাস্য, বিষয়বাসনানিবৃত্তি, পরোক্ষে পরদোষের অপ্রকাশ, দীনের প্রতি দয়া, লোভরাহিত্য, মৃদুতা, কুক্রিয়া প্রবৃত্তিতে লজ্জা, ব্যর্থক্রিয়া ত্যাগ, প্রাগল্ভ্য, ক্ষমা, ধৈর্য্য, বাহ্য ও অন্তরশুচিতা, অবিদ্রোহ, ও আপনাকে অতি পূজ্য বলিয়া অভিমান না করা, এই সকল দৈবী সাত্বিক সম্পত্তি মোক্ষ প্রাপ্তির উপযুক্ত ব্যক্তিই প্রাপ্ত হন। এবং ধর্ম্মচিহ্ন ধারণ, দর্প, ধনবিদ্যাদি জন্য গর্ব্ব, অভিমান, ক্রোধ, নিষ্ঠুরতা, অবিবেক, ও অবিবেচনা, এই সকল আসুরী সম্পদ অভিমুখে জাত পুরুষেরা হইয়া থাকে। হে পার্থ! দৈবী সম্পদ মোক্ষের নিমিত্ত এবং আসুরী সম্পদ সংসারের নিমিত্ত হইয়া থাকে। হে পাণ্ডব! তুমি দৈবী সম্পদ অভিমুখে জন্মিয়াছ, অতএব তুমি শোক করিও না। হে পার্থ! এই সংসারে দৈব ও আসুর এই দুই প্রকার মনুষ্য সৃষ্টি হইয়া থাকে। তন্মধ্যে দৈব বিষয় বিস্তারক্রমে কহিয়াছি, এক্ষণে আসুর বিষয় শ্রবণ কর। আসুর মনুষ্যেরা যে

পুরুষার্থ সাধন বিষয়ে প্রবৃত্ত হইতে হয় ও অনর্থ জনক বিষয় হইতে নিবৃত্ত হইতে হয়, তাহা জানে না। তাহাদিগের শৌচ নাই, আচার নাই, সত্যও নাই। তাহারা কহে, বেদ পুরাণাদিতে জগতের বিষয়ে সৎপ্রমাণ নাই, সুখ দুঃখাদি ব্যবস্থার কারণ যে জগতের ধর্ম্মাধর্ম্ম, তাহা নাই, জগতের ব্যবস্থাপক ঈশ্বর নাই; এই জগৎ স্ত্রী পুরুষ সঙ্গাধীনই সমুৎপন্ন; ইহার উৎপত্তির অন্য কারণ কি আছে? স্ত্রী পুরুষের অভিলাষ বিশেষই ইহার প্রবাহরূপে চলিয়া আসিবার হেতু হইয়াছে। তাহারা এইরূপ নাস্তিক মত অবলম্বন করিয়া মলিনচিত্ত, দৃষ্টপদার্থমাত্র দর্শী, জগতের বৈরী ও হিংস্রকর্ম্মশীল হইয়া জগতের ক্ষয় নিমিত্ত উৎপন্ন হইয়া থাকে। তাহারা দুষ্পূরণীয় কামনা আশ্রয় করিয়া দাম্ভিক, মানী, মদান্বিত ও অশুচি মদ্যমাংসাদিতেব্রত হইয়া মোহপ্রযুক্ত" আমি এই মন্ত্রদ্বারা এই দেবতার আরাধনা করিয়া প্রচুর ধন সাধন করিব" ইত্যাদিরূপ দুরাগ্রহ স্বীকার করত ক্ষুদ্র দেবতার আরাধনাদিতে প্রবৃত্ত হয়। কামোপভোগে তৎপর, কামক্রোধের বশীভূত, শত শত আশা পাশে আবদ্ধ, ও কাম ভোগেই পরম পুরুষার্থ, এইরূপ নিশ্চয় করত আমরণ অপরিমেয় চিন্তায় সমাক্রান্ত হইয়া কামভোগ নিমিত্ত অন্যায় পূর্ব্বক অর্থ সঞ্চয় করিতে চেষ্টা করে। অদ্য এই ধন আমার লব্ধ হইল, অপর মনোরথ পরে লাভ হইবে, এক্ষণে এই ধন আমার আছে, পরে আমার এত ধন হইবে, এই শত্রুকে আমি নিহত করিলাম, অপর শত্রুদিগকে পরে বিনাশ করিব, আমি প্রভু, আমি সর্ব্বপ্রকারে ভোগবান্, আমি পুত্র পৌত্র পৌত্রী দৌহিত্র দৌহিত্রী প্রভৃতিতে সম্পন্ন, আমি বলবান্, আমি সুখী

আমি কুলীন, আমার সদৃশ অন্য আর কে আছে? আমি যাগাদি ক্রিয়া কাণ্ডের অনুষ্ঠান করিয়া অন্যান্য সকলকে পরাভব করিব, আমি স্তাবকদিগকে দান করিব ও হর্ষলাভ করিব, ইত্যাদি প্রকার জ্ঞানে বিমোহিত হইয়া নানাবিধ মনোরথ বিষয়ে চিত্ত-বিক্ষেপ দ্বারা মোহময় জালে সমাবৃত্ত ও কামভোগে অভিনিবিষ্ট হইয়া অতি কুৎসিত নরকে পতিত হয়। তাহারা আপনার দ্বারা আপনি পূজিত, অনম্র, ধনদ্বারা মানমদে সমন্বিত, অহঙ্কার, বল, দর্প, কাম ও ক্রোধের আশ্রিত ও সৎপথবর্ত্তীদিগের প্রতি অসূয়া-পরবশ হইয়া তাহাদিগের স্ব স্ব ও অপরাপর দেহে অবস্থিত যে আমি, আমাকে দ্বেষ করত দম্ভপূর্ব্বক নামমাত্র যজ্ঞ দ্বারা অবিধি পূর্ব্বক যজন করে। সেই ক্রূর, অশুভকর্ম্মা, বিশ্ববিদ্বেষী, নরাধমদিগকে ক্রূর ব্যাঘ্র সর্পাদি আসুরী যোনিতে আমি অনবরত নিক্ষেপ করি। হে কৌন্তেয়? সেই মূঢ়েরা আসুরী যোনি প্রাপ্ত হইয়া প্রতি জন্মেই আমাকে পাওয়া দূরে থাকুক, পাইবার উপায়ও না পাইয়া, সেই অধম জন্ম হইতেও অতি অধম কৃমি কীটাদি যোনি প্রাপ্ত হয়। কাম, ক্রোধ ও লোভ, এই তিনটি আত্মনাশক নরকদ্বার, এই হেতু এ তিনকে পরি-ত্যাগ করা কর্ত্তব্য। হে পার্থ! মনুষ্য, নরকের দ্বারভূত ঐ কাম, ক্রোধ, ও লোভ হইতে বিমুক্ত হইলে আপনার শ্রেয়ঃ সাধন তপোযোগাদি আচরণ করিয়া থাকে, সেই হেতু তাহার মোক্ষ লাভ হয়। যে বেদবিহিত ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া যথেচ্ছাচারবর্ত্তী হয়, যে তত্ত্বজ্ঞান প্রাপ্ত হয় না, উপশম লাভ করিতে পারে না, মোক্ষ প্রাপ্ত হইতেও সমর্থ হয় না। অতএব তোমার পক্ষে কার্য্যাকার্য্য ব্যবস্থা বিষয়ে শ্রুতি স্মৃতি পুরাণাদি শাস্ত্রই প্রমাণ;

এজন্য তুমি শাস্ত্রবিধিবিহিত কর্ম্ম সকল অবগত হইয়া কর্ম্ম করিবার অধিকারী হও।”

সপ্তদশ অধ্যায়।

অর্জ্জুন কহিলেন, “কৃষ্ণ! যাহারা দুঃখ, বা আলস্য প্রযুক্ত শাস্ত্রজ্ঞানে অনাদর করিয়া কেবল আচারপরম্পরাপ্রমাণে শ্রদ্ধান্বিত হইয়া যাগাদি করে, তাহাদের স্থিতি বা আশ্রয় কিরূপ? তাহাদিগের দেবপূজাদিপ্রবৃত্তি সাত্ত্বিকী, রাজসী, কিম্বা তামসী?” ভগবান্ কহিলেন, “হে ভরতকুলভূষণ! শাস্ত্রতত্ত্বজ্ঞানদ্বারা প্রবৃত্ত দেহীদিগের শ্রদ্ধা সাত্ত্বিকীই হইয়া থাকে; আর লোকাচারমাত্র হেতু প্রবৃত্ত দেহীদিগের শ্রদ্ধা পূর্ব্বজন্মকৃত সংস্কারনিবন্ধন সাত্ত্বিকী, রাজসী, এবং তামসী এই ত্রিবিধা হইয়া থাকে, তাহা শ্রবণ কর। কি বিবেকী কি অবিবেকী, সকল লোকেরই পূর্ব্বসংস্কারানুসারে শ্রদ্ধা জন্মে। এই সংসারী পুরুষ সকল, ত্রিবিধ শ্রদ্ধা কর্ত্তৃক বিকৃতি ভাবাপন্ন হয়। যে পুরুষ পূর্ব্ব জন্মে যাদৃশ শ্রদ্ধাবান্ থাকেন, সেই পুরুষ সেই পূর্ব্বসংস্কারাধীন তাদৃশ শ্রদ্ধাবান্ হন। সাত্ত্বিকীশ্রদ্ধাযুক্ত পুরুষ সত্ত্বপ্রকৃতি দেবগণের পূজা করে, রাজসীশ্রদ্ধাযুক্ত পুরুষ রজঃপ্রকৃতি যক্ষরাক্ষসদিগের আরাধনা করে, তামসীশ্রদ্ধাযুক্ত পুরুষ ভূত প্রেতগণের উপাসনা করে এবং যে অবিবেকীরা কাম, রাগ ও বলসমন্বিত হইয়া দম্ভ ও অহঙ্কার প্রযুক্ত বৃথা উপবাসাদি দ্বারা শরীরস্থ পৃথিব্যাদি ভূতগ্রাম আকর্ষণ করত “অর্থাৎ শরীর কৃশ করত,” দেহমধ্যে অবস্থিত পরমাত্মাকে

ক্লেশ দেয়, তাহাদিগকে অতি ক্রূর জানিবে। ঐ সাত্ত্বিক, রাজস ও তামস ব্যক্তিদিগের আহার ত্রিবিধ এবং যজ্ঞ তপস্যা ও দানও ত্রিবিধ হয়; তাহার প্রভেদ শ্রবণ কর। যাহা আয়ু, উৎসাহ, শক্তি, আরোগ্য, চিত্তপ্রসন্নতাও প্রীতি, এসকলের বৃদ্ধিকর রসসংযুক্ত, স্নেহযুক্ত, সারাংশ দ্বারা দীর্ঘকাল স্থায়ী ও দৃষ্টিমাত্রেই হৃদয়ঙ্গম হয়, এতাদৃশ আহার সাত্ত্বিকদিগের প্রিয়। যাহা অতি কটু, অতি অম্ল, অতি লবণাক্ত, অতি উষ্ণ, অতি তীক্ষ্ণ, অতি রূক্ষ ও অতি দাহজনক সর্ষপাদি, এতাদৃশ আহার দুঃখ, শোক ও রোগপ্রদ হয়, ইহা রাজস প্রিয়। যাহা প্রস্তুত হইবার পরে প্রহর কাল গত হইয়া শীতল হইয়াছে, যাহার সার নিষ্পীড়িত হয়, যাহা দুর্গন্ধযুক্ত, পর্য্যুষিত, উচ্ছিষ্ট, অপবিত্র ও অভক্ষ, এতাদৃশ আহার তামসদিগের প্রিয়। ধনঞ্জয়! ফলাকাঙ্ক্ষা রহিত হইয়া মনের একাগ্রতাপূর্ব্বক যে যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়, সেই যজ্ঞ সাত্ত্বিক। ফলাভিসন্ধান করিয়া দম্ভের নিমিত্ত যে যজ্ঞের অনুষ্ঠান হয়, সেই যজ্ঞ রাজস এবং যে যজ্ঞ শাস্ত্রোক্ত বিধিপূর্ব্বক নিষ্পন্ন করা না হয় ও যাহাতে ব্রাহ্মণাদির নিমিত্ত অন্ন নিষ্পাদিত না হয় এবং যাহা মন্ত্রহীন, দক্ষিণা রহিত ও শ্রদ্ধাশূন্য, সেই যজ্ঞকে শিষ্টগণ তামসযজ্ঞ কহিয়া থাকেন। দেব, দ্বিজ, গুরু ও তত্ত্বজ্ঞদিগের পূজা, শুচিতা, সারল্য, ব্রহ্মচর্য্য, ও অহিংসা, এ সকল শারীরিক তপস্যা। পরিণামে সুখকর, প্রিয়, সত্য ও অভয় জনক বাক্য, এবং বেদাভ্যাস, এ সকল বাচনিক তপস্যা। এবং মনে স্বাচ্ছন্দ্য, অক্রূরতা, মনন, বিষয় হইতে মনের প্রত্যাহার ব্যবহারে ছলরাহিত্য, এ সকল মানসিক তপস্যা বলিয়া কথিত হইয়াছে। যদি মনুষ্যেরা ফলাকাঙ্ক্ষারহিত হইয়া পরম শ্রদ্ধা-

পূর্ব্বক একাগ্রচিত্তে কায়িক, বাচনিক ও মানসিক এই ত্রিবিধ তপস্যা অনুষ্ঠান করেন, তাহা হইলে, সেই তপস্যাকে সাত্ত্বিকী তপস্যা বলা যায়। লোকে সাধু বা তাপস বলিবে, দেখিলেই অভ্যুত্থান বা অভিবাদন করিবে অথবা অর্থ প্রদান করিয়া সম্মান রক্ষা করিবে, এই নিমিত্ত দম্ভপূর্ব্বক যে তপস্যা করা হয়, সেই তপস্যা অনিয়ত ও ক্ষণিক, তাহা রাজস বলিয়া উক্ত হইয়াছে। এবং কাম্যসিদ্ধিবাসনায় আত্মপীড়াকর কিম্বা অন্যের উৎসাদনার্থ যাহা কৃত হয়, তাদৃশ তপস্যা তামসী বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। দান অবশ্য কর্ত্তব্য, এইরূপ বোধে যাঁহা হইতে উপকার পাইবার সম্ভাবনা নাই এবং যিনি শাস্ত্রজ্ঞ ও সচ্চরিত্র হন, এমত পাত্রে দেশ বিশেষে বা কাল বিশেষে যাহা দেওয়া হয় তাহাকে সাত্ত্বিক দান বলে। প্রত্যুপকার প্রত্যাশায় বা স্বর্গাদি শুভফল উদ্দেশে ক্লেশপূর্ব্বক যাহা দেওয়া হয়, সেই দান রাজস। এবং অশুচি স্থানে বা অশুচি কালে বা মূর্খ তস্করাদিকে এবং তিরস্কার পূর্ব্বক বা অবজ্ঞাপূর্ব্বক যাহা দেওয়া হয়, সেই দানকে পণ্ডিতেরা তামস দান কহিয়াছেন। ব্রহ্ম বেত্তরা বেদান্তে ওঁ, তৎ, সৎ, ব্রহ্মের এই ত্রিবিধ নাম নির্দ্দেশ করিয়াছেন; সেই ত্রিবিধ নির্দ্দেশ দ্বারাই পূর্ব্বে ব্রাহ্মণ, বেদ ও যজ্ঞ বিহিত হইয়াছে. এই হেতু সর্ব্বকালে ওঁ, উচ্চারণ করিয়া যজ্ঞ, দান ও তপস্যাদি ক্রিয়া করিলে ঐ সকল ক্রিয়ার অঙ্গবৈগুণ্য হইলেও, উক্ত ক্রিয়া ব্রহ্মবাদীদিগের চিত্ত শুদ্ধির কারণ হয়। মোক্ষাভিলাষিরা 'তৎ' উচ্চারণ করিয়া ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ পূর্ব্বক যজ্ঞ তপস্যা দানাদি ক্রিয়া করেন। অস্তিত্ব ও শ্রেষ্ঠ, এই সকল অর্থে 'সৎ' শব্দের প্রয়োগ হয়। বিবাহাদি

মাঙ্গলিক কর্ম্মেও 'সৎ' শব্দ প্রযুক্ত হইয়া থাকে; যজ্ঞ, দান, ও তপস্যাতে যে নিষ্ঠা তাহাও 'সৎ' বলিয়া উক্ত হয় এবং যে কর্ম্মের ফল সেই পরমাত্মা, সেই কর্ম্মসিদ্ধির নিমিত্ত যে কর্ম্ম করিতে হয়, তৎসমস্তই 'সৎ' শব্দে কথিত হয়। অতএব পরমাত্মার স্মারক এই তিন শব্দের উচ্চারণ কর্ত্তব্য। অশ্রদ্ধা পূর্ব্বক যে হোম, দান, তপস্যা, কিম্বা যে কোন কর্ম্ম সম্পাদিত হয়, তাহাকে অসৎ কহা যায়, যেহেতু সে কর্ম্ম বিগুণ হওয়াতে লোকান্তরে ফল প্রদান করে না এবং অযশস্কর হেতু ইহলোকেও ফলদায়ক হয় না।"

অষ্টাদশ অধ্যায়।

অর্জ্জুন কহিলেন," হে মহাবাহো হৃষীকেশ! আমি সন্ন্যাস ও ত্যাগের যাথার্থ্য ভাব পৃথক্‌রূপে জানিতে ইচ্ছা করি।" ভগবান্ কহিলেন, "পণ্ডিতেরা কাম্যকর্ম্ম পরিত্যাগকে সন্ন্যাস বলিয়া থাকেন, আর নিপুণতম ব্যক্তিরা যাবৎ কর্ম্মের ফল পরিত্যাগকে সন্ন্যাস বলেন। সাংখ্যবাদী পণ্ডিতেরা কর্ম্মে হিংসাদি দোষ আছে বলিয়া কর্ম্মত্যাজ্য বলিয়াছেন; মীমাংসকেরা যজ্ঞ, দান, তপস্যা ও কর্ম্ম গ্রহণীয় বলিয়াছেন। হে অর্জ্জুন! ইহার সিদ্ধান্ত আমার নিকট শ্রবণ কর। তত্ত্বজ্ঞগণ তিন প্রকার ত্যাগ কহিয়াছেন। যজ্ঞ, দান ও তপস্যা কর্ম্মত্যাগকরা উচিত নহে, তাহা অবশ্যই কর্ত্তব্য, যেহেতু ঐ সকল কর্ম্ম বিবেকীদিগের চিত্তশুদ্ধিজনক। হে পার্থ! পবিত্রতাজনক এই সকল

কর্ম্মেতে কর্তৃত্বাভিমান এবং ফলকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগ করিয়া এই সকল কর্ম্ম করিবে, ইহা আমার অভিমত; এই মতই উত্তম। কাম্যকর্ম্ম সংসার বন্ধনের কারণ, অতএব কর্ম্মত্যাগ যুক্তিসিদ্ধ, কিন্তু নিত্যকর্ম্ম পরিত্যাগ উচিত নহে; যেহেতু উহা চিত্তশুদ্ধি দ্বারা মুক্তির কারণ হয়। অতএব উহার পরিত্যাগ অজ্ঞানতাপ্রযুক্তই হইয়া থাকে, সুতরাং ঐ ত্যাগ তামসত্যাগ বলিয়া উক্ত হইয়াছে। কর্ম্ম আয়াসসাধ্য, কেবল দুঃখেরই কারণ, ইহা মনে করিয়া কায়ক্লেশভয়ে যে কর্ম্ম পরিত্যাগ করা হয়, সেই ত্যাগকে রাজস ত্যাগ বলা যায়। যিনি এইরূপে কর্ম্মত্যাগ করেন, তিনি জ্ঞাননিষ্ঠারূপ তৎফল প্রাপ্ত হন না। হে অর্জ্জুন! অবশ্য কর্ত্তব্য বোধে কর্তৃত্বাভিমান ও ফলাভিলাষ ত্যাগ করিয়া যে, বিহিতকর্ম্মের অনুষ্ঠান করা হয়, তাদৃশ ত্যাগ সাত্ত্বিক বলিয়া অভিমত। সাত্ত্বিকত্যাগী ব্যক্তি স্থিরবুদ্ধি হন, অর্থাৎ পরকৃত অপমান সহ্য ও স্বর্গাদি সুখ পরিত্যাগ করিয়া থাকেন। তিনি সাংসারিক সুখদুঃখ স্বল্পকালের নিমিত্ত বিবেচনা করেন, তাঁহার দৈহিকসুখদুঃখপরিগ্রহণেচ্ছা ছিন্ন হইয়া যায়; এতাদৃশ পুরুষ দুঃখাবহ কর্ম্মে দ্বেষ করেন না ও সুখকর কর্ম্মেও অনুরক্ত হন না। দেহাভিমানী ব্যক্তি একেবারে কর্ম্ম ত্যাগ করিতে পারে না, অতএব যিনি কর্ম্মের অনুষ্ঠান করত কর্ম্মফলত্যাগী হন, তাঁহাকেই প্রকৃত ত্যাগী বলা যায়। ইষ্ট, অনিষ্ট ও ইষ্টানিষ্ট, এই তিন প্রকার ফল সকাম কর্ম্মীদিগেরই পরলোকে হইয়া থাকে; কিন্তু উহা কর্ম্মফলত্যাগিদিগের কখনই হয় না।'

হে মহাবাহো! পরমাত্মনির্ণায়কশাস্ত্রে এবং বেদান্ত-

সিদ্ধান্তে সমূহ কর্ম্ম সিদ্ধির নিমিত্ত যে পাঁচটী কারণ কথিত হইয়াছে, তাহা আমার নিকট অবগত হও। শরীর, কর্ত্তা অর্থাৎ উপাধি লক্ষণান্বিত আত্মা, চক্ষুকর্ণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণ, প্রাণাদি বায়ুর ক্রিয়া, এবং চক্ষু কর্ণাদির আনুকূল্যকারী সূর্য্যাদি দেবতা, এই পাঁচটী, মনুষ্যশরীর, বাক্য ও মন দ্বারা ধর্ম্ম বা অধর্ম্ম যে কর্ম্ম করেন, সেই কর্ম্মেরই হেতু হয়; অতএব যে ব্যক্তি শাস্ত্র ও আচার্য্যের উপদেশের অভাবে অসংস্কৃত বুদ্ধিঃ প্রযুক্ত কেবল আপনাকে কর্ম্মকারক জ্ঞান করে সে সম্যগ্‌দর্শী নহে। যাহার আমি কর্ম্মকর্ত্তা বলিয়া অভিমান নাই এবং যাহার বুদ্ধি কর্ম্মে আসক্ত না হয়, সেই দেহাদি হইতে ভিন্নরূপ আত্মদর্শী ব্যক্তি, এই প্রাণিগণকে লোক সমক্ষে হনন করিয়াও হনন করেন নাই; সুতরাং তৎফলেও আবদ্ধ হন না। এই কর্ম্ম দ্বারা আমার ইষ্টসিদ্ধি হইবেক এইরূপ জ্ঞান, জ্ঞেয় অভিষ্টসিদ্ধিজনক কর্ম্ম ও ঐ জ্ঞান দ্বয়ের আশ্রয় জ্ঞাতা আত্মা, এই তিনটি কর্ম্মপ্রবৃত্তির হেতু হইতেছে; এবং শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়, অভীষ্ট কর্ম্ম ও ইন্দ্রিয় কার্য্য নির্ব্বাহক কর্ত্তা, এই তিনটি কার্য্যের আশ্রয়। সাংখ্যশাস্ত্রে জ্ঞান, কর্ম্ম ও কর্ত্তা এই তিনটি সত্ত্বাদিগুণভেদে কথিত হইয়াছে, তাহা যথাবৎ শ্রবণ কর। যে জ্ঞান দ্বারা ব্রহ্মাদি স্থাবর পর্য্যন্ত সর্ব্বভূতে অবিভক্ত এক নির্ব্বিকার পরমাত্মতত্ত্বকে দর্শন করে, সেই জ্ঞান সাত্ত্বিক জানিবে। যে জ্ঞান দ্বারা আত্মাকে সর্ব্ব প্রাণীতে সুখী দুঃখী ইত্যাদিরূপে পৃথক্ প্রকার অনেকভাবাপন্ন জানে, সেই জ্ঞান রাজস জ্ঞান জানিবে। এবং কোন এক দেহে বা প্রতিমাদিতে পরিপূর্ণ ঈশ্বর বোধ করিয়া ইনিই ঈশ্বর, অন্য আর ঈশ্বর কেহ

নাই, এইরূপ অভিনিবেশযুক্ত হেতুশূন্য অযথার্থ যে অল্পজ্ঞান, তাহা তামস বলিয়া উক্ত হইয়াছে। আসক্তি, ফলকামনা, রাগ ও দ্বেষরহিত হইয়া অবশ্যকর্ত্তব্য বোধে নিয়মিত যে কর্ম্ম করা হয়, সেই কর্ম্ম সাত্ত্বিক বলিয়া উক্ত হইয়াছে। কাম্য-বিষয়ের অভিলাষে অহঙ্কার বশত অতিশয় আয়াসে যে কর্ম্ম করা হয়, তাহা রাজসিক বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। পশ্চাদ্ভাবী শুভ বা অশুভ, অর্থক্ষয়, পরপীড়া, ও আত্মসামর্থ পর্য্যালোচনা না করিয়া মোহ বশত যে কর্ম্ম করা হয়, সেই কর্ম্মকে পণ্ডিতেরা তামসিক বলেন। আসক্তিত্যাগী, গর্ব্বোক্তিরহিত, ধৈর্য্য ও উদ্যমসমন্বিত ও কর্ম্মের সিদ্ধি বা অসিদ্ধিতে হর্ষবিষাদ শূন্য, এ প্রকার কর্ত্তাকে পণ্ডিতেরা সাত্ত্বিক বলিয়া থাকেন। পুত্রা-দিতে প্রীতিবিশিষ্ট, কর্ম্মফল লাভাকাঙ্ক্ষী, পরবিত্তাভিলাষী, হিংসা স্বভাব, বিহিত শৌচ বিবর্জ্জিত ও লাভালাভে হর্ষ-শোকান্বিত, ঈদৃশ কর্ত্তা রাজস বলিয়া পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে। অমনোযোগী, বিবেচনাশূন্য, অনম্র, শঠ, পরাবমানকারী, অলস, শোকবিষাদযুক্ত, ও দীর্ঘসূত্রী, এতাদৃশ কর্ত্তা তামস বলিয়া উক্ত হয়। হে ধনঞ্জয়! সত্ত্বাদি গুণভেদে বুদ্ধির এবং ধারণা-শক্তির তিন প্রকার প্রভেদ অশেষরূপে বলিতেছি, শ্রবণ কর। ধর্ম্মবিষয়ে প্রবৃত্তি ও অধর্ম্মে নিবৃত্তি যে স্থানে বা যে সময়ে যাহা কর্ত্তব্য বা অকর্ত্তব্য, যে কার্য্য নিমিত্ত ভয় ও যে কার্য্য নিমিত্ত অভয় লাভ হয়, এবং কি প্রকারে বন্ধ ও কি প্রকারে মোক্ষ হয়, এ সকল বিষয় যে বুদ্ধি জানিতে পারে, সেই বুদ্ধি সাত্ত্বিকী। যে বুদ্ধি দ্বারা ধর্ম্মাধর্ম্ম ও কার্য্যাকার্য্য সকলকে অযথাবৎ জানে, সেই বুদ্ধি রাজসী। যে বুদ্ধি অজ্ঞানে আবৃত

হইয়া অধর্ম্মকে ধর্ম্ম বলিয়া জানে এবং সকল জ্ঞেয় পদার্থকে বিপরীত বোধ করে, সেই বুদ্ধি তামসী। হে পার্থ! যে ধৃতি, বিষয়ান্তর ধারণ না করিয়া চিত্তৈকাগ্রতা হেতু মন, প্রাণ ও ইন্দ্রিয়গণের ক্রিয়াকে নিয়মিত করিয়া রাখে, সেই ধৃতি সাত্ত্বিকী। যে ধৃতি দ্বারা মনুষ্য ধর্ম্ম, অর্থ ও কামকে ধারণ করিয়া থাকে কখন পরিত্যাগ করে না এবং তৎপ্রসঙ্গাধীন ফলাকাঙ্ক্ষী হয়, সেই ধৃতি রাজসী। যাহা দ্বারা বহুবিধ অবিবেক বুদ্ধিযুক্ত পুরুষ স্বপ্ন, ভয়, শোক, বিষাদ ও মদ পরিত্যাগ না করে সেই ধৃতি তামসী বলিয়া উক্ত হইয়াছে।

হে ভরতশ্রেষ্ঠ! তুমি সংপ্রতি আমার নিকট ত্রিবিধ সুখ শ্রবণ কর। পুরুষ অভ্যাস নিবন্ধন যে সুখে রত হইয়া থাকে ও দুঃখের উপশম লাভ করে, যে সুখ প্রথমে বিষয়ের ন্যায় দুঃখাবহ ও পরিণামে অমৃত সদৃশ এবং যাহা, আত্মবিষয়ক বুদ্ধির প্রসাদে রজ ও তম পরিত্যাগ করত স্বচ্ছন্দতা পূর্ব্বক যে অবস্থান, তাদৃশ অবস্থা হইতে সমুৎপন্ন হইয়া থাকে, সেই সুখকে যোগীরা সাত্ত্বিক সুখ বলিয়াছেন। বিষয়েতে ইন্দ্রিয়সংযোগে উৎপন্ন, প্রথমে অমৃত তুল্য পরিণামে বিষবৎ যে সুখ, তাহা রাজসী বলিয়া কথিত হইয়াছে। যাহা প্রথমে ও পরিশেষেও আত্মমোহকর এবং নিদ্রা, আলস্য ও প্রমাদাদি হইতে সমুত্থিত হয়, সেই সুখ তামস বলিয়া উদাহৃত হইয়াছে। কোন প্রাণিজাতই পৃথিবীতে মনুষ্যাদিলোকে বা স্বর্গে দেবলোকে এই প্রকৃতিজাতসত্ত্বাদি গুণত্রয় হইতে বিমুক্ত নাই। হে শত্রুতাপন! ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রদিগের পূর্ব্বজন্মসংস্কারাধীন সমুৎপন্ন সত্ত্বাদি গুণত্রয় দ্বারা কর্ম্ম সকল বিভাগ ক্রমে পৃথক্ পৃথক্ বিহিত

হইয়াছে। ব্রাহ্মণদিগের স্বভাব কেবল সত্ত্বগুণাত্মক; ক্ষত্রিয়-দিগেরি স্বভাব কিঞ্চিৎ সত্ত্বমিশ্রিত রজোগুণাত্মক; বৈশ্যদিগের স্বভাব কিঞ্চিৎ তমোমিশ্রিত রজোগুণাত্মক এবং শূদ্রদিগের স্বভাব কিঞ্চিৎ রজোমিশ্রিত তমোগুণাত্মক। সম, দম, তপস্যা, শুচিতা, ক্ষমা, সরলতা, শাস্ত্রীয়জ্ঞান, অনুভব ও আস্তিক্য, এ সকল কর্ম্ম ব্রাহ্মণের স্বভাবজাত। শৌর্য্য, প্রাগল্ভ্য, ধৈর্য্য, দক্ষতা, যুদ্ধে বিমুখ না হওয়া, দান, এবং শাসনকরণ, এ সকল কর্ম্ম ক্ষত্রিয়দিগের স্বভাব সম্ভূত। কৃষি, পশুপালন ও বাণিজ্য কর্ম্ম বৈশ্যদিগের স্বভাবোৎপন্ন। এবং ব্রাহ্মণাদি ত্রিবর্ণের পরি-চর্য্যা শূদ্রের স্বভাব সংজাত হইয়া থাকে। মনুষ্যেরা স্ব স্ব কর্ম্মে নিরত হইলে যে প্রকারে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করে তাহা শ্রবণ কর। যাঁহা হইতে প্রাণিদিগের চেষ্টা হইয়া থাকে, যিনি এই বিশ্বে পরিব্যাপ্ত হইয়াছেন, মনুষ্য সেই অন্তর্যামী ঈশ্বরকে স্ব-জাত্যুক্ত কর্ম্মদ্বারা অর্চ্চনা করিয়া তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিতে পারে। স্বধর্ম্ম অঙ্গহীন ও পরধর্ম্ম সম্যক্ অনুষ্ঠিত হইলেও, স্বধর্ম্ম পরধর্ম্ম হইতে শ্রেষ্ঠ হয়, কেননা, পূর্ব্বোক্ত স্বভাবত নিয়মিত কর্ম্ম করিলে মনুষ্য পাপগ্রস্ত হয় না। হে কুন্তিনন্দন! স্বজাত্যুক্ত কর্ম্মে দোষ থাকিলেও তাহা পরিত্যাগ করিবে না, যেহেতু ধূমাবৃত অগ্নির ন্যায় সকল কর্ম্মই কোন না কোন দোষে সমাবৃত; যে প্রকার অগ্নির ধূমদোষ পরিত্যাগ করিয়া অন্ধকার বিনাশ ও শীতাদি নিবৃত্তি নিমিত্ত তাহার উত্তাপের সেবা করিতে হয়, সেইরূপ তোমার স্বজাত্যুক্ত কর্ম্মে হিংসাদি দোষ থাকিলেও উহার দোষাংশ পরিত্যাগ করিয়া চিত্তশুদ্ধি নিমিত্ত গুণাংশই গ্রহণ করিতে হইবে। যাঁহার বুদ্ধি সকল বিষয়ে সঙ্গশূন্যা এবং

যিনি নিরহঙ্কার ও ফলস্পৃহারহিত, তিনি সন্ন্যাস দ্বারা সর্ব্ব কর্ম্ম নিবৃত্তিরূপ পরমসিদ্ধি লাভ করেন। হে কুন্তীপুত্র! সেই সিদ্ধি প্রাপ্ত ব্যক্তি, জ্ঞানের পরানিষ্ঠা যাহাতে হয়, তাদৃশ ব্রহ্মকে যে প্রকারে প্রাপ্ত হন, তাহা সংক্ষেপে আমার নিকট অবগত হও। তিনি সাত্ত্বিক বুদ্ধিযুক্ত, যথোক্ত শুচিস্থানে অবস্থিত, পরিমিতভোজী, সংযতবাক্য, সংযতদেহ, সংযতচিত্ত, ধ্যান পূর্ব্বক ব্রহ্মস্পর্শ পরায়ণ, সতত বৈরাগ্য আশ্রিত ও মমতা শূন্য হইয়া সাত্ত্বিকী মেধা দ্বারা বুদ্ধিকে সংযত, শব্দাদি বিষয় সকল পরিত্যাগ ও রাগ দ্বেষে ঔদাস্যভাব করত দেহেন্দ্রিয়াদি অহঙ্কার, সামর্থ, দর্প, কাম, ক্রোধ, ও পরিগ্রহ বিমোচন পূর্ব্বক পরমা-শান্তি লাভ করিয়া ব্রহ্মেতে নিশ্চলভাবে অবস্থান করিতে যোগ্য হন। ব্রহ্ম প্রাপ্ত ব্যক্তির অন্তঃকরণ সুপ্রসন্ন হয়, এ কারণ তিনি বিনষ্ট বস্তুর জন্য শোক করেন না, অপ্রাপ্ত বস্তুর আকাঙ্ক্ষা করেন না; সকল প্রাণীর প্রতি সমভাবযুক্ত হইয়া সকল প্রাণীতে পরমেশ্বরজ্ঞানরূপ যে পরম ভক্তি তাহা প্রাপ্ত হন। সেই পরম ভক্তি দ্বারা সর্ব্বব্যাপক ও সচ্চিদানন্দরূপ আমাকে যাথার্থ জানিতে পারেন। আমাকে যথার্থ্য জানিতে পারিলে পর স্বয়ং পরমানন্দ স্বরূপ হন। আমার উদ্দেশে কেবল নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্মসকল সর্ব্বদা করিলেও আমার অনুগ্রহে, অনাদি, অব্যয়, এবং সর্ব্বোৎকৃষ্ট ফলমুক্তি প্রাপ্ত হন। অতএব তুমি মদ্দ্বারা আমায় সকল কর্ম্ম সমর্পণ করিয়া, মৎপরায়ণ হইয়া সর্ব্বদা আমাতে মনোনিধান কর। আমাতে মনোনিধান করিলে, আমার প্রসাদে অতি দুস্তর সাংসারিক দুঃখ হইতেও উত্তীর্ণ হইবে। যদি অহঙ্কার প্রযুক্ত আমার এবম্বিধ বাক্য

না শুন, তাহা হইলে পুরুষার্থধর্ম্মাদি হইতে ভ্রষ্ট হইবে। তুমি অহঙ্কার প্রযুক্ত "আমি যুদ্ধ করিব না" এইরূপ অধ্যবসায় করিতেছ, কিন্তু এ অধ্যবসায় তোমার মিথ্যা, যেহেতু তোমার প্রকৃতি তোমাকে যুদ্ধে প্রবর্ত্তিত করিবে। হে কুন্তীপুত্র! তুমি মোহ প্রযুক্তই যুদ্ধ করিতে ইচ্ছা করিতেছ না, কিন্তু তোমার পূর্ব্বজন্ম সংস্কারজন্য শৌর্য্যাদিতে তুমি আবদ্ধ আছ, ইহাতে উহার বশবর্ত্তী হইয়া তোমাকে এই যুদ্ধক্রিয়া অবশ্যই করিতে হইবে। হে অর্জ্জুন! অন্তর্য্যামী ঈশ্বর সমুদায় ভূতের হৃদয় মধ্যে আছেন এবং মায়া দ্বারা সমস্ত প্রাণীকে যন্ত্ররূপ শরীরে আরোপণ পূর্ব্বক পরিভ্রমণ করাইতেছেন। হে ভারত! তুমি সর্ব্বোতোভাবে তাঁহারই শরণাপন্ন হও, তাঁহারই প্রসাদে পরম শান্তি ও শাশ্বত স্থান প্রাপ্ত হইবে। গোপনীয় হইতেও গোপ্য এইজ্ঞান আমি তোমাকে কহিলাম, তুমি ইহা অশেষরূপে পর্য্যালোচনা করিয়া যেমন তোমার ইচ্ছা হয়, সেইরূপ কর।

হে পার্থ! সকল গুহ্য হইতে গুহ্যতম আমার পরম বাক্য পুনর্ব্বার শ্রবণ কর; তুমি আমার অত্যন্ত প্রিয়, এই নিমিত্ত তোমার হিত বলিতেছি। তুমি আমার প্রতিমন অর্পণ কর, আমাকে ভজনা কর, আমার যজন কর, আমাকে নমস্কার কর; তাহা হইলে আমাকেই প্রাপ্ত হইবে, ইহাতে সংশয় করিও না। তুমি আমার প্রিয় এই হেতু তোমার নিকট সত্য প্রতিজ্ঞা করিয়া কহিতেছি, তুমি সকল ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া এক আমারই শরণাপন্ন হও, আমি তোমাকে সকল পাপ হইতে মুক্ত করিব, শোক করিও না। এই গীতার্থতত্ত্ব তুমি কথনও তপস্যাহীন; ভক্তিশূন্য বা শুশ্রূষাহীন ব্যক্তিকে বলিবে না, এবং

যে আমার প্রতি অসূয়া করে, তাহাকেও কদাচ বলিবে না। যিনি আমার প্রতি পরম ভক্তি করিয়া এই পরম রহস্য আমার ভক্তকে বলিবেন, তিনিই আমাকে প্রাপ্ত হইবেন, সংশয় নাই। যিনি আমার ভক্তগণসমীপে গীতা শাস্ত্র ব্যাখ্যা করেন, তাঁহা ব্যতিরেকে অন্য কেহ ভূমণ্ডলে মনুষ্যগণ মধ্যে আমার প্রিয়তম নাই এবং কালান্তরেও তাঁহা হইতে অপর প্রিয়তর কেহ হইবে না। আমার মত এই, যে ব্যক্তি আমাদিগের উভয়ের এই ধর্ম্মসম্বাদ পাঠ করিবে, সে জ্ঞানযজ্ঞ দ্বারা আমাকে যজন করিবে, আমি তাহার সেই যজ্ঞের ভোক্তা হইব। যে মনুষ্য শ্রদ্ধাবান্ ও অসূয়ারহিত হইয়া ইহা শ্রবণ করেন, সেই ব্যক্তি সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হইয়া পুণ্য কর্ম্মীদিগের প্রাপ্য শুভলোক সকল গমন করেন। হে পৃথানন্দন ধনঞ্জয়! তুমি একাগ্র মনে ইহা শুনিলে ত? তোমার অজ্ঞান জন্য মোহ নাশ হইয়াছে ত?" অর্জ্জুন কহিলেন, "হে অচ্যুত! আমার মোহ বিনষ্ট হইয়াছে, আমি তোমার প্রসাদে আত্মস্মৃতি পাইয়াছি, এবং আমি সন্দেহরহিত হইয়াছি, অতএব তোমার আজ্ঞা প্রতি পালন করিব।" সঞ্জয় কহিলেন, আমি মহাত্মা পার্থ ও বাসুদেবের এই অদ্ভুত লোমহর্ষণ সংবাদ শ্রবণ করিয়াছি। হে রাজন্! সাক্ষাৎ যোগেশ্বর কৃষ্ণ স্বয়ং এই পরম গুহ্যযোগ কহিলেন, আমি ব্যাসের প্রসাদে ইহা শ্রবণ করিয়াছি। আমি কেশব ও অর্জ্জুনের এই অত্যাশ্চর্য্য সংবাদ মুহুর্মুহুঃ স্মরণ করিয়া পুনঃ পুনঃ হর্ষ প্রাপ্ত হইতেছি। হে মহারাজ! শ্রীকৃষ্ণের সেই অদ্ভুত বিশ্বরূপ পুনঃ পুনঃ আমার স্মরণ হইতেছে, তাহাতে সাতিশয় বিস্ময় জন্মিতেছে এবং বারম্বার আমি হর্ষ লাভ করি-

তেছি। আমার বিবেচনায়, যে পক্ষে সাক্ষাৎ যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ এবং গাণ্ডীব ধনুর্দ্ধারী অর্জ্জুন, সেই পক্ষের জয়, শ্রীবৃদ্ধি, ও অচলা রাজলক্ষ্মী।

সম্পূর্ণ—